জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobanglaDigital /jago_bangla www.jagobangla.in

রোনাল্ডোর অবসর

২৩ বছর পর্তুগালের হয়ে খেলার পর অবসর নিলেন ৪১ বছরের ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। ২৩৪টি ম্যাচে ১৩৬টি গোল করেছেন তিনি



নামছে পারদ

দক্ষিণবঙ্গে শীতের ইনিংস শুরু। বৃহস্পতিবারও রাজ্যজুড়ে পারদ পতন। কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা প্রায় দুই ডিগ্রি কমেছে। আগামী ৪৮ ঘণ্টায় তাপমাত্রা আরও কিছুটা নিম্নমুখী। উত্তরেও ঠান্ডার আমেজ

চাপের মুখে ফর্ম ৬ পৃথক করার সিদ্ধান্ত কমিশনের



আটকের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কোর্টে পেশ করতে হবে : শীর্ষ আদালত



বর্ষ - ২২, সংখ্যা ১৫২ • ৬ নভেম্বর, ২০২৬ • ১৯ কার্তিক ১৪৩৩ • শুক্রবার • দাম - ৪ টাকা • ১৬ পাতা • Vol. 22, Issue - 152 • JAGO BANGLA • FRIDAY • 6 NOVEMBER, 2026 • 16 Pages • Rs-4 • RNI NO. WBBEN/2004/14087 • KOLKATA

রাতের অন্ধকারে আইসির গাড়িতে আসে কোটি টাকা

বালিশ–ঋতর এফিডেভিট সই করছে থানার কনস্টেবল

অভিষেকের বিস্ফোরক মন্তব্য ও তথ্যে বিপাকে বিজেপি

প্রতিবেদন : সরিষার অফিসে পুলিশ এবং প্রশাসনের সাজানো নাটক নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূলের সর্ব ভারতীয় সাধারণ সম্পাদক দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানালেন, ডায়মন্ড হারবারের আইসির কালো এসইউভি গাড়িতে করেই রাতের অন্ধকারে কোটি টাকা ঢোকানো হয়। এই ঘটনার সিসিটিভির ফুটেজ তাঁর কাছে রয়েছে। প্রয়োজনে আদালতে সেই ভিডিও প্রমাণ-সহ পেশ করবেন। গোটা ঘটনাটিকে ফের সাজানো চিত্রনাট্য বলে ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ বলেন, এই অভিযোগ করলাম। আমি চাইছি পুলিশ মামলা করুক। কোর্টে আমি তথ্য প্রমাণ দেব।

অভিষেক এদিন সেই চিঠিটি তুলে ধরেন যেটি গত ২২ মে ইমেল মারফত ডায়মন্ড হারবার পুলিশ স্টেশনে পাঠানো হয়েছিল। এর সঙ্গে চিঠির রিসিভড হার্ডকপি সেটিও দেখান, যা ২৩ মে রিসিভ করা হয়। ২২ তারিখ রাতে বিজেপির গুন্ডারা এই অফিস ভাঙচুর করে তাণ্ডব চালায়। বাদ যায়নি আমতলা কিংবা ক্যামাক স্ট্রিটের অফিসও। অভিষেক বলেন, ওই চিঠিতে দলের তরফ থেকে লিখিতভাবে আশঙ্কা প্রকাশ করে বলা হয়, যে এই বাড়িতে যে কোনও সময় অপরাধীরা ঢুকে দখল করে নিয়ে যে কোনও ধরনের অপরাধ ঘটাতে পারে। অর্থাৎ তখনই আশঙ্কা ছিল দুষ্কৃতীরা অস্ত্র, বিস্ফোরক কিংবা নগদ অর্থ রেখে যেতে পারে। অভিষেকের বক্তব্য, একটি অপরাধস্থলে তাণ্ডব যারা চালাল তাদের একজনকেও গ্রেফতার করেনি। ওই অফিসটি পুলিশের নিয়ন্ত্রণে ছিল এবং বকলমে বিজেপি দুষ্কৃতীরাই যাতায়াত করছিল। সাড়ে পাঁচ মাস আগে যে অফিসটা বন্ধ হয়েছিল, পুলিশের নিয়ন্ত্রণে ছিল, সেখানে কোটি টাকা উদ্ধার হল? তাই যদি হয় তাহলে আইসি, এএসপি কিংবা এসপির চাকরি যাওয়া উচিত। কারণ তাদেরই দায়িত্ব ছিল অফিসের নিরাপত্তা বজায় রাখা। তৃণমূল কংগ্রেস এর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিচ্ছে। সুমিত রায়ের স্ত্রী ইতিমধ্যে অভিযোগ করেছেন। সুমিত তাঁর আইনজীবীর মারফত জানিয়েছেন, ঘটনাস্থলে তাকে নিয়ে যাওয়ার আগে থেকেই টাকা গোনা চলছিল এবং বলা হয়েছিল সিজার লিস্টে সই করতে। যাঁরা ভাবছেন এসব করে পার পেয়ে যাবেন, তাঁদের স্পষ্ট বলা হচ্ছে অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের মামলার মুখোমুখি হবেন এইসব পুলিশ অফিসাররা।

মগরাহাট দক্ষিণের বিধায়ক শামিম আহমেদকে পাশে নিয়ে অভিষেক বলেন, সুমিত রায়কে ৩১ অক্টোবর কালীতলা মামলার হেফাজতে নেওয়ার পর ১ নভেম্বর ডায়মন্ড হারবারের আইসি (৯১৪৭৮৮০৭৮) শামিমকে ফোন করেন। মিসড কল হয়ে যায়। পরে শামিম বিকেল ৪.৪৯টায় ফোন করেন। তাঁকে পরের দিন অর্থাৎ ২ নভেম্বর এসপি অফিসে আসতে বলা হয়। বিধায়ক শামিম যাওয়ার পর দীর্ঘক্ষণ বসিয়ে রেখে এসপি চন্দ্রশেখর বর্ধন দেখা করেন দুপুর ১২টা নাগাদ। ঢুকেই বলেন, সুমিত সম্বন্ধে যা জানো বলে ফেলো। সুমিতের সঙ্গে রাজনীতির কারণে কী কী ভাবে যোগাযোগ শামিমের তা বলেন। এসপি বলেন, এর বাইরে কিছু জানো না? এসপি বলেন, প্রয়োজনে বানিয়ে বলো। পাল্টা শামিম বলেন, আমি বিধায়ক। আমার পার্টি অফিসগুলো বন্ধ। সেগুলো খোলার ব্যবস্থা করুন। এসপির অসভ্যতা আর এক কদম এগিয়ে যায়। বলেন, অফিস জেলের বাইরে করবি না, ভেতরে খুলবি ঠিক কর। এসপি এরপর বলেন, দু'দিন সময় দিলাম তারমধ্যে এসে সব জানাও। সব মামলায় জামিন হয় না। ঢুকিয়ে দেব। পরিস্থিতি বুঝে অভিষেকের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। যদিও শামিম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে ছিলেন না। এরপর বিধায়ক শুভাশিস দাসের সঙ্গে শামিম বিধানসভায় আসেন। বালিশদের তপসিয়ায় পার্টি অফিসে যান, সেখানে বালিশ ঋত বলে, পুলিশের নির্দেশ অনুযায়ী কাজটা না করলে তার কিছু করার নেই। এদের আসল লক্ষ্য অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ফাঁসাতে হবে। আর এখন যা যা বললাম তার (এরপর ৬ পাতায়)



কালীঘাটে সাংবাদিকদের মুখোমুখি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। রয়েছেন বিধায়ক শামিম আহমেদ। বৃহস্পতিবার

নুরেমবার্গ ট্রায়ালের কথা মনে করিয়ে দিলেন মহুয়া



প্রতিবেদন : সরিষার ঘটনাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করছে তৃণমূল কংগ্রেস। বিধানসভা ভোটের ফলাফল প্রকাশের পর থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রচুর পার্টি অফিসে হামলা হয়েছে এবং দখল হয়ে গেছে। যেখানে তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা ঢুকতে পারেন না, বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, বিজেপি দখল করে বসে আছে। ফলে তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয় থেকে টাকা পাওয়া গেছে বলে যে একটা ন্যারেটিভ তৈরি করার চেষ্টা চলছে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে পরিষ্কার ভাবে বলা হচ্ছে, এই দলীয় কার্যালয়টি তৃণমূল কংগ্রেসের হাতেই ছিল না! তার লিখিত প্রমাণ আছে— কারা দখল করেছে। যে দলীয় কার্যালয়টি তৃণমূল কংগ্রেসেরই ছিল না, তা হলে সেই পার্টি অফিসের ভেতর থেকে কীভাবে টাকা পাওয়া যেতে পারে? অর্থাৎ সেগুলো কেউ সাজিয়ে রাখছে।

বৃহস্পতিবার বেলেঘাটার (এরপর ৬ পাতায়)

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।



সাঁঝের খেয়ায়

দীপান্বিতার দীপ সন্ধ্যায়
দ্বীপবাসিনীর দূরদেশী ভাই,
আকুলি-কাকুলির ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায়
ভাইবোনের এই তিথি মেলায়,
মনে পড়ে সব জীবন বেলায়
সকাল-দুপুর-সাঁঝের খেয়ায়
আমি কোথায়, তুমি কোথায়?
জীবন যে আজ হেথায়-হোথায়।
জীবন কখনও শেষ সন্ধ্যায়
একদিন সবই ফুরিয়ে যায়।।

ধর্ষণ করে খুন নাবালিকাকে

রায়গঞ্জ অগ্নিগর্ভ

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ : বেটি বাঁচাওয়ের বুলি আওড়ানো সরকারের রাজত্বে একের পর এক ধর্ষণ। ফের আরও একবার খবরের শিরোনামে লজ্জাজনক ছবি। এবারের ঘটনাস্থল উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জ। নিখোঁজ হওয়ার দু'দিন পর রায়গঞ্জের একটি জঙ্গল থেকে ১২ বছর বয়সি এক নাবালিকার বিবস্ত্র দেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বৃহস্পতিবার বিকেলে রায়গঞ্জ ব্লকের আব্দুলঘাটা এলাকার জঙ্গলের ভেতর থেকে দেহটি উদ্ধার করে পুলিশ। দেহ উদ্ধারের পরই নিরাপত্তার অভিযোগ তুলে ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয় মানুষ। অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি তৈরি হয়। নিহত নাবালিকার তরফেও ধর্ষণের অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। দেহটিতে পচন ধরতে শুরু করেছিল বলে প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে। পুলিশ ও পারিবারিক সূত্রে খবর, মৃত নাবালিকার বাড়ি রায়গঞ্জের বোগ্রাম এলাকায়। গত মঙ্গলবার বিকেলে সাইকেল নিয়ে বাড়ি থেকে (এরপর ৬ পাতায়)

তারিখ অভিধান

২০১০ সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় (১৯২০-২০১০) এদিন প্রয়াত হন। তিনি সাদা, তিনি কালো। তিনি মন্দ, তিনি ভাল। আর এর সবটাই খোলা খাতা বা স্বচ্ছ আয়নায় প্রতিফলিত। সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় এমনই এক বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব। রাজনীতি, কূটনীতি, প্রশাসন, ক্রীড়াঙ্গন, এমনকী বংশগৌরব— সব ক্ষেত্রেই তাঁর ওজন ও প্রভাব তাঁকে স্বাতন্ত্র্যে বিশিষ্ট করেছে। ১৯৭২-'৭৭ পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। মূল স্রোত থেকে সরিয়ে রাজীব গান্ধী তাঁকে অশান্ত পঞ্জাবের রাজ্যপাল করার সিদ্ধান্ত নেন। সাড়ে তিন বছর রাজ্যপাল ছিলেন তিনি, ১৯৮৯ পর্যন্ত। রাজীবের মৃত্যুর পরে নরসিংহ রাও প্রধানমন্ত্রী হওয়ার অল্প দিনের মধ্যেই ফের রাজনীতি থেকে সরে যেতে হয় সিদ্ধার্থশঙ্করকে। এবার তিনি আমেরিকায় ভারতীয় রাষ্ট্রদূত। ১৯৯৬ পর্যন্ত প্রায় চার বছর আমেরিকায় কাটিয়ে দেশে ফিরলেও প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে তাঁর দূরত্ব থেকেই যায়। ১৯৯১-এ রাজনীতিতে প্রত্যাবর্তন এবং রাজ্যে উত্থান। কলকাতার অধুনালুপ্ত চৌরঙ্গি কেন্দ্র থেকে উপনির্বাচনে জিতে বিধানসভায় বিরোধী নেতা হন।



১৯৮৫ সঞ্জীবকুমার (১৯৩৮-১৯৮৫) এদিন প্রয়াত হন। আসলে তিনি হরিহর জেটালাল জরিওয়ালা। গুজরাতের সুরাতে ১৯৩৮ সালে ৯ জুলাই জন্ম হয় তাঁর। পরে মুম্বইয়ে সপরিবার চলে আসেন তিনি। যদিও আসল নামে তাঁকে কোনওদিনই চেনেনি বলিউড। বরং তাঁর ছদ্মনামেই এসেছে জনপ্রিয়তার ঢেউ। মঞ্চে তাঁর নজরকাড়া অভিনয় থেকেই বলিউডে 'হম হিন্দুস্থানি' ছবিতে ডাক পান এই অভিনেতা। ১৯৬০-এ মুক্তি পাওয়া এই ছবিতে খুব ছোট চরিত্রে অভিনয় করলেও দর্শকদের মন জেতেন তিনি। 'সীতা অউর গীতা', 'রাজা আউর রাঙ্ক', 'আপ কি কসম' 'ত্রিশূল', 'রাম তেরে কিতনে নাম', 'খিলোনা', 'ইয়ে হ্যায় জিন্দেগি', 'চরিত্রহীন', 'অঙ্গারে', 'গৃহপ্রবেশ' বা 'আঁধি'-সহ নানা ছবিতে সঞ্জীব অনবদ্য। কেবল হিন্দি নয়, তামিল থেকে হিন্দিতে ডাবিং হওয়া নানা ছবিতেও সমান জনপ্রিয়তা অর্জন করেন সঞ্জীব। হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায় নির্দেশিত 'অর্জুন পণ্ডিত' ছবিতে অভিনয়ের জন্য সেরা অভিনেতার পুরস্কারও লাভ করেন। 'শোলে' ছবিতে 'ঠাকুর বলদেও সিংহ'-এর চরিত্রে সঞ্জীব কুমারের অভিনয় কে-ই বা ভুলতে পারে!



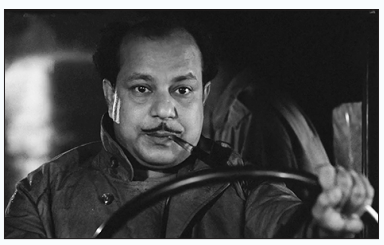
১৯৭০ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯১৮-১৯৭০) এদিন প্রয়াত হন। খ্যাতকীর্তি সাহিত্যিক ও অধ্যাপক । বাবার দেওয়া নাম অবশ্য ছিল তারকনাথ, লেখালিখির সময় করে নেন নারায়ণ। কবিতা দিয়ে সাহিত্যজীবন শুরু হলেও গল্প উপন্যাস প্রবন্ধ নাটক গান কিশোরপাঠ্য রচনা সবেতেই সিদ্ধহস্ত ছিলেন তিনি। 'টেনিদা' তাঁর অবিস্মরণীয় সৃষ্টি। সাগরময় ঘোষের অনুরোধে 'দেশ' পত্রিকায় ১৯৬৩-'৭০ লেখেন 'সুনন্দর জার্নাল' নামে রম্যরচনা। অথচ আনন্দ পুরস্কার ছাড়া অপর কোনও সাহিত্য পুরস্কারই তিনি পাননি!



১৯৩৪ অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৩৪-২০১৯) এদিন জন্ম হয় সাবেক পূর্ববঙ্গে, নারায়ণগঞ্জের কাছে রাইনাদি গ্রামে। দেশভাগের পরে সর্বস্ব খুইয়ে কলকাতায় শূন্য থেকে শুরু করা। জাহাজের স্টোকার থেকে শুরু করে নানা চাকরি করেছেন। নানা দেশ দেখেছেন। তাঁর লেখায় সে-সব অভিজ্ঞতা গভীর অনুভবের মধ্য দিয়ে উঠে এসেছে। আনন্দ পাবলিশার্স থেকে প্রকাশিত ৫০টি গল্প-সংকলনের জন্য সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার পেয়েছিলেন অতীনবাবু। এ ছাড়াও নানা স্বীকৃতি এসেছে লেখক-জীবনে। ওঁর শেষ উপন্যাস 'পরমেশ্বরী'ও স্মৃতিকথামূলক।



১৯২৬ হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯২৬-২০১৩) এদিন অধুনা বাংলাদেশের কুষ্ঠিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। স্কুলজীবন শুরু সেইখানেই, ছাত্রজীবন শেষ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। কর্মজীবন শুরু গান অ্যান্ড শেল ফ্যাক্টরিতে। পরে একটি জীবনবিমা কোম্পানিতে যোগ দেন। ১৯৪৮-এ অতনু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি 'দেবদূত' দিয়েই চলচ্চিত্রে আত্মপ্রকাশ তাঁর। মঞ্চশিল্পী হিসাবেও তিনি যথেষ্ট খ্যাত ছিলেন। উৎপল দত্তের 'ফেরারি ফৌজ' নাটকে তাঁর অভিনয় সাড়া ফেলে দিয়েছিল। শেষ দু'টি ফেলুদার ছবিতে তিনি ছিলেন 'সিধু জ্যাঠা'। সত্যজিৎ রায়ের 'কাপুরুষ ও মহাপুরুষ' হোক বা 'শাখাপ্রশাখা', 'সোনার কেল্লা' থেকে 'জয় বাবা ফেলুনাথ', 'সীমাবদ্ধ'-সহ বেশির ভাগ ছবিতেই হারাধনবাবুর অভিনয় নজর কেড়েছে আপামর বাঙালির। ২০০৫ সালে শ্রেষ্ঠ সহকারী অভিনেতা হিসাবে জাতীয় পুরস্কার পেয়েছেন। ২০১১-য় পেয়েছেন বঙ্গবিভূষণ সম্মান।



৫ নভেম্বর কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৪৪৪০০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৪৫১৫০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৩৭১৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	১৮৯২০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	১৮৯৩০০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি)

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৯৪.৯৩	৯৫.৭০
ইউরো	১০৬.৮৫	১০৮.০০
পাউন্ড	১২৭.৯৪	১২৯.২৯

নজরকাড়া ইনস্টা



■ পাওলি দাম



■ যশ, সঙ্গে নুসরত

কর্মসূচি

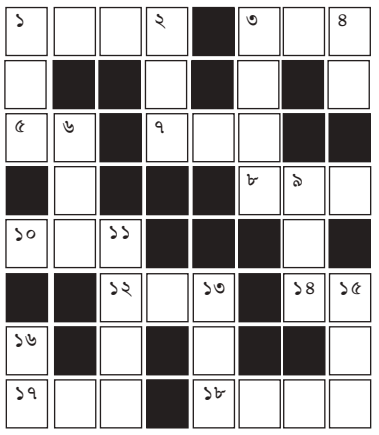


■ কালীঘাটে নেত্রীর বাসভবনের সামনে কর্মী-সমর্থকদের ভিড়ে প্রাক্তন বিধায়ক অসিত মজুমদার। সবাইকে বলেন, 'আপনাদের জন্যই মাটি কামড়ে লড়ে যাওয়ার প্রেরণা পাচ্ছি।'

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৮৭২



পাশাপাশি : ১. চাকর, দাস ৩. ভোজনকালে ভোজনকারীদের পঙ্‌ক্তি ৫. বারে, কিস্তিতে ৭. পরীক্ষায় শতকরা ৮০ বা তার বেশি নম্বর পাবার কৃতিত্ব ৮. ইহলোক ১০. অবনমন, নীচু করা ১২. আলোকসজ্জা ১৪. অতিশীতল, ঠান্ডা ১৭. বিধ্বস্ত ১৮. প্যান্ট ও টুপি।

উপর-নিচ : ১. ব্যাধের পুত্র ২. ঝগড়াটে ৩. পায়ের ধুলো ৪. গাছ, বৃক্ষ ৬. বিজ্ঞাপন বা আন্দোলনের অন্যতম মাধ্যম ৯. মদিরাগৃহ ১১. অদৃশ্য, অন্তর্হিত ১৩. বারণ ১৫. পাঁচমিশালি ব্যঞ্জনবিশেষ, ঘ্যাঁট ১৬. ভেড়ার লোম।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৮৭১ : পাশাপাশি : ১. নৃমুণ্ডমালিনী ৬. তই ৮. নাগর ৯. টকাটক ১০. লকআপ ১২. আলগা ১৩. নব ১৫. প্রমাণপুরুষ।

উপর-নিচ : ২.মুকুর ৩. মাথা মোটা ৪. নীত ৫. মৌনাবলম্বন ৭. ইস্তকনাগাদ ১১. পরিযাণ ১২. আবরু ১৪. বপ্র।

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়

• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা-৭০০১০০ থেকে প্রকাশিত ও এল এস পাবলিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানেল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা ৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত
সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা-৭০০০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY

Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700100 and Printed at L.S. Publications Private Limited, 4, Canal West Road, Kolkata 700015
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No.15 dt. 19/7/21
City Office : 234/3A, A.J.C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
আমার শহর
6 November, 2026 • Friday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in
৩
৬ নভেম্বর ২০২৬
শুক্রবার

প্রশাসনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে উলুবেড়িয়ায় বেআইনি বাজির রমরমা। খবর পেয়ে ৪৫০ কেজি বাজি ও ৪০ কেজি মশলা উদ্ধার করল পুলিশ

নেত্রীর হাত ধরেই তৈরি হয়েছিল এই রাজ্যের উপযোগী শিল্পনীতি



প্রতিবেদন : রাজ্যে নাকি নতুন শিল্পনীতি এনেছে শুভেন্দু অধিকারী সরকার! তা নিয়ে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে চলছে প্রচার। বাস্তবটা হল—নতুন বোতলে পুরনো মদ। আসলে, বাংলার প্রকৃত শিল্পনীতি, রাজ্যের স্বার্থে যে শিল্পনীতি সুফল দিয়েছে সেটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই করে দিয়ে গিয়েছিলেন। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে শিল্পের নীতি নিয়ে চরম বিভ্রান্তি ছিল, জমি নিয়ে বড় সমস্যা ছিল। নেত্রীর স্পষ্ট জমি নীতি, স্পষ্ট ল্যান্ড ব্যাঙ্ক নীতি তৈরি করেছিলেন। যেখানে কৃষক এবং খেতমজুরদের স্বার্থ রক্ষা করে কৃষির জন্য জমি আলাদা, শিল্পের জমি আলাদা, কৃষিজ পণ্যকে নিয়ে কৃষিভিত্তিক শিল্পের প্রকাশ, আবার কৃষিভিত্তিক শিল্পের প্রসারের পাশাপাশি বড় শিল্প, জেলাভিত্তিক শিল্প, মাঝারি শিল্প, হস্ত-কুটির শিল্প, সংস্কৃতি ভিত্তিক শিল্প, পর্যটন ভিত্তিক শিল্প, বড় শিল্পপতিদের বড় বিনিয়োগ, চিরাচরিত শিল্পকে চাঙ্গা করার পাশাপাশি মাঝারি শিল্পকে উৎসাহ দেওয়া, আবার মা-বোনেদের হাতের কাজকে একত্রিত করে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, এই ভারসাম্য যুক্ত জেলাভিত্তিক যে শিল্পনীতি তৈরি করা হয়েছিল। এই শিল্পনীতির ফলে বাংলার জিডিপি বেড়েছে, এমনকী এই জিডিপি বৃদ্ধির হার দেশের গড় জিডিপি বৃদ্ধিকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল।

তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিল্পনীতি থেকে সরে বিজেপি সরকার এখন গালভরা কয়েকটা কথা বলছে। বাস্তবের সঙ্গে, মাটির সঙ্গে তার যোগাযোগ নেই, এতে বিশেষ কোনও কাজ হবে না। নেত্রীর শিল্পনীতি ছিল মাটিকে স্পর্শ করা, যেখানে বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান এবং অর্থনীতির বৃত্তটা আরও প্রসারিত হয়েছিল। কুণাল বলেন, কেন্দ্র মূলত যেভাবে চলে, সেরকমভাবে কর্পোরেট মাধ্যমকে নিয়ে শিল্পনীতি হচ্ছে, ইনভেস্টমেন্ট ফ্রেন্ডলি কিন্তু সাধারণ মানুষ, কৃষকদের গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না। বিজেপির নীতি হল—কর্পোরেট ফ্রেন্ডলি।

তৃণমূল বিধায়ক বলেন, শুভেন্দু অধিকারীর বিজেপি সরকার যে কথাগুলো বলছে—আকর্ষণীয় ইনসেনটিভ প্যাকেজ, সুবিধা, এগুলো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এতটাই দিয়ে গেছেন, এমন সিস্টেম করে দিয়ে গিয়েছিলেন তা নিয়ে দেশের সেরা শিল্পপতিরা বাংলার প্রশংসা করেছেন। বিপুল পরিমাণে লগ্নি এসেছিল বাংলায়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিল্পনীতি সময়ের সঙ্গে উত্তীর্ণ। সেই শিল্পনীতি থেকে বর্তমান সরকার যতটাই সরছে ততটাই বাংলার নিজস্ব শিল্পনীতির সঙ্গে, হাতে-কলমে কাজের শিল্পনীতির সঙ্গে দূরত্ব তৈরি হয়ে যাচ্ছে।

নির্দিষ্ট ল্যান্ডব্যাঙ্ক নিয়ে বিজেপি সরকার মিথ্যাচার করছে। ল্যান্ডব্যাঙ্ক তৈরি করে বহু জমি দেওয়া হয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আন্দোলন টাটা বা ন্যানোর বিরুদ্ধে ছিল না। সরকার জোর করে কৃষিজমি নিয়ে নিচ্ছিল তার বিরুদ্ধে ছিল নেত্রীর ঐতিহাসিক আন্দোলন। তাঁর মূল বক্তব্যই ছিল অনিচ্ছুক কৃষকদের থেকে জোর করে জমি নেওয়া যাবে না। সেই আন্দোলন গোটা দেশকে আন্দোলিত করেছিল। কৃষকদের সুরক্ষার কথা নেত্রী বলেছিলেন।

তৃণমূল সাংসদ দোলা সেন বলেন, ১৫ বছরে বিশ্ববাণিজ্য সম্মেলনগুলিতে যা হয়েছে তা সবাই জানেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সময়ে সিলিকন ভ্যালি তৈরি হয়েছে। পুরুলিয়া, বাঁকুড়া শহরে ল্যান্ড ব্যাঙ্ক তৈরি হয়েছে, যেখানে উষর জমিতে কৃষিকাজ হয় না, সেখানে শিল্প আনা হয়েছে, অনেক শিল্পের কাজও শুরু হয়েছে। বিশ্ববাণিজ্য সম্মেলনে কত বিনিয়োগ এসেছে, এমনকী ল্যান্ডব্যাঙ্কের বিষয়টিও বিধানসভায় নথিভুক্ত আছে। দোলা সেন বলেন, বর্তমান সরকার মনে করে নিয়েছে শুধু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিন্দা করলে তাদের ষোলোকলা পূর্ণ হবে। এটা তারা ভুল করছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিশ্চয়ই এমন কিছু করে গিয়েছেন, তাই রাত-দিন তাঁকে নিয়ে তাঁরা এত কথা বলছেন।

ফুসফুস থেকে বের করা হল চুম্বক, প্রাণ বাঁচল শিশুর

প্রতিবেদন: এ যেন কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা। অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে, মাত্র ছয় বছর বয়সী এক শিশুর ফুসফুসের কাছে আটকে থাকা একটি ছোট চুম্বককে অপর একটি শক্তিশালী চুম্বকের সাহায্যে সফলভাবে বের করে আনলেন চিকিৎসকেরা। এই অভাবনীয় সাফল্যে খুদে রোগীর প্রাণ রক্ষা পাওয়ায় স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছে তার পরিবার। মেডিকেল কলেজের ইএনটি বিভাগের প্রধান সৌমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে এই অস্ত্রোপচার হয়। বাদুড়িয়ার মহেশতলার ছোট্ট আরাফত আলি (৬) কে কাশি, শ্বাসকষ্টর সমস্যা নিয়ে তার মা গত মঙ্গলবার মেডিকেল কলেজে নিয়ে আসেন। চিকিৎসকরা পরীক্ষা করে দেখেন তার বুকের কাছে ছোট এক চুম্বক আটকে আছে। প্রথমে ব্রঙ্কোস্কপি, ট্রাকোস্টমি, পরে নানাভাবে চেষ্টা করেও ফুসফুসের কাছে আটকে থাকা চুম্বক বার করতে পারেননি। জরুরি ব্যবস্থা হিসাবে এসএসকেএমে থোরাকটমি করার সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু আজ সকাল অবধি ওখানে পিকু বিভাগে আরাফতের জন্য শয্যা পাওয়া যায়নি। নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে শেষে চুম্বক দিয়ে চুম্বক তোলার পদ্ধতি বার করেন তাঁরা।

ব্যারাকপুরে বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব

সংবাদদাতা, ব্যারাকপুর : বিজেপিতে চূড়ান্ত গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। দলের সভাপতির কথাও কেউ শুনছে না। মাত্র পাঁচ মাসের সরকারে নেতাদের সঙ্গে নেতাদের লড়াই, কোন্দলের খবর প্রকাশ্যে চলে আসছে। দলের অন্দরে দলীয় নেতা-কর্মীদের অসন্তোষ বাড়ছে। ব্যারাকপুরে ফের বিজেপির অন্দরের গোষ্ঠী কোন্দলে আক্রমণ-পাল্টা আক্রমণ অব্যাহত। দুই শিবিরের সংঘাত কার্যত প্রকাশ্যে এসেছে। বিধায়ক কৌস্তুভ বাগচীকে নিশানা করে তোলাবাজির অভিযোগ, অন্যদিকে দলীয় শৃঙ্খলার প্রশ্ন তুলে সরব মন্ত্রী অর্জুন সিং। পাঁচ মাসের সরকারের এই অবস্থা দেখে কটাক্ষ তৃণমূল বিধায়ক তথা মুখপাত্র কুণাল ঘোষের। তাঁর দাবি, বিজেপিতে ওপর থেকে নীচ পর্যন্ত চূড়ান্ত গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। তাঁরই দলের মন্ত্রী বলছেন এর বিরুদ্ধে কঠোর ভূমিকা নিতে। এর থেকে পরিষ্কার দলের সভাপতি কঠোর নন। আমরাও তাই বলছি, মাত্র পাঁচমাসেই নেতাদের সঙ্গে নেতাদের সমস্যা, দ্বন্দ্ব, এলাকায় এলাকায় ঝামেলা।

বালিশ মামলা দ্রুত শেষ করতে সুপ্রিম নির্দেশ

প্রতিবেদন : দলত্যাগ বিরোধী আইনে রাজ্যের ঠিকা বিরোধী দলনেতা তথা চাটন শিবিরের ১০ বিধায়কের পদ বাতিল করতে হবে। তৃণমূল কংগ্রেসের দায়ের করা এই সংক্রান্ত মামলায় কলকাতা হাইকোর্টকে দ্রুত পদক্ষেপ করতে বলল সুপ্রিম কোর্ট। বৃহস্পতিবার, রাজ্য বিধানসভার স্পিকারের বিরুদ্ধে তৃণমূল নেতা শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের দায়ের করা মামলা হাইকোর্টে ফিরিয়ে দিল শীর্ষ আদালতের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের বেঞ্চ। এদিন তাঁরা জানিয়েছেন, আমরা কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিকে অনুরোধ করছি, বিষয়টি একটি ডিভিশন বেঞ্চের কাছে পাঠাতে। সংশ্লিষ্ট ডিভিশন বেঞ্চ দ্রুত এই মামলার নিষ্পত্তি করবে।



রাজ্যে পালাবদলের পর তৃণমূলের টিকিটে জেতা কয়েকজন গদ্দার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ছেড়ে বালিশ শিবিরে নাম লেখায়। যদিও পরে তাঁদের অনেকেই প্রকাশ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে থাকার কথা বলেন। এই অবস্থায় গত সেপ্টেম্বরে বালিশ শিবিরের ১০ বিধায়কদের পদ বাতিলের আবেদন জানিয়ে শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হয় তৃণমূল কংগ্রেস। গত ২৮ সেপ্টেম্বর রাজ্য বিধানসভার স্পিকারকে তিন মাসের মধ্যে বিষয়টির নিষ্পত্তি করার নির্দেশ দেয় সুপ্রিম কোর্ট। তার পরও ওই বিধায়কদের নিয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নেননি স্পিকার রথীন্দ্র বসু। এর পরই ফের সুপ্রিম কোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করে গদ্দারদের পদ খারিজের আবেদন জানান শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়।

মামলার শুনানিতে এদিন মামলাকারীর আইনজীবী জানান, প্রায় পাঁচ মাস পেরিয়ে গেলেও স্পিকার এ-নিয়ে কোনও কার্যকর পদক্ষেপ করেননি। এর পরই প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ জানায়, এই পর্যায়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হওয়াই উপযুক্ত আইনি পদক্ষেপ হবে। আবেদনকারীকে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হওয়ার স্বাধীনতা দেওয়া হচ্ছে।



তাদের ওপর আক্রমণের প্রতিবাদে ধর্মতলার রানি রাসমণি অ্যাভিনিউতে খ্রিস্টান সমাজের প্রার্থনা সভা। বৃহস্পতিবার

বসিরহাটে দম্পতির রহস্যমৃত্যু

সংবাদদাতা, বসিরহাট : বসিরহাটে স্বামী-স্ত্রীর রহস্যমৃত্যু। বাড়ির বারান্দায় ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার হয় স্বামীর দেহ। ঘরের বিছানায় মেলে স্ত্রীর নিথর শরীর। বাবা-মায়ের এমন আকস্মিক মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ ১৮ বছরের মেয়ে। আত্মহত্যা নাকি এর পিছনে অন্য কোনও রহস্য রয়েছে, তা নিয়ে তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা। উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার বসিরহাট থানার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের সানাপুকুর এলাকার ঘটনা। মৃতদের নাম সুদেব গোস্বামী (৬০) ও সোমা গোস্বামী (৫৫)। সুদেববাবু পেশায় ঠিকাদার। বৃহস্পতিবার সকালে ঘুম থেকে উঠে প্রথমে বাবাকে বাড়ির বারান্দায় গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় ঝুলতে দেখেন তাঁদের মেয়ে। পাশের ঘরে বিছানার উপর পড়েছিলেন মা। দু'জনের এমন পরিণতি দেখে আতঙ্কিত হয়ে আত্মীয়দের ফোনে খবর দেন তিনি। খবর পেয়ে পরিবারের সদস্যরা বাড়িতে পৌঁছন।

ফল প্রকাশ

প্রতিবেদন: স্কুল সার্ভিস কমিশননের গ্রুপ সি এবং গ্রুপ ডি পদের চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ করল। কমিশনের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে এই ফলাফল ও মেধাতালিকা দেখা যাচ্ছে। কমিশন সূত্রে জানানো হয়েছে, সম্পূর্ণ স্বচ্ছতা বজায় রেখে এবং আদালতের প্রতিটি নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেই এই চূড়ান্ত প্যানেল বা মেধাতালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে।গ্রুপ-ডি পদে মোট ৫৪৮৮টি শূন্যপদ রয়েছে। এই পদের জন্য প্রাথমিকভাবে প্রায় ২৭ হাজার প্রার্থীকে বেছে নেওয়া হয়েছে। সেইসঙ্গে গ্রুপ-সি পদে শূন্যপদ রয়েছে ২৯৮৯টি। এই পদের জন্য প্রায় ১১ হাজার পরীক্ষার্থীকে পরবর্তী পর্যায়ে ডাকা হয়েছে। শূন্যপদের সংখ্যা সংশোধনের পরই নতুন করে তালিকা তৈরি করেছে কমিশন। তবে নথি যাচাই এবং ইন্টারভিউয়ের দিনক্ষণ এখনও ঘোষণা করা হয়নি। পরবর্তী সময়ে কমিশনের ওয়েবসাইটে বিস্তারিত সূচি প্রকাশ করা হবে।

সম্পাদকীয়

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
6 November, 2026 • Friday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

প্রকাশ্যে

সরিষার ঘটনা ক্রমশ প্রকাশ্যে। ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই তৃণমূল কংগ্রেস প্রমাণ করে ছেড়েছে, এটা আসলে প্রশাসনের শীর্ষ কর্তাদের নির্দেশে পুলিশের সাজানো দুর্বল চিত্রনাট্য। তৃণমূলের পার্টি অফিসে হামলা চালিয়ে ভাঙচুর, তাণ্ডব। পুলিশ একজনকেও গ্রেফতার করল না। অফিসে তালা লাগিয়ে দেওয়া হল পুলিশের তত্ত্বাবধানে। তৃণমূল সাড়ে পাঁচ মাস আগে চিঠি দিয়ে বলেছিল, ওই অফিসে অপরাধমূলক কাজকর্ম হতে পারে। বিস্ফোরক থেকে অন্যান্য কিছু রেখে দিয়ে অপরাধের দায় চাপানো হতে পারে। আর ঠিক সেটাই ঘটল। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্ট বলছেন, কালো গাড়িতে রাতের অন্ধকারে টাকা ঢোকানো হয়েছিল। তার সব তথ্য-প্রমাণও হাতে রয়েছে। প্রশ্ন হল, তাহলে পুলিশ তৃণমূলকে অভিযুক্ত করতে এই কাজটি করল কেন? বিধায়ক শামিম আহমেদকে তো এসপি স্পষ্ট বলেছেন, অভিষেকের আপ্তসহায়ক সুমিত রায়ের বিরুদ্ধে বানানো গল্প দিতে, নইলে নানা মামলায় তাঁকে ফাঁসিয়ে দেওয়া হবে। মারাত্মক অভিযোগ। শামিম বিধায়ক। তাঁকে যদি পুলিশের এসপি এই ভঙ্গিতে চমকায়, তাহলে বিজেপির ৬ মাসের রাজত্বে রাজ্যের পরিস্থিতির কথা ভাবুন। সাধারণ মানুষ কী অবস্থায় রয়েছেন! মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল কংগ্রেসকে ভেঙে চুরমার করতে ন্যক্কারজনক ভূমিকায় নেমেছে পুলিশ। পুলিশের এই ভূমিকা সাতের দশকে ইমার্জেন্সির সময় দেখা গিয়েছিল। এ এক ভয়াবহ পরিস্থিতি। আদালতের উপর তৃণমূল কংগ্রেসের অগাধ আস্থা। এই সাজানো চিত্রনাট্যের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করা উচিত। শুধু তাই নয়, যেসব পুলিশ অফিসার এই কাজে যুক্ত তাদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করা উচিত। যাতে আগামিদিনে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে রাজনীতিতে কব্জা না পেরে এই ধরনের নোংরা খেলা আর না ঘটে। আদালতেও যদি অপরাধীরা ছাড়া পেয়ে যায়, তাহলে মানুষের বিচার ব্যবস্থার উপর আস্থা নষ্ট হতে বাধ্য।

e-mail থেকে চিঠি

সকালে জমা, বিকেলে খরচ এর বেলা সেই নিয়ম কোথায়

এক কিশোরীকে হোটেলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করেছে বিজেপি'র বুথ সভাপতি। এই অভিযোগে গলসী থানা এলাকায় ছড়িয়েছে ক্ষোভ। গত শুক্রবার এই অভিযোগ উঠলেও পুলিশ এখনও ধর্ষণে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেনি। অভিযুক্ত গলসীর বিজেপি মন্ডল সভাপতির নিকট আত্মীয়। আরও অভিযোগ, বিজেপি'র নেতারা এই ধর্ষণের ঘটনা ধামাচাপা দেওয়ার জন্য গোপনে পুলিশের উপস্থিতিতে নির্যাতিতার পরিবারকে চাপ দিতে থাকে। এক লক্ষ টাকা দেওয়ার প্রস্তাবও দেওয়া হয়। কিন্তু নির্যাতিতা কিশোরীর পরিবার তা মানেনি। তাঁরা গলসী থানায় ধর্ষণের অভিযোগ দায়ের করেন। গ্রামবাসীরা আরও জানিয়েছেন ধর্ষণকারী গণেশ ঘোষ বিবাহিত। সে ওই কিশোরীকে ফুঁসলিয়ে হোটেলে নিয়ে যায়। সেখানেই তাকে ধর্ষণ করে। কিশোরী বাড়িতে ফিরে বাবা-মা'কে বলে দেয়। শুক্রবার রাতের ঘটনার পাঁচ দিন পরও অপরাধী কেন গ্রেপ্তার হয়নি? পকসো আইনে এত দেরিতে মহিলার মেডিক্যাল টেস্ট কেন করা হলো? এই সব প্রশ্নের উত্তর পুলিশ না দিয়ে পুরো ঘটনা জানা নেই বলে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করেছে। পুলিশ ও শাসকদল গোপন আঁতাত করেই অপরাধীকে পালানোর সুযোগ করে দিয়েছে। জ্ঞণেশ কুমারের ক্ষেত্রেও বিজেপি এই খেলাটাই খেলেছে। অপরাধীকে আড়াল করার খেলা। ২০০৬ সালে কেরলের পূর্ত দপ্তরের সচিব থাকাকালীন একটি সড়ক নির্মাণ প্রকল্পের বকেয়া বিল মেটানোর জন্য ২ কোটি টাকা ঘুষ চাওয়ার অভিযোগ রয়েছে ভ্যানিশ কুমারের বিরুদ্ধে। এই ঘুষের দাবি এবং প্রকল্পের টাকা আটকে রাখার কারণে মালয়েশিয়ার এক ইঞ্জিনিয়ারের আত্মহত্যার ঘটনাও ঘটেছিল। চাপা দেওয়ার চেষ্টা শেষ পর্যন্ত ফলপ্রসূ হয়নি। অভিযোগ খতিয়ে দেখতে ভিজিল্যান্স অ্যান্ড অ্যান্টি-করাপশন ব্যুরোকে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন কেরালার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রমেশ চেন্নিথালা। এখানেও পাশা ওল্টালে তেমনটাই হবে।

— অরুণা কাঞ্জিলাল, নাগের বাজার, দমদম

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

কোনটা বেশি দরকারি সরকার সেটা জানে?

জনগণনা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এটা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু তার জন্য পরীক্ষা পিছোবে কেন? কই লোকসভা-বিধানসভা ভোট তো পিছোয় না? যে কোনও কাজের দায়িত্ব বণ্টনের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার থাকা দরকার। যে কর্মী যে কাজের জন্য নিযুক্ত, তাঁকে সেই কাজ থেকে সরিয়ে অন্য দায়িত্বে লাগানোর আগে তার পরিণতি ভাবতে হবে। লিখছেন **দেবলীনা মুখোপাধ্যায়**

বিদ্যালয়ের পঠনপাঠনের সময় অর্থাৎ সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত শিক্ষকদের সেন্সাসের কাজে নিযুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়ে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেছিল কলকাতা হাইকোর্ট। পাশাপাশি, শনি ও রবিবারের ছুটির দিনেও শিক্ষকদের এই কাজে ব্যবহার করা নিয়ে জোরালো প্রশ্ন তুলেছিল আদালত। কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্বাধীন এই কাজের জন্য কেন একতরফাভাবে রাজ্যের স্কুলশিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীদের নামানো হল, তা নিয়ে রাজ্য সরকারের কাছে স্পষ্ট জবাব তলব করাও হয়েছিল। আদালতের পর্যবেক্ষণ, জেলা পরিষদ, পঞ্চায়েত, পুরসভা বা বিধানসভার মতো অন্যান্য দফতরের কর্মীরা থাকা সত্ত্বেও কেবল শিক্ষকদেরই কেন বারবার এই দায়িত্বের জন্য বেছে নেওয়া হচ্ছে? স্কুলের প্রধান কাজ যখন পঠনপাঠন চালানো, তখন তা শিকেয় তুলে ক্লাসের সময়ে সেন্সাসের মতো প্রশাসনিক কাজ করানো কতটা যুক্তিসঙ্গত, সেই প্রশ্নও উঠেছে। এছাড়াও, পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ ছাড়া এবং মাত্র এক মাসের মতো স্বল্প সময়ের মধ্যে এই বিশাল মাপের কাজ আদৌ শেষ করা সম্ভব কি না, তা নিয়েও সংশয় প্রকাশ করেছে আদালত।

সেপ্টেম্বর মাস থেকে যখন স্কুলগুলিতে পরীক্ষা শুরু হবে, সেই সময় এই কাজের সঙ্গে পঠনপাঠন কীভাবে সামলানো হবে, সেদিকেও নজর রাখা হচ্ছে বলে জানিয়েছিল আদালত।

সেসব অতীতের কথা। ফেলে আসা দিনের বৃত্তান্ত।

এখন যেটা ঘটছে, সেটা কপালে ভাঁজ ফেলার জন্য যথেষ্ট।

মিড ডে মিলের চাল-ডালের হিসাব রাখা, এসআইআরে ভোটার তালিকা ঠিক করা, ভোটের ডিউটির পর এবার জনগণনার তথ্য সংগ্রহ ও আপলোড। সরকারি ও সরকার পোষিত স্কুলের শিক্ষকদের সরকারি কাজের তালিকা ক্রমশ লম্বা হচ্ছে। স্কুলের ক্লাস বন্ধ রেখে একের পর এক প্রশাসনিক দায়িত্ব চাপানো হচ্ছে তাঁদের ঘাড়ে। আর তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কমছে আসল কাজ, অর্থাৎ শিক্ষাদানের সময়। ফল? পড়ুয়াদের ভোগান্তি। জনগণনার কাজে শিক্ষকদের নিয়োগের জেরে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা পিছিয়ে দেওয়া হল। এতে সবথেকে বেশি সমস্যায় পড়বে সরকারি স্কুলে পড়া ছাত্র-ছাত্রীরাই। কারণ, পরীক্ষার সূচি পিছোলে শুধু কয়েকটি তারিখ বদলায় না। মাধ্যমিকের পরীক্ষার্থীদের শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি ও রিভিশন ব্যাহত হয়। উচ্চ মাধ্যমিকের পড়ুয়াদের কলেজে ভরতি এবং প্রবেশিকা পরীক্ষার পরিকল্পনা অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। একাদশ-দ্বাদশের ক্লাসের ছন্দ ভাঙে। যাদের সামনে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতি, তাদেরও সময়ের হিসাব ওলটপালট হয়।





দেরি হয় পরবর্তী শিক্ষাবর্ষ শুরু করতে। ফলে সিলেবাস শেষ করার জন্য হাতে থাকে কম সময়। এতে আরও চাপ বাড়ে শিক্ষকদের উপর।

স্কুলে ক্লাস না হলে পিছিয়ে পড়া পড়ুয়ারা আরও পিছিয়ে যায়। এই ক্ষতি শুধু পরীক্ষার রেজাল্টে সীমাবদ্ধ থাকে না। শিক্ষার ভিতটাই দুর্বল হয়। এভাবে শিক্ষার সর্বনাশ করে কোন প্রশাসনিক দক্ষতার প্রমাণ দিতে চাইছে সরকার? এ কেমন ব্যবস্থা?

'লেখাপড়া করে যে, অনাহারে মরে সে।' সেই শঙ্কা থেকেই হীরক রাজার দেশে উদয়ন পণ্ডিতের পাঠশালা তুলে দেওয়া হয়। কল্পনার সেই হীরক রাজ্যের সঙ্গে বর্তমান ভারতের বড়ো মিল। এখানেও খোদ শিক্ষামন্ত্রকের পরিসংখ্যানে স্পষ্ট বলা হয়েছে, মোদি জমানার ১২ বছরে গোটা দেশে ঝাঁপ বন্ধ হয়েছে এক লক্ষেরও বেশি সরকারি বা সরকার পোষিত স্কুলের। প্রতিদিন গড়ে প্রায় ২০-২৫টি বিদ্যালয় উঠে গিয়েছে। জ্বলন্ত সেই সমস্যার দিকে সরকারের নজর সেভাবে নেই। স্কুলে শিক্ষক ঘাটতি রয়েছে। পরিকাঠামোর অভাব রয়েছে। পড়ুয়াদের পঠনপাঠনের সমস্যা মেটানোর চ্যালেঞ্জ রয়েছে। অথচ সেই সব ঘাটতি পূরণ, পরিকাঠামো উন্নয়ন না করে সরকার খালি শিক্ষকদের উপর চাপ বাড়াচ্ছে। শিক্ষকদের দায়িত্ব কি শুধু সরকারি প্রকল্পের হিসাব রাখা? না, তাঁদের মূল দায়িত্ব শিক্ষাদান, পিছিয়ে পড়া ছাত্রছাত্রীদের পাশে দাঁড়ানো, পরীক্ষার প্রস্তুতি, নতুন প্রজন্মকে গড়ে তোলা। এসবের জন্য সময় লাগে। মনোযোগ লাগে। নিয়মিত উপস্থিতি লাগে। সেই সময়টাই যদি প্রশাসনিক কাজে চলে যায়, তাহলে পড়ুয়াদের কী হবে? তবে কি সরকারের চোখে শিক্ষকদের আসল কাজ পড়ানো নয়? প্রশ্ন উঠছে।

জনগণনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এটা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু তার জন্য পরীক্ষা পিছোবে কেন? কই লোকসভা-বিধানসভা ভোট তো পিছোয় না? যে কোনো কাজের দায়িত্ব বণ্টনের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার থাকা দরকার। যে কর্মী যে কাজের জন্য নিযুক্ত, তাঁকে সেই কাজ থেকে সরিয়ে অন্য দায়িত্বে লাগানোর আগে তার পরিণতি ভাবতে হবে।

শিক্ষকদের দিয়ে সব কাজ করানো মানেই দক্ষ প্রশাসন নয়। বরং তা কর্মী নিয়োগের ঘাটতি এবং পরিকল্পনার দুর্বলতাকেই সামনে আনে। কেন জনগণনার মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য অস্থায়ী কর্মী নিয়োগ করা যায় না? অ্যাপে তথ্য আপলোডের কাজ তো প্রশিক্ষিত তরুণ-তরুণীদের দিয়ে আরও ভালোভাবে করানো সম্ভব।

প্রশিক্ষিত অস্থায়ী কর্মী নিয়োগ করলে কাজও দ্রুত এগবে, তরুণদের কর্মসংস্থানও হবে। শিক্ষকরা ফিরবেন শ্রেণিকক্ষে। সরকার কি এই সহজ সমাধান ভেবে দেখেছে? নাকি স্থায়ী কর্মীদের দিয়ে সব কাজ করিয়ে নেওয়াই সস্তা ও সুবিধাজনক? জনগণনার থেকে পড়াশোনা কিন্তু কম জরুরি নয়। শিক্ষকরা পড়ুয়াদের প্রশ্ন করতে, যুক্তি দিয়ে ভাবতে শেখান। তাঁদের সেই কাজের সময় কেড়ে নেওয়া কি তবে শাসকের কাছে নিছক প্রশাসনিক সুবিধা? নাকি শিক্ষার স্বাধীন ও যুক্তিবাদী চর্চার গুরুত্ব কমানোই টার্গেট? জনগণনা হোক, সরকারি কাজও চলুক। তার জন্য ক্লাস বন্ধ থাকার কোনো প্রয়োজন নেই। পরীক্ষাও সময়ে হওয়া দরকার। প্রশাসনের কর্মী নিয়োগের ব্যর্থতা ঢাকতে পড়ুয়াদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত করে তোলার কোনো অধিকার সরকারের নেই।

এটা সরকার যদি না বোঝে, তবে তাকে বোঝাতে হবে।

জাগোবাংলা
রাজ্য
6 November, 2026 • Friday • Page 5 || Website - www.jagobangla.in
৫
৬ নভেম্বর ২০২৬
শুক্রবার

বৃহস্পতিবার বাজার খুলতেই লাফিয়ে বাড়ল সোনার দাম। একলাফে ভরিতে প্রায় ৪০০০ টাকা বাড়ল দাম

মাঝপথে বন্ধ করা হল জনগণমন হাওড়া পুরসভার অনুষ্ঠানে বিতর্ক

সংবাদদাতা, হাওড়া : সরকারি অনুষ্ঠানের শুরুতে জাতীয় সঙ্গীত জনগণমন শুরু হয়েছিল। কিন্তু কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই তা বন্ধ করে দেওয়া হয়। ঘোষণা করা হয়, অনুষ্ঠানের সূচনা হবে বন্দে মাতরম্ দিয়ে। সেই অনুযায়ী সম্পূর্ণ বন্দে মাতরম্ পরিবেশনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। হাওড়া পুরসভার টাউন হলে আয়োজিত এক সরকারি অনুষ্ঠানে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তৈরি হয়েছে বিতর্ক। প্রশ্ন উঠছে, সরকারি অনুষ্ঠানে জাতীয় সঙ্গীত বাজানো শুরু করার পর তা মাঝপথে বন্ধ করে দেওয়া কি জাতীয় সঙ্গীতের প্রতি অসম্মান নয়?

হাওড়া পুরসভার উদ্যোগে শহরের বিভিন্ন জায়গায় পথকুকুরদের খাবারের জন্য নির্দিষ্ট ফিডিং জোন চালু করার কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক সূচনা হয় এদিন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল, প্রতিমন্ত্রী উমেশ রাই, হাওড়ার পুর-কমিশনার তেজস্বী রানা-সহ অন্যান্য আধিকারিকরা।

অনুষ্ঠানের শুরুতে উপস্থিত অতিথিদের সংবর্ধনা জানানো হয়। এরপর অনুষ্ঠান শুরুর জন্য রেকর্ডিং চালানো হলে প্রথমে জনগণমন বাজতে শুরু করে। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই মঞ্চে উপস্থিত এক আধিকারিক মাইকে ঘোষণা



করেন, অনুষ্ঠানের সূচনা হবে বন্দে মাতরম্ দিয়ে। এরপর জাতীয় সঙ্গীতের রেকর্ডিং বন্ধ করে সম্পূর্ণ বন্দে মাতরম্ পরিবেশন করা হয়। এই ঘটনায় প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে, যদি অনুষ্ঠানের প্রোটোকল অনুযায়ী শুরুতে বন্দে মাতরম্ এবং শেষে জনগণমন বাজানোর কথা থাকে, তাহলে ভুল করে জাতীয় সঙ্গীত চালু হয়ে যাওয়ার পর সেটি মাঝপথে বন্ধ করা হল কেন? বিষয়টি নিয়ে হাওড়া পুরসভার কমিশনার তেজস্বী রানার কাছে জানতে চাওয়া হলে তিনি জানান, অনুষ্ঠানের নির্দিষ্ট প্রোটোকল রয়েছে। শুরুতে বন্দে মাতরম্ এবং অনুষ্ঠানের শেষে জনগণমন পরিবেশন করা হয়। সেই প্রোটোকলই অনুসরণ করা হয়েছে। তবে জাতীয় সঙ্গীত মাঝপথে বন্ধ করার মতো কোনও ঘটনার কথা তিনি জানেন না বলে দাবি করেন। তাঁর বক্তব্য, কোনও ধরনের অসম্মান করা হয়নি।

যদিও অনুষ্ঠানের সময় তিনি নিজেও মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন। তবে সরকারি অনুষ্ঠানে জাতীয় সঙ্গীত শুরু হওয়ার পর তা মাঝপথে বন্ধ করে দেওয়ার ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে ইতিমধ্যেই বিতর্ক শুরু হয়েছে। একটি সরকারি অনুষ্ঠানে জাতীয় সঙ্গীতের এমন পরিণতি হওয়ায় বিরোধীদের পাশাপাশি বিভিন্ন মহলেও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

শুরু শীতের আমেজ ২-৩ ডিগ্রি নামল পারদ

প্রতিবেদন : ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব কাটতেই দক্ষিণবঙ্গে শীতের ইনিংস শুরু। বুধবারের পর বৃহস্পতিবারও রাজ্য জুড়ে পারদ-পতন অব্যাহত। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রে খবর, গত ২৪ ঘণ্টায় কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা প্রায় ২ ডিগ্রি কমেছে। এর ফলে সকালের দিকে শহর ও শহরতলিতে বেশ ভাল রকম ঠান্ডার আমেজ অনুভূত হচ্ছে। রাজ্যে উত্তুরে হাওয়ার প্রবেশ অবাধ হয়েছে। এর জেরেই হু-হু করে নামছে পারদ। শুধু কলকাতাই নয়,



জেলাগুলিতেও শীতের আমেজ অনেকটাই স্পষ্ট। বিশেষ করে পশ্চিমের জেলাসমূহ— যেমন পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম এবং পশ্চিম মেদিনীপুরে তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশ কিছুটা নিচে নেমে গেছে। ভোর ও রাতের দিকে জেলাগুলিতে হালকা কুয়াশার দেখাও মিলছে। আগামী ৪৮ ঘণ্টায় অর্থাৎ আগামী দু-দিনে তাপমাত্রা আরও কিছুটা নিম্নমুখী হতে পারে। ফলে চলতি সপ্তাহের শেষেই বঙ্গে শীতের আমেজ আরও জমিয়ে উপভোগ করা যাবে বলে মনে করা হচ্ছে। আকাশ মূলত পরিষ্কার ও শুষ্ক থাকবে। শুধু তাপমাত্রা কমাই নয়, আগামী সপ্তাহের শুরুতে রাজ্যের একাধিক জেলায় হালকা বৃষ্টি ও বজ্রবিদ্যুতের সম্ভাবনাও তৈরি হচ্ছে। বিশেষ করে ৯ নভেম্বর থেকে দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি জেলা এবং উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন এলাকায় বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। উত্তরবঙ্গেও আগামী কয়েক দিন মূলত শুষ্ক আবহাওয়া বজায় থাকবে। দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহারে ৫ নভেম্বর থেকে ১০ নভেম্বর সকাল পর্যন্ত শুষ্ক আবহাওয়ার পূর্বাভাস রয়েছে। দক্ষিণবঙ্গের মতো উত্তরবঙ্গেও তাপমাত্রা কমতে পারে। ফলে আগামী কয়েক দিন-রাত ও ভোরের দিকে তুলনামূলক ঠান্ডা অনুভূত হওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে।

পরকীয়া সন্দেহে স্ত্রীকে দিয়ে ফোন করিয়ে বাড়িতে ডেকে যুবককে খুন

সংবাদদাতা, হাসনাবাদ : খুন, আত্মহত্যার মতো ঘটনা রাজ্যে বেড়েই চলেছে। এবার উত্তর ২৪ পরগনার হাসনাবাদে পরকীয়া সম্পর্কের জেরে নৃশংস খুনের অভিযোগ। স্ত্রীকে দিয়ে ফোন করিয়ে যুবককে বাড়িতে ডেকে এনে ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাথাড়ি কোপানোর অভিযোগ উঠল স্বামীর বিরুদ্ধে। মাথায় একাধিকবার কোপ মেরে খুন করা হল ওই যুবককে। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার হাসনাবাদ থানার আমলানি গ্রাম পঞ্চায়েতের হরিপুর দাসপাড়া এলাকায়। এই ঘটনায় অভিযুক্ত স্বামী ও স্ত্রীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

মৃতের নাম গোপাল ঋষিদাস। পেশায় তিনি ডেকোরেটর ব্যবসায়ী। স্থানীয় সূত্রে খবর, এলাকার বাসিন্দা কাশীনাথ দাসের স্ত্রী কামনা দাসের সঙ্গে বেশ



মৃত গোপাল ঋষিদাস।

কয়েক মাস ধরে গোপালের বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্ক ছিল বলে অভিযোগ। স্থানীয়দের দাবি, মাঝেমধ্যেই কাশীনাথের বাড়িতে দুই জনকে আপত্তিকর অবস্থায় দেখা যেত। এই সম্পর্ককে কেন্দ্র করেই দাম্পত্য কলহ ও অশান্তি চলছিল বলে জানা গিয়েছে।

অভিযোগ, ঘটনার রাতে কামনা দাস ফোন করে গোপালকে তাঁদের বাড়িতে ডেকে পাঠান। সেই ফোন পেয়েই বাড়িতে পৌঁছন গোপাল। এরপরই ধারালো অস্ত্র নিয়ে তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন কাশীনাথ। মাথায় একের পর এক কোপ মারলে ঘটনাস্থলেই রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়েন গোপাল। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয় বলে জানা গিয়েছে।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় হাসনাবাদ থানার পুলিশ। দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বসিরহাট জেলা হাসপাতালের পুলিশ মর্গে পাঠানো হয়। প্রথমে আটক করার পর তদন্তের ভিত্তিতে অভিযুক্ত কাশীনাথ দাস ও তাঁর স্ত্রী কামনা দাসকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। পরকীয়া সম্পর্কই কি এই খুনের মূল কারণ, নাকি এর পিছনে রয়েছে অন্য কোনও ষড়যন্ত্র? খুনের পরিকল্পনায় স্ত্রী কামনা দাসের ভূমিকা কতটা, তা-ও খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। নৃশংস এই হত্যাকাণ্ড ঘিরে এলাকায় ছড়িয়েছে তীব্র উত্তেজনা।

বিশেষ সেল গঠন যাদবপুরে

প্রতিবেদন : নিজস্ব প্রাতিষ্ঠানিক খবরাখবর, গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা এবং অ্যাকাডেমিক সাফল্য আরও দ্রুত ও সুসংহতভাবে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে 'সোশ্যাল মিডিয়া সেল' গঠন করল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এই প্রসঙ্গে ইতিমধ্যেই কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটিতে চেয়ারম্যান পদে থাকছেন উপাচার্য চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য। তাঁর পাশাপাশি কমিটিতে রয়েছেন কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের শিক্ষক রঞ্জনা দাস, ইতিহাস বিভাগের দেবজিৎ দত্ত, গণিত বিভাগের সঞ্জীবকুমার পাল, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সন্দীপ সরকার এবং তথ্য-প্রযুক্তি বিভাগের তহিদা রহমান। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিসিয়াল সামাজিক মাধ্যমের গতিবিধি সমন্বয় ও তদারকি করার মূল দায়িত্ব থাকবে এই সেলের ওপর। ক্যাম্পাস-সম্পর্কিত সমস্ত যাচাইকৃত ও সঠিক তথ্য, গুরুত্বপূর্ণ নোটিশ, বিভিন্ন গবেষণা ও অ্যাকাডেমিক কৃতিত্ব যাতে সময়োপযোগী এবং সঠিক উপায়ে প্রচার করা যায়, তা নিশ্চিত করবেন কমিটির সদস্যেরা। উপাচার্য জানিয়েছেন, এখন থেকে সমাবর্তন-সহ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত বড় বড় অনুষ্ঠান সামাজিক মাধ্যমে সরাসরি সম্প্রচার করা হবে। এই সেলটি গড়ে তোলার জন্য ইতিমধ্যেই দুজন কর্মীকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

সরকারি কর্তাকে মেরে মাথা ফাটিয়ে ধৃত দুই ইউটিউবার



সংবাদদাতা, দুর্গাপুর: ধৃত কনটেন্ট ক্রিয়েটর মৌটুসী মণ্ডল ও অনিল রায় ওরফে রোবকে দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হলে বিচারক ১০ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন। ধৃতদের বিরুদ্ধে খুনের চেষ্টা, কাউকে ইচ্ছাকৃতভাবে আঘাত করা-সহ আরও একাধিক ধারায় মামলা রুজু হয়েছে। জানা যায়, মঙ্গলবার সকালে দুর্গাপুরের নিউ টাউনশিপ থানার এমএএমসিতে ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কে এক সরকারি আধিকারিকের সঙ্গে তাঁদের বচসা হয়, বচসা থেকে হাতাহাতি। তার পরেই সরকারি আধিকারিকের মাথা পাথর মেরে ফাটিয়ে দেওয়া হয়। বুধবার ধৃতদের দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হলে বিচারক ১০ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন। জানা গেছে, সোমবার সকালে এমএমসি ব্রিজ সংলগ্ন এলাকা থেকে দুজনকে আটক করার পর আহত সরকারি আধিকারিক পুণ্যব্রত বেহরার লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে দুই ইউটিউবারকে গ্রেফতার করা হয়। আহত সরকারি আধিকারিক দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। মঙ্গলবার সকালে ওই সরকারি আধিকারিক সংস্থার গাড়িতে পারুলিয়ার দফতর থেকে বাঁকুড়ার দিকে যাচ্ছিলেন। সেই সময় এমএমসি ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় গাড়ির চাকা গর্তে পড়ে জল ছিটকে এসে পাশে থাকা এক মোটরবাইক আরোহী ইউটিউবার ও তার ক্যামেরাপার্সনের গায়ে লাগে। এরপরই তাঁরা গাড়ি থামিয়ে চালককে গালিগালাজ শুরু করেন। সরকারি আধিকারিক প্রতিবাদ করলে তাঁর গায়ে থুতু ছেটানো হয়। এরপর রাস্তা থেকে ইট তুলে সরকারি আধিকারিকের মাথায় আঘাত করা হয়।

রাজনৈতিক প্রতিহিংসার জের, গ্রেফতার ইমরান

প্রতিবেদন : রাজনৈতিক প্রতিহিংসার জের। গ্রেফতার করা হল তৃণমূল নেতা ইমরান হাসানকে। ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটের প্রচারে এসে ডায়মন্ড হারবার যাওয়ার পথে বিজেপির জেপি নাড্ডার কনভয়ে হামলা হয়। সেই সময়ে হামলার অভিযোগ চাপানো হয় তৃণমূলের ওই নেতার ওপর। বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে বলির পাঁঠা করা হয় ইমরানকে। এই ঘটনার ছয় বছর কেটে গিয়েছে। তাঁর নামে মিথ্যে কেস দিয়ে ফাঁসানো হল। মগরাহাট পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের যুব তৃণমূল সভাপতি ছিলেন ইমরান। ক্ষমতার অপব্যবহার করছে শুভেন্দুর সরকার ও প্রশাসন।

রাতের অন্ধকারে বাইকের দৌরাত্ম্য, সেই থেকেই বচসা। ধরা পড়তেই কর্তব্যরত ট্রাফিক সার্জেন্টকে মারধরের অভিযোগ। ঘটনায় ৩ জনকে গ্রেফতার করেছে ইকোপার্ক থানা

এসআরএফটিআই: ক্যাম্পাস বন্ধের মেয়াদ বাড়িয়ে দমনপীড়নের চেষ্টা

প্রতিবেদন: সত্যজিৎ রায় ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট চরম প্রশাসনিক ব্যর্থতা ও রাজনৈতিক উদাসীনতার শিকার। গত সেপ্টেম্বর মাস থেকে শুরু হওয়া অচলাবস্থার কোনও সুষ্ঠু সমাধান না করে, এবার আগামী ১১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ক্যাম্পাস সম্পূর্ণ বন্ধ রাখার এবং পড়ুয়াদের অবিলম্বে হস্টেল খালি করার তুঘলকি ফরমান জারি করেছে কর্তৃপক্ষ। কেন্দ্রের বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারের এই পুতুল প্রশাসনের অযোগ্যতা এবং জোরপূর্বক দমনপীড়নের নীতির বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা ও ক্ষোভের ঝড় উঠেছে পড়ুয়াদের মধ্যে। গত সেপ্টেম্বর মাসের শেষ দিকে বহিরাগত ও ডানপন্থী সংগঠনের একাংশের সাথে পড়ুয়াদের দফায় দফায় সংঘর্ষের ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এসআরএফটিআই ক্যাম্পাস। এরপর থেকেই ক্যাম্পাসের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং একাধিক ঘটনার দায় নিয়ে উপাচার্য সন্তোষ আজমেরা-র পদত্যাগের দাবিতে লাগাতার আন্দোলন ও ক্লাস বয়কট শুরু করেন পড়ুয়ারা। আন্দোলন চলাকালীন উপাচার্যের কার্যালয় ভাঙচুর, আধিকারিকদের নিগ্রহ এবং দেওয়ালে আপত্তিকর গ্রাফিতি আঁকার পাল্টা অভিযোগ তোলে কর্তৃপক্ষ। বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অভিযোগে ইতিপূর্বেই বেশ কয়েকজন পড়ুয়াকে বহিষ্কার করা হয়েছে।



কর্তৃপক্ষের নির্দেশিকা জারির পর হস্টেল খালি করার নির্দেশ দেওয়া হলেও, আন্দোলনকারী পড়ুয়াদের একাংশ ক্যাম্পাস ছাড়তে নারাজ। ইতিমধ্যেই হস্টেলগুলোর মেস এবং জল পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বলে পড়ুয়ারা অভিযোগ তুলেছেন। এই পরিস্থিতিতে বাইরের রাজ্য থেকে আসা বহু পড়ুয়া বিকল্প কোনো বাসস্থান না পেয়ে ক্যাম্পাসের ভেতরেই অস্থায়ী তাঁবু খাটিয়ে দিন কাটাচ্ছেন এবং নিজেদের মতো করে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করছেন।

নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে না পেরে এবং উল্টে আন্দোলনকারী পড়ুয়াদেরই কাঠগড়ায় তুলে বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থীকে বহিষ্কার করে কর্তৃপক্ষ। পড়ুয়াদের গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নিয়ে, স্বৈরাচারী মনোভাব দেখিয়ে নিজেদের জেদকেই প্রতিপন্ন করতে চাইছে। এর জেরে বিজেপি-মনোনীত প্রশাসনের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে পড়ুয়াদের মধ্যে।

শিক্ষার্থীদের প্রতিনিধি সুদীপ চক্রবর্তীর দাবি, এই ধরনের রাতারাতি উচ্ছেদ বা ক্যাম্পাস ছাড়ার ফরমান পড়ুয়াদের নৈতিক মনোবল ভেঙে দেওয়ার একটা চেষ্টা মাত্র, তবে তাঁদের এই আন্দোলন ও অবস্থান বিক্ষোভ চলবে। পড়ুয়াদের এই আন্দোলনের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন একাধিক প্রাক্তনী সহ চলচ্চিত্র ও সংস্কৃতি জগতের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এসআরএফটিআই-কেও পরিকল্পিতভাবে ধ্বংস করতে চাইছে বিজেপি সরকার। স্বাধীন চিন্তাভাবনা এবং মুক্ত মতপ্রকাশের কণ্ঠরোধ করতেই যোগ্য ও দক্ষ নেতৃত্ব না বসিয়ে নিজেদের অনুগামীদের দিয়ে এই প্রতিষ্ঠান চালানো হচ্ছে, যার ফলশ্রুতি আজকের এই অচলাবস্থা।



আলোর উৎসব। টুনি লাইটের দোকানে ক্রেতাদের ভিড়। বৃহস্পতিবার।

গাড়ি থেকে পচাগলা দেহ উদ্ধার

প্রতিবেদন: পুজোর বেশ কিছুদিন আগে থেকেই কটু গন্ধ ছড়িয়েছিল এলাকায়। ইঁদুর-বেড়ালের মৃতদেহের পচা গন্ধ ভেবে এড়িয়ে গিয়েছিলেন স্থানীয়রা। কিন্তু গন্ধের তীব্রতা বাড়তেই খবর দেওয়া হয় স্থানীয় থানায়। পুলিশ আসতেই চক্ষু চড়কগাছ প্রত্যক্ষদর্শীদের। কসবা থানা এলাকার রাজডাঙা মেন রোডে এক গ্যারাজে থাকা পরিত্যক্ত বিলাসবহুল গাড়ির ভিতর থেকে মিলল পচাগলা দেহ। মৃত ব্যক্তির নাম, পরিচয় এখনও জানা যায়নি। ঘটনাস্থলে যায় লালাবাজার হোমিসাইড। তদন্ত শুরু করেছে কসবা থানার পুলিশ।স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বেশ কিছুদিন ধরেই কসবার ওই গ্যারেজে একটি চারচাকা গাড়ি পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়েছিল। এদিন সকাল থেকেই গাড়িটির চারপাশ থেকে তীব্র দুর্গন্ধ ছড়াতে শুরু করে। সন্দেহ হওয়ায় স্থানীয় বাসিন্দারা পুলিশে খবর দেন।



খবর পেয়েই দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় কসবা থানার পুলিশ। গাড়ির দরজা খুলে ভেতর থেকে ওই ব্যক্তির দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। দেহটিতে পচন ধরতে শুরু করেছে। মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলেই মৃত্যুর সঠিক কারণ ও সময় জানা যাবে বলে পুলিশ জানিয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে কীভাবে ওই ব্যক্তির দেহ গাড়ির ভিতরে পৌঁছল! তাহলে কি অন্যত্র খুন করে, দেহ এনে গাড়ির ভিতরে রেখে দেওয়া হয়েছিল? এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখছে পুলিশ। ওই পরিত্যক্ত গাড়িটি কার, এবং কীভাবে ওই ব্যক্তি গাড়ির ভেতরে ঢুকলেন, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

আইসির গাড়িতে

(প্রথম পাতার পর)

সবকিছু সিসিটিভিতে ধরা আছে। অভিষেক নুরেমবার্গ ট্রায়ালের কথা মনে করিয়ে দিয়ে বলেন, মামলা হলে তখন আর ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে করেছি বলে পার পাওয়া যাবে না। জবাদদিহি করতে হবে। সব ঘটনার দায় নিতে হবে।

এবার বিজেপির অভিজিৎ (ববি) দাস-র ২৭ মে একটি পোস্ট তুলে ধরেন। অর্থাৎ সবে সরকার পরিবর্তন হয়েছে। তিনি সুমিত রায়ের ছবি দিয়ে বলেছিলেন, পুলিশ একে এনকাউন্টার করুক। সুমিত যে মামলায় গ্রেফতার তার অভিযোগকারী হল এই ববি। ববি বলছে, এনকাউন্টার করা উচিত আর ওই মামলাতেই পুলিশ সুমিত রায়কে হুমকি দিচ্ছে, আমাদের নির্দেশ অনুযায়ী না চললে এনকাউন্টার করব। অভিষেক বলেন, ডায়মন্ড হারবারের ইউনিভার্সিটি কাছে নিয়ে গিয়ে পুলিশ সুমিতকে বলে গাইঘাটার মতো এনকাউন্টার করে দেব তোকে। সরিষার অফিসে রাতে টাকা ঢোকানো, শামিমের এসপি অফিসে যাওয়া থেকে শুরু করে সবকিছু সিসিটিভির ফুটেজ রয়েছে। রয়েছে মোবাইল টাওয়ার। কোর্টের উপর আমাদের আস্থা আছে। ইতিমধ্যে শামিম ইসিকে মেল করেছে। আমরাও কমিশন, হাইকোর্ট, সুপ্রিম কোর্ট থেকে শুরু করে সব জায়গায় যাব, নথি পেশ করব। যদিও বহু সিসিটিভি ভেঙে দিয়েছে কিন্তু ওভাবে কি তথ্য লুকোনো যায়।

একেবারে শেষে অভিষেক বলেন, থানার ভিতরে বসে বালিশ ঋতর নামে এফিডেভিট সই করে দিচ্ছে থানার কনস্টেবল। পুলিশ প্রয়োজনে সুয়োমোটো মামলা করুক। আমি প্রমাণ কোর্টে জমা দেব। পারলে রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আমার বিরুদ্ধে মামলা করুক।

নুরেমবার্গ ট্রায়ালের কথা

(প্রথম পাতার পর)

বিধায়ক কুণাল ঘোষ বলেন, সরিষায় যে বিধায়কের কার্যালয় থেকে টাকা উদ্ধার হয়েছে বলা হচ্ছে, তিনি তো এখন বালিশ-শিবিরে রয়েছেন! তা হলে অকারণে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৈনিকদের নাম জড়ানো হচ্ছে কেন? দিকে দিকে তৃণমূলের যে পার্টি অফিসগুলো দখল হয়ে গেছে, যা বকলমে বিজেপি-র নিয়ন্ত্রণে রয়েছে, থানা নজরদারি চালাচ্ছে, সেখান থেকে যদি এখন গল্প বানানো হয়— এটা পাওয়া গেল, ওটা পাওয়া গেল! তা হলে, ওখান থেকে সব পেতে পারেন কিন্তু তৃণমূল পাবেন না। কারণ, ওই কার্যালয়গুলো তৃণমূলের হাত থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে। এটা এলাকার সকলেই জানেন।

কুণাল বলেন, সরিষার ক্ষেত্রে নির্দিষ্টভাবে লিখিত তথ্য রয়েছে— এই দলীয় কার্যালয়ে হামলা হয়েছে, দখল হয়েছে, তৃণমূল এটা ব্যবহার করে না। অথচ এখন ন্যারেটিভ তৈরি করা হচ্ছে— তৃণমূলের টাকা পাওয়া গেছে! এটা কোনও যুক্তি হতে পারে? মে মাস থেকে যে দলীয় কার্যালয়টি তৃণমূলের হাতে নেই, সেটার দায় এখন চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে তৃণমূলের ঘাড়ে! এ-প্রসঙ্গে শুভেন্দু অধিকারী সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বললেন, যা বলার কোর্টে বলা হবে। কিছু একটা অপবাদ দেবে সরকার পক্ষ, তারপর তা নিয়ে আদালতে দৌড়তে হবে, এটা কোন ধরনের বিচার? কুণালের প্রশ্ন, পুলিশের হাতে ক্ষমতা আছে বলে একটা যা খুশি ন্যারেটিভ তৈরি করবে আর তার জন্য আদালতে দৌড়তে হবে? বেলেঘাটার বিধায়ক বলেন, এখন নতুন একটা খেলা শুরু হয়েছে, যে পার্টি অফিসগুলো তৃণমূলের দখলে নেই, সেখানে কিছু রেখে এসে তৃণমূলকে বদনাম করা, কলঙ্কিত করার চেষ্টা চলছে।

তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ মহুয়া মৈত্র বলেন, সরিষায় তৃণমূল কংগ্রেসের যে কার্যালয় থেকে টাকা উদ্ধারের কথা বলা হচ্ছে, তা তো ভোটের ফলাফল প্রকাশের পরই হামলা চালিয়ে দখল করে নেওয়া হয়। দলের তরফে লিখিত ভাবে তা পুলিশকে জানানোও হয়েছিল। এখন ৩ মাসেরও বেশি সময় পরে সেখান থেকে টাকা উদ্ধার করছে পুলিশ! মহুয়া এই প্রসঙ্গে নুরেমবার্গ ট্রায়ালের কথা উল্লেখ করে পুলিশ কর্মীদের উদ্দেশে বলেন, আপনারা যদি সরকারের কথা শুনে এই বেআইনি কাজ করেন তা হলে আপনারাও ফেঁসে যাবেন। যেসব পুলিশ আধিকারিক এই বেআইনি কাজ করছেন, নুরেমবার্গ ট্রায়াল অনুযায়ী তাঁরা নিজের ডিফেন্সে কোনও দিনই বলতে পারবেন না—আমরা এই অবৈধ বা বেআইনি কাজ করেছি আমার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে। পুলিশের উদ্দেশে কৃষ্ণনগরের সাংসদ বলেন, ফলে আপনারা যারা কাউকে ফাঁসানোর জন্য অস্ত্র, গাঁজা, টাকা রেখে দিয়ে আসছেন, তার পরে বলছেন উপরের নির্দেশে করছেন, এটা কিন্তু আদালতে বলতে পারবেন না।

সরিষার ঘটনা প্রসঙ্গে বুধবার, তৃণমূলের আইনজীবী অর্ক নাগ সংবাদমাধ্যমকে বলেছিলেন, সুমিত রায়কে প্রতিদিন রাত তিনটে পর্যন্ত জেরা করা হচ্ছে। মঙ্গলবারও জেরা করা হচ্ছিল। তারপর রাত সাড়ে তিনটে নাগাদ পুলিশ তাকে নিয়ে সরিষায় তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ে নিয়ে যায়। সুমিত ওই রাতে সেখানে ঢুকতে চায় না। সে বলে, এখানে কিছু গন্ডগোলের আভাস পাচ্ছি, আমাকে দিয়ে কিছু ফ্রেম করিয়ে নেওয়ার চেষ্টা চলছে। পুলিশ তাকে জোর করে ভিতরে নিয়ে যায়। তারপর সেখান থেকে ডায়মন্ড হারবার মহিলা বিদ্যালয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে ফের আগের জায়গায় তাঁকে নিয়ে আসা হয়। সুমিত দেখে সেখানে কিছু টাকা গোনা হচ্ছে। তারপর তাঁকে সেখান থেকে মেডিক্যাল করিয়ে ডায়মন্ড হারবার থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। কালো কাপড় দিয়ে মুখ ঢেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সুমিত রায় তাঁর আইনজীবীদের জানিয়েছেন, ডায়মন্ড হারবার মহিলা কলেজে নিয়ে গিয়ে পুলিশরা তাঁকে বলে তাদের কথামতো না চললে আগের দু'জনের মতো তাঁকেও এনকাউন্টার করা হবে। আইনজীবী অর্ক নাগ বলেছেন, আমরা আশঙ্কা করছি সুমিত রায় পুলিশি হেফাজতে সুরক্ষিত নন, রাজ্য সরকারের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে তাঁর এনকাউন্টার করা হতে পারে। বৃহস্পতিবার মহুয়াও এই আশঙ্কা ব্যক্ত করে ডায়মন্ড হারবারের বিজেপি নেতা অভিজিৎ দাসের (ববি) সমাজমাধ্যমে করা একটি পোস্টের বিষয়ও উল্লেখ করেন। ২৭ মে সমাসমাধ্যমে একটি পোস্টে ববি লিখেছিলেন, সুমিত রায়কে জেলে ঢুকিয়ে পুলিশ দিয়ে এনকাউন্টার করা হোক। বতর্মান ঘটনাক্রম কি সে দিকেই যাচ্ছে? আশঙ্কা প্রকাশ করেন তৃণমূল সাংসদ।

ধর্ষণ করে খুন নাবালিকাকে

(প্রথম পাতার পর) বের হওয়ার পর আর ফেরেনি সে। দীর্ঘ সময় খোঁজাখুঁজির পরও কোনও হদিশ না পেয়ে ওই দিনই পরিবারের পক্ষ থেকে রায়গঞ্জ থানায় একটি নিখোঁজ ডায়েরি করা হয়। অভিযোগ পাওয়ার পর থেকেই তল্লাশি শুরু করে রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। বৃহস্পতিবার বিকেলে আব্দুলঘাটার জঙ্গলে এক নাবালিকার বিবস্ত্র দেহ পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দারা। মুহূর্তে এই খবর এলাকায় ছড়িয়ে পড়লে শয়ে শয়ে মানুষ ঘটনাস্থলে ভিড় জমান। খবর পেয়ে নাবালিকার পরিবারের সদস্য ও পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছোয়। পরিবারের লোকজন গিয়ে দেহটি নিখোঁজ নাবালিকার বলে শনাক্ত করেন। মৃতার বাবার অভিযোগ, মঙ্গলবার সাইকেল নিয়ে বেরোনোর পর থেকেই মেয়ের খোঁজ মিলছিল না। বিভিন্ন জায়গায় সন্ধান চালিয়েও সন্ধান পাওয়া যায়নি। আমার মেয়েকে ধর্ষণের পর নৃশংসভাবে খুন করে জঙ্গলে ফেলে দেওয়া হয়েছে। জঙ্গলের মধ্যে নাবালিকার দেহ পড়ে থাকতে দেখে এলাকায় তীব্র আতঙ্ক ও রহস্য তৈরি হয়েছে। জনবসতি থেকে কিছুটা দূরে কীভাবে ওই নাবালিকা পৌঁছাল এবং তার সঙ্গে ঠিক কী ঘটেছিল, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন স্থানীয়রা।

জাগোবাংলা
আমার বাংলা
6 November, 2026 • Friday • Page 7 || Website - www.jagobangla.in
৭
৬ নভেম্বর ২০২৬
শুক্রবার

শেয়ালের হানায় চরম আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে। লোকালয়ের ভেতর ঢুকে পড়ে রীতিমতো তাণ্ডব চালায় শেয়ালটি। মালদহের সামসির ঘটনা

ভর্তি নেওয়া হয়নি মাতৃমা বিভাগে, মালদহ মেডিক্যালের বিরুদ্ধে অভিযোগ

বস্তায় নামানো হল প্রসূতিকে, রাত্রি নিবাসে প্রসব

কৌশিক ঘোষ • মালদহ

যন্ত্রণায় ছটফট করছেন প্রসূতি। পরিজনেরা দৌড়াদৌড়ি করছেন, হাসপাতালের জরুরি বিভাগে মিলল না ট্রলি। অগত্যা বস্তায় করে সিঁড়ি বেয়ে নিয়ে যাওয়া প্রসূতিকে। কিন্তু তারপরও ভর্তি নেওয়া হল না সরকারি হাসপাতালের মাতৃমা বিভাগে! অবশেষে রাত্রিনিবাসে জন্ম হল শিশুর। ন্যক্কারজনক ছবি মালদহের। আর মালদহ মেডিক্যাল কলেজের বিরুদ্ধে উঠেছে গুরুতর এই অভিযোগ। এমন ঘটনা আগে কোথাও কখনও ঘটেনি। রাজ্যে পালাবদলের পর বিজেপির রাজত্বে এমন ছবি ছড়িয়ে পড়তেই উঠেছে নিন্দার ঝড়। মালদহের গাজোলের রানিগঞ্জের বাসিন্দা শ্রাবন্তী টুডুকে নিয়ে বুধবার রাতে মালদা মেডিক্যালে আসেন পরিবারের লোকজন। তাঁদের দাবি, সেই সময়ে শ্রাবন্তীর প্রসব যন্ত্রণা থাকলেও তাঁকে মাতৃমা বিভাগে ভর্তি নেওয়া হয়নি। নিরুপায় হয়ে প্রথমে জরুরি বিভাগের সামনে ফুটপাথে ছিলেন তাঁরা। পরে জরুরি বিভাগ লাগোয়া রাত্রিনিবাসে আশ্রয় নেন প্রসূতি-সহ পরিবারের লোকজন। সেখানেই রাত আড়াইটে নাগাদ কন্যাসন্তানের জন্ম দেন শ্রাবন্তী। প্রসূতির এক আত্মীয়ের অভিযোগ, দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করার পরও ভর্তি নেওয়া হয়নি। চিকিৎসকেরা জানিয়েছিলেন, এখন প্রসব হবে না। শেষমেশ রাত্রিনিবাসে প্রসব হয়েছে। কোনও বড় বিপদ হলে তার দায় কে নিত? স্বাস্থ্যমন্ত্রী এখন চুপ কেন? রাস্তায় না ঘুরে সমস্যা দেখুন বলেও প্রশ্ন তুলে দিয়েছেন রোগীর আত্মীয়রা। ঘটনায় মালদা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন রোগীর আত্মীয়রা। রোগীর পরিবারের আরও অভিযোগ, প্রসবের পরে মা ও সদ্যোজাতকে রাত্রিনিবাসের দোতলা থেকে বস্তাতে করে নীচে নামাতে হয়। হাসপাতাল থেকে কোনও ট্রলি পর্যন্ত পাওয়া যায়নি বলে অভিযোগ। পরে তাঁকে মাতৃমা বিভাগে ভর্তি করা হয়েছে। এদিকে রাত্রিনিবাসের দায়িত্বে থাকা ব্যক্তি বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায় বলেন, মানবিকতার খাতিরে প্রসূতি এবং পরিজনদের আশ্রয় দেওয়া হয়। হাসপাতালের ন্যক্কারজনক কাজের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন তিনিও।



বস্তায় করে সিঁড়ি দিয়ে নামানো হচ্ছে প্রসূতিকে।

৪৮ ঘণ্টা পার, অধরা কোচবিহার গুলি-কাণ্ডের অভিযুক্তরা, পুলিশের ভূমিকায় ক্ষোভ

সংবাদদাতা, কোচবিহার : ভরা রাস্তার মধ্যে স্বর্ণ-ব্যবসায়ীকে গুলি। কোচবিহারের মাথাভাঙার ঘটনা ৪৮ ঘণ্টা কেটে গিয়েছে। এর পরও অভিযুক্তদের গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ। প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তা নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন। প্রশ্ন উঠছে সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখার পরও কেন পুলিশ অভিযুক্তদের শনাক্ত করতে পারেনি? দুষ্কৃতীরা কি এখনও পুলিশের নাগালের বাইরে? নাকি তদন্তের গতি নিয়ে রয়েছে কোনও প্রশ্নচিহ্ন? আক্রান্ত ব্যবসায়ীর পরিবারের সদস্যরাও এ-নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। অন্যদিকে, গুলিবিদ্ধ স্বর্ণ-ব্যবসায়ীর অস্ত্রোপচার করে গুলি বের করা হয়েছে কোচবিহার এমজেএন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে। বর্তমানে তাঁর শারীরিক অবস্থা আগের তুলনায় উন্নতি হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।



তবে এত বড় অপরাধের পরেও কেন এখনও অধরা অভিযুক্তরা, তা নিয়ে বাড়ছে উদ্বেগ। মাথাভাঙা ১ নম্বর ব্লকের নয়ারহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের পানিগ্রাম এলাকায় মঙ্গলবার রাতে ঘটে এই চাঞ্চল্যকর ঘটনা। নয়ারহাট বাজারে নিজের সোনার দোকান বন্ধ করে সাইকেলে করে বাড়ি ফিরছিলেন স্বর্ণ ব্যবসায়ী প্রকাশ সরকার (৩৮)। অভিযোগ, পানিগ্রাম স্কুল সংলগ্ন এলাকায়, বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে তাঁর পথ আটকায় বাইকে থাকা তিন দুষ্কৃতী। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রথমে ওই ব্যবসায়ীকে আটক করে দুষ্কৃতীরা। এরপর তাঁকে মারধর করা হয়। মাথায় লোহার মতো কোনও শক্ত বস্তু দিয়ে আঘাত করার পাশাপাশি তাঁকে লক্ষ্য করে দুষ্কৃতীরা গুলি চালায় বলে অভিযোগ। গুলিটি প্রকাশ সরকারের নাভির কাছাকাছি লাগে। রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি। অভিযোগ, এরপর আক্রান্ত ব্যবসায়ীর সঙ্গে থাকা সোনা ও রুপোর সামগ্রী নিয়ে ঘটনাস্থল থেকে চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা। আচমকা এই হামলার ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।

শিকেয় পথ নিরাপত্তা দুর্ঘটনায় মৃত্যু যুবকের

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : পথ নিরাপত্তার অভাব। বৃহস্পতিবার বিকেলে চালসা-মালবাজার জাতীয় সড়কের নেওরা সেতু সংলগ্ন এলাকায় এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হলো এক বাইকচালকের। এই ভয়াবহ দুর্ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। এদিন বিকেলে ওই ব্যক্তি বাইক চালিয়ে চালসা থেকে মালবাজারের দিকে যাচ্ছিলেন। ঠিক সেই সময় নেওরা সেতু সংলগ্ন জাতীয় সড়কে বাইকটি হঠাৎই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মারাত্মকভাবে দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়। তীব্র গতি বা অন্য কোনো কারণে বাইকসহ চালক সড়কের ওপরে সজোরে ছিটকে পড়েন। মাথায় অত্যন্ত গুরুতর আঘাত লাগায় ঘটনাস্থলেই তাঁর মাথা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আহত যুবককে উদ্ধার করে চালসার মঙ্গলবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনাস্থল থেকে দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাইকটি থানায় তুলে নিয়ে আসে পুলিশ। প্রাথমিকভাবে মৃতের পরিচয় নিশ্চিত করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। পাশাপাশি, ঠিক কী কারণে এবং কীভাবে এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছিল, তা খতিয়ে দেখতে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু করেছে মেটেলি থানার পুলিশ।

বহু ইতিহাস সাক্ষী রেখে ৭৯ বছরে পদার্পণ হলহলিয়া কালীপুজোর

কনক অধিকারী • জলপাইগুড়ি

দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য, ধর্মীয় বিশ্বাস ও ভক্তদের আবেগকে সঙ্গে নিয়ে ৭৯তম বর্ষে পা রাখতে চলেছে ময়নাগুড়ির ঐতিহ্যবাহী ও জাগ্রত হলহলিয়া মা কালীর পুজো। আগামী ২১ কার্তিক অমাবস্যা তিথিতে উদযাপিত হবে এবছরের মূল পুজো। এই মহোৎসবকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই চূড়ান্ত প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন হলহলিয়া কালীপুজো কমিটি। প্রতিবছর এই পুজোয় ২০ হাজারের অধিক পুণ্যার্থীর সমাগম ঘটে, যা স্থানীয় গণ্ডি ছাড়িয়ে এক আঞ্চলিক উৎসবে রূপ নেয়। ময়নাগুড়ির পূর্ব প্রান্তে জাতীয় সড়কের পাশেই অবস্থিত সুপ্রাচীন এই হলহলিয়া মা কালীর মন্দির। স্থানীয়দের অগাধ বিশ্বাস, মা হলহলিয়া অত্যন্ত জাগ্রত, ভক্তিভরে প্রার্থনা জানালে মায়ের কৃপায় ভক্তের মনস্কামনা পূর্ণ হয়। এই অলৌকিক বিশ্বাসকে কেন্দ্র করেই বছরের পর বছর ধরে মন্দিরে ভক্তবৃন্দের ভিড় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। কেবল কালীপুজোর বিশেষ দিনেই নয়, সারা বছরই এখানে পূজার্চনা করতে আসেন বহু মানুষ। তবে অমাবস্যা তিথির এই বিশেষ পুজোয় গোটা মন্দির চত্বরজুড়ে এক স্বর্গীয় ও উৎসবমুখর পরিবেশ তৈরি হয়। পুজোর অন্যতম প্রধান ঐতিহ্য ও আকর্ষণ হল মানত ও বলির প্রথা। দূরদূরান্ত থেকে আগত পুণ্যার্থীদের মানতকে কেন্দ্র করে মন্দিরে পাঠা ও পায়রা বলির প্রচলন রয়েছে। পাশাপাশি, হাজার হাজার ভক্তের সুবিধার্থে অমাবস্যার রাত থেকে শুরু করে দিনভর মহাভোগ বা খিচুড়ি প্রসাদের সুব্যবস্থা করা হয়। দূর-দূরান্ত থেকে আসা ভক্তরা যাতে নির্বিঘ্নে পুজো দেওয়া ও প্রসাদ গ্রহণ সম্পন্ন করতে পারেন, তার জন্য দিনরাত কাজ করে চলেছেন কমিটির সদস্যরা। এছাড়া এই মন্দিরের অন্যতম আধ্যাত্মিক বৈশিষ্ট্য হলো এখানে উপস্থিত সাধু মা ও সাধু বাবার সান্নিধ্য। তাঁদের উপস্থিতি মন্দির চত্বরের ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য ও আধ্যাত্মিক আবহকে আরও অনন্য মাত্রা দিয়েছে বলে জানান স্থানীয় ভক্তরা। দীর্ঘদিনের এই ধর্মীয় পরম্পরার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে এলাকার মানুষের আবেগ। পুজো কমিটির সদস্য মহাদেব দত্ত বলেন, “জাগ্রত মা কালীর দরবারে যে যা মনস্কামনা নিয়ে প্রার্থনা জানান, মা তা নিরাশ করেন না। প্রাচীন কাল থেকেই এই মন্দিরে নিষ্ঠার সঙ্গে পুজো হয়ে আসছে। সেই গৌরবময় ঐতিহ্য মেনেই প্রতিবছর বহু মানুষ এখানে সমবেত হন।” অন্যদিকে, পুজো কমিটির সম্পাদক সঞ্জয় রায় জানান, “এবছর আমাদের পুজো ৭৯তম বর্ষে পদার্পণ করছে। এবারের আয়োজনে বিশেষ কিছু আকর্ষণ থাকছে। প্রতিবছরের মতো এবারও হাজার হাজার পুণ্যার্থীর জন্য রাত থেকে দিনব্যাপী মহাভোগ প্রসাদের সুব্যবস্থা রাখা হয়েছে।” মন্দিরটি ব্যস্ত জাতীয় সড়কের পাশে অবস্থিত হওয়ায় পুণ্যার্থীদের নিরাপত্তা এবং যান চলাচল স্বাভাবিক রাখার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে দেখছে কমিটি। পুলিশ প্রশাসনের পাশাপাশি নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকবেন মন্দির কমিটির দক্ষ স্বেচ্ছাসেবকরাও। এছাড়া পুরো মন্দির চত্বর ও এর সংলগ্ন এলাকা সিসিটিভি ক্যামেরার কঠোর নজরদারির আওতায় রাখা হয়েছে, যাতে যেকোনো অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়ানো সম্ভব হয়। সব মিলিয়ে, ৭৯ বছরের বর্ণাঢ্য ঐতিহ্য ও গৌরবকে সামনে রেখে এবছরও এক বিশাল আয়োজনের প্রস্তুতি নিয়েছে হলহলিয়া কালীপুজো কমিটি। ভক্তি, সংস্কৃতি ও জনসমাগমের এই মহামিলনে অমাবস্যার রাতে ময়নাগুড়ির হলহলিয়া মন্দির চত্বর এক অনন্য ধর্মীয় আবহে মুখরিত হয়ে উঠবে—এমনটাই প্রত্যাশা সকলের।



আমার বাংলা
6 November, 2026 • Friday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা



২৬৭ বিএড, পলিটেকনিক, আইটিআই ফার্মা কলেজে ভর্তি বন্ধ, বিপদে পড়ুয়ারা

প্রতিবেদন : হাজার হাজার পড়ুয়ার ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার মুখে। হঠাৎ করেই ২৬৭টি বিএড, পলিটেকনিক, আইটিআই ও ফার্মা কলেজে পড়ুয়াদের নতুন বর্ষে ভর্তি না করার সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য উচ্চশিক্ষা দফতর। তা নিয়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। কারণ এতে বহু পড়ুয়ারই ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তায় পড়বে। তারা কোথায় ভর্তি হবে, এটাই বড় প্রশ্ন।

উচ্চশিক্ষা দফতরের অভিযোগ, যেগুলো বন্ধ করা হয়েছে, সেগুলোর কোথাও পঠন-পাঠনের উপযুক্ত ব্যবস্থা নেই, কোথাও পর্যাপ্ত পরিকাঠামোর অভাব। তাই মোট ২৬৭টি বিএড, পলিটেকনিক, আইটিআই ও ফার্মা কলেজে পড়ুয়াদের নতুন বর্ষে ভর্তি না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা। জানিয়েছে, প্রয়োজনীয় গুণমান নির্দিষ্ট করলে তবেই অনুমতি দেওয়া হবে।

উচ্চশিক্ষামন্ত্রী বলেন, কোনও কলেজের অনুমোদন আমরা বাতিল করতে চাই না। তাদের আমরা আগামী শিক্ষাবর্ষের মধ্যে পরিকাঠামো ও পঠনপাঠনের গুণগত মান বৃদ্ধি করার সুযোগ

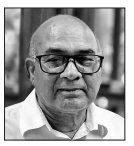


দিয়েছি। এই সব উন্নতি হলে পরের সেশনে আমরা পড়ুয়াভর্তির অনুমতি দেবে। তাঁর মতে, ডিগ্রি বিক্রির দোকান খুলে যাতে এই প্রতিষ্ঠানগুলি না চলে তার জন্যে এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। জানান, এই ধরনের কলেজগুলির গুণমান বজায় রাখতে পরিদর্শক টিম পাঠানো হয়েছিল। প্রথম দফার পরিদর্শনের পরে ১৫৬টি বিএড কলেজকে ২০২৬ থেকে ২৮ শিক্ষাবর্ষে ভর্তির অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল। সেই সঙ্গে ৪৫১টি বিএড কলেজকে শোকজ নোটিশ ধরানো হয়। এ ছাড়াও প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো তৈরি করতেও বলা হয়েছিল তাদের।

এর মধ্যে ৯টি কলেজ কর্তৃপক্ষ কোনও উত্তর দেয়নি। বাকি কলেজগুলির জবাবের ভিত্তিতে দ্বিতীয় দফার পরিদর্শন করেন নবনিযুক্ত ইনস্পেক্টর। তাতে দেখা গিয়েছে ২৩৭টি কলেজ গুণমান অতিক্রম করেছে। তাদেরকে ৪ নভেম্বর থেকে ভর্তি নেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। যারা অনুমতি পায়নি, তারা পরিকাঠামোর উন্নতি করে সরকারি অনুমতি সাপেক্ষে পরের শিক্ষাবর্ষে ভর্তি নিতে পারবে ।

সব মিলিয়ে রাজ্যের ২৬৫টি আইটিআই কলেজের মধ্যে ১৪টি আইটিআই-এর কোনও পরিকাঠামো না থাকায়, ১৩৪টি ফার্মা কলেজের মধ্যে ৩৮ কলেজে ছাত্রভর্তি বন্ধ করতে বলা হয়েছে। এ ছাড়াও ৭৪টি পলিটেকনিক কলেজের মধ্যে একটিকে ভর্তি বন্ধ করতে বলা হয়েছে।

বক্তৃতার মাঝেই মঞ্চে অজ্ঞান পরে মৃত্যু হল বক্তা উমাশঙ্করের



প্রতিবেদন : মঞ্চে ‘সমাজ চেতনায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দর্শন’ নিয়ে বলছিলেন। উপস্থিত শ্রোতারা নিবিষ্ট মনে শুনছিলেন। হঠাৎ ছন্দপতন। বক্তৃতার মাঝেই মঞ্চে লুটিয়ে পড়েন বক্তা বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক, গবেষক ও অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক উমাশঙ্কর নিয়োগী (৭৭)। পরে মৃত্যু হয়। ঘাটাল রবীন্দ্র শতবার্ষিকী মহাবিদ্যালয়ে নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের ঘটনা। বক্তব্য শেষ করার আগেই মঞ্চে লুটিয়ে পড়েন। দ্রুত তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় ঘাটাল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে। চিকিৎসকেরা জানান, সেরিব্রাল অ্যাটাক হয়েছে। সেখান থেকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়ার পথেই মৃত্যু হয়।

১৯৪৯-এর ১৭ সেপ্টেম্বর দাসপুরের চাঁদপুর গ্রামে জন্ম উমাশঙ্করের। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। কর্মজীবন শুরু কলকাতা পুলিশে। প্রায় দেড় বছর পুলিশে চাকরি করার পরে স্বেচ্ছাবসর নেন। তারপর যোগ দেন বাংলা শিক্ষকতায়। যোগ দেন দাসপুরের নন্দনপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে। ২০০৯-এ অবসর নেন। একমাত্র কন্যার বিয়ে হয়ে গিয়েছে। স্ত্রী তপতীকে নিয়েই ছিল সংসার।

কৃষ্ণনগরের চাষাপাড়া বারোয়ারির ভিড় সামলাতে আগে থেকে প্রস্তুতি

সংবাদদাতা, নদিয়া : কৃষ্ণনগরের ঐতিহ্যমণ্ডিত কৃষ্ণনগর চাষাপাড়ার জগদ্ধাত্রী পুজো বুড়িমা নামে খ্যাত। কৃষ্ণনগরের জগদ্ধাত্রীপুজো মূলত একদিনেই হয়। কার্তিক মাসের শুক্লা নবমীতে একদিনেই সপ্তমী অষ্টমী ও নবমী পুজো সম্পন্ন হয়। এই জগদ্ধাত্রী প্রতিমাকে দর্শনের জন্য পুজোর দিন কয়েক লক্ষ ভক্ত উপস্থিত হন চাষাপাড়ার বারোয়ারি প্রাঙ্গণে। প্রতিমা দর্শনে এত মানুষের ভিড় এ সামাল দেওয়াই পুজো কমিটি ও প্রশাসনের কাছে একটি চ্যালেঞ্জ। তার উপরে ১০০ কোটির কাছাকাছি স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত থাকেন প্রতিমা। কলকাতার চোরবাগান ঘটনার পরেই সতর্ক কৃষ্ণনগর জেলার পুলিশ প্রশাসন। তারা আগে এসে দেখে গিয়েছেন বুড়িমার প্রবেশ এবং বাহিরপথের জায়গাগুলি। পুলিশের পরামর্শ মতোই এবার দর্শনার্থীর



জন্য এক্সিট রুট আরও বেশি করে করা হয়েছে। এছাড়াও বুড়িমার বিসর্জন নিয়ে ভক্তদের মধ্যে একটু হতাশা থাকে। সকাল নটার পরে প্রতিমা বেরোয় এবং জলঙ্গী ঘাটে বিসর্জন সম্পন্ন করে বেলা দুটোর পর। এইবার পরিবর্তন চাইছে চাষাপাড়ার নতুন জগদ্ধাত্রী কমিটি। তারা পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলে রাত্রি দুটোর সময় বিসর্জনের শোভাযাত্রা বার করতে চাইছে। বাংলার উন্নত বিসর্জনের শোভাযাত্রার সঙ্গে কৃষ্ণনগরের বিসর্জনের শোভাযাত্রার একটু পার্থক্য আছে। এখানে প্রতিমা বেহারাদের কাঁধে চেপে বিসর্জন হয়। চাষাপাড়া থেকে কৃষ্ণনগর রাজবাড়ি প্রদক্ষিণ করে তারপরে জলঙ্গি ঘাটে বিসর্জন হয়। প্রতিমা বিসর্জনের সময় পঞ্চাশ হাজারের অধিক মানুষ শোভাযাত্রায় অংশ নেন। তাই পুরোটা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে আগে থেকেই প্রস্তুতি শুরু করেছেন উদ্যোক্তারা।

৬০ লিটার চোলাই উদ্ধার, ধৃত ১



সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : ৬০ লিটার চোলাই উদ্ধার। গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার সকালে অভিযান চালিয়েছিল বেলিয়াবেড়া থানার পুলিশ। জানা যায়, ঝাড়গ্রামের বেলিয়াবেড়া থানার তেঘরি চকে অভিযান চালিয়ে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করার পাশাপাশি ৬০ লিটার অবৈধ চোলাই মদ উদ্ধার করা হয়। ধৃত ব্যক্তির নাম রূপচাঁদ টুডু (৪৮)। তিনি বেলিয়াবেড়া থানার অন্তর্গত কৃষ্ণনগর গ্রামের বাসিন্দা। বৃহস্পতিবার সকালে মোটরবাইকে অবৈধ ভাবে চোলাই মদ পাচার করছিলেন তিনি। তখন পুলিশ তাঁকে পাকড়াও করে। তাঁর কাছ থেকে ৬০ লিটার চোলাই মদ উদ্ধারের পাশাপাশি মোটরবাইকও আটক করা হয়। এই ঘটনায় ধৃত ব্যক্তিকে ঝাড়গ্রাম আদালতে পেশ করে বেলিয়াবেড়া থানার পুলিশ।

বীরভূমে উদ্ধার বিপুল বোমা, বারুদ

প্রতিবেদন : কালীপুজোর আগে চাঞ্চল্য। কখনও স্টেশন থেকে উদ্ধার হচ্ছে দেড় কোটি টাকা। তো কখনও উদ্ধার হচ্ছে বোমা, বারুদ। কারা আনছে, কেন এবং কোথায় যাচ্ছে। এসব প্রশ্নের উত্তর অজানা। এবার যেমন বীরভূমের নানুরে উদ্ধার হল বোমা। চারটি বোমার পাশাপাশি দু কেজি বারুদও পাওয়া গিয়েছে। ঘটনায় রহিম শেখ নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়। বুধবার রাতে তাঁর বাড়িতে তল্লাশির সময়েই ওই বোমাগুলি উদ্ধার হয়। জানা গেছে, নানুরের গোরাপাড়া গ্রামের বাসিন্দা রহিমের বাড়িতে বোমা মজুত রয়েছে বলে খবর ছিল বাহিনীর কাছে।

কৃষ্ণনগর, রানাঘাটে থামবে বিশেষ ট্রেন

প্রতিবেদন : দীপাবলি, জগদ্ধাত্রীপুজো, রাস উৎসব— গোটা মাস ধরে চলবে উৎসব। তাই যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামাল দিতে পূর্ব রেল সপ্তাহের শেষে কলকাতা ও নিউ কোচবিহারের মধ্যে বিশেষ ট্রেন চালাবে এবং সেই ট্রেন রানাঘাট ও কৃষ্ণনগরে থামবে। ফলে কলকাতা ও উত্তরবঙ্গের মধ্যে যাতায়াতকারী নদিয়ার যাত্রীরা উপকৃত হবেন। ০৩১২৫/০৩১২৬ নম্বরের এই স্পেশাল ট্রেনটি নভেম্বর মাসের ৭, ১৪, ২১ ও ২৮ তারিখ, অর্থাৎ প্রতি শনিবার চলবে। স্পেশাল ট্রেনটি রাত ১১টা ৪০-এ কলকাতা স্টেশন থেকে ছাড়বে। রবিবার দুপুর ৩টে ৩০-এ নিউ কোচবিহার পৌঁছবে। ওখান থেকে সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় ছাড়বে, সোমবার সকাল ৮টা ১০-এ পৌঁছবে কলকাতা স্টেশনে।

মুর্শিদাবাদের নিমতিতায় নিত্যকালীর আগমন ঘটল ট্রেনে

প্রতিবেদন : দেবী দুর্গা কখনও ঘোটকে, কখনও নৌকায় আসেন। শান্তিপুরে মাকালীকে দেখা গেল ট্রেনে চেপে যেতে! গেলেন মুর্শিদাবাদের নিমতিতায় ভক্তদের পুজো নিতে। আগামী রবিবার কালীপুজো। দীপাবলি। মণ্ডপ থেকে প্রতিমা, দিকে দিকে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি তুঙ্গে। হাতে আর কয়েকটা দিন। মাঝে মধ্যেই আবহাওয়া বিরূপ হচ্ছে। তাই আগেভাগেই গন্তব্যে পৌঁছে গেলেন শান্তিপুরের নিত্যকালী। রেলপথে শান্তিপুর থেকে মুর্শিদাবাদের নিমতিতার দূরত্ব ১১৭ কিলোমিটার। তাই নির্দিষ্ট দিনে ট্রেন ধরার জন্য অপেক্ষা করছিলেন দেবী নিত্যকালী। দুপুরে কালনা স্টেশনে তিনি ট্রেনে করে রওনা হলেন মুর্শিদাবাদের নিমতিতার উদ্দেশে। নদিয়ার



শান্তিপুরের শিল্পী শুভজিৎ দে-র হাতে তৈরি কালীমূর্তি হাওড়া-মালদহ টাউন ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস ট্রেনে চড়েই পাড়ি দেয় মুর্শিদাবাদ জেলার নিমতিতায়। শিল্পী জানিয়েছেন, শান্তিপুরের শ্যামচাঁদপাড়া এলাকায় কারখানা রয়েছে তাঁর। অনলাইনে মুর্শিদাবাদে নিমতিতার বাসিন্দা অয়নাংশু বিশ্বাস তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। গত বছরেও তিনি এই একই ঘরানার ঠাকুর নিয়েছিলেন। এবছরও একই ঠাকুরের বরাত এসেছিল নিমতিতা থেকে। শিল্পী আরও জানান, নিত্যকালী ঘরানার এই ধরনের প্রতিমা কেবলমাত্র শান্তিপুরে ভাল তৈরি হয়। তাই তিনি গত দুবছর ধরে এই অর্ডার পাচ্ছেন। শ্বেতশুভ্র মাকালীকে কালনা স্টেশন চত্বরে দেখে অনেকেই বিস্মিত।

জাগোবাংলা
যা যাচ্ছি অনুক্ষণ পাচ্ছে সংবাদ

আমার বাংলা

6 November, 2026 • Friday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in

৯
৬ নভেম্বর ২০২৬
শুক্রবার

মোবাইল গেমে মগ্ন ছেলের হাতে বঁটির কোপ। হাসপাতালে ভর্তি একাদশ শ্রেণির পড়ুয়া। পূর্ব মেদিনীপুরের ময়নার ঘটনায় বাবাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃতের ১৪ দিনের জেল হেফাজত হয়েছে

কোথায় উন্নয়ন! খোদ পুরুলিয়ায় বেহাল রাস্তা, ক্ষোভ স্থানীয়দের

প্রতিবেদন : নতুন সরকার অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। উন্নয়নের বুলি আউড়েছিল। কিন্তু কোথায় কী! খোদ পুরুলিয়া শহরের মধ্যেই এখনও রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয় ডুলি করে। ন্যূনতম পাকা রাস্তা না-থাকায় আজও রোগীকে ডুলি করে বা চাদরে মুড়ে পাঁজাকোলা করে অনেকটা পথ বয়ে নিয়ে যেতে হয় সাত নম্বর ওয়ার্ডের চিড়াবাড়ি বস্তি এলাকায়। শহরের মাঝে এমন বেহাল দশায় ক্ষুব্ধ অন্তত ৬০টি পরিবার। পানীয় জল ও আলোর বেহাল দশার পাশাপাশি দীর্ঘদিনের এই অবহেলার ছবি তুলে ধরে স্থানীয় বাসিন্দারা চরম ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। জানা গিয়েছে, ওই ওয়ার্ডে ফাঁকা জমি বিস্তর রয়েছে। কিন্তু হয়নি কোনও রাস্তা। যার জন্য কোনও যানবাহন শহরের এই এলাকায় আসতে পারে না। গর্ভবতী মহিলারাও সমস্যায় পড়েন। এবড়ো-খেবড়ো রাস্তায় পাঁজাকোলা করে নিয়ে যাওয়ার সময়ে বহু মহিলার প্রসব পর্যন্ত হয়ে গিয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা বলছেন, না আছে এখানে জল বার হওয়ার ব্যবস্থা। না আছে পাকা রাস্তা। অথচ এই এলাকা পুরুলিয়া পুরসভার অন্তর্গত। বার বার পুরসভায় গিয়েও কোনও লাভ হয়নি। বর্তমানে কোনও নির্বাচিত বোর্ড না-থাকায় পুরুলিয়া পুরসভা দীর্ঘদিন ধরে প্রশাসনের দ্বারাই পরিচালিত হচ্ছে। ফলে স্থানীয়রা চরম ক্ষুব্ধ বর্তমান প্রশাসনের উপর।


রোগীদের এভাবেই হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

আজ আসানসোল-বর্ধমান শাখায় বাতিল একগুচ্ছ ট্রেন



প্রতিবেদন : কালীপুজোর আগের রাতে অর্থাৎ ৭ নভেম্বর শনিবার আসানসোল-বর্ধমান শাখায় বাতিল করা হয়েছে একাধিক মেমু ট্রেন। পূর্ব রেল এই নিয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। বলা হয়েছে, পারাজ ও গলসি স্টেশনের মধ্যবর্তী অংশে ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণের কাজ হবে। তার জেরেই সাময়িক ভাবে ব্যাহত হবে ট্রেন চলাচল। বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়েছে, শনিবার দুপুর তিনটে থেকে সন্ধে সাড়ে ৬টা পর্যন্ত মোট ২১০ মিনিট ওই লাইনে ট্রেন চলাচল ব্যাহত হবে। সেই সময়ে লাইনের জরুরি মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ চলবে। তার জেরেই আসানসোল-বর্ধমান শাখার চারটি মেমু ট্রেন বাতিল করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পূর্ব রেলের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, বাতিল ট্রেনগুলির মধ্যে রয়েছে ৬৩৫২২ আসানসোল-বর্ধমান মেমু, ৬৩৫২৪ আসানসোল-বর্ধমান মেমু, ৬৩৫১৫ বর্ধমান-আসানসোল মেমু এবং ৬৩৫১৭ বর্ধমান-আসানসোল মেমু। রেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ওই লাইনের কিছু অংশে মেরামতি প্রয়োজন। যাত্রীদের সুরক্ষার স্বার্থেই নির্দিষ্ট সময় অন্তর রেললাইনের রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করা জরুরি। তাই জন্যই এই লাইন মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ চালানো হবে। শনিবার বিকেলে এই শাখায় যাতায়াতকারী নিত্যযাত্রীরা সমস্যায় পড়তে পারেন।

বিপুল আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার, ধৃত ৩

বর্ধমান ও বীরভূম


কালীপুজোর আগে জেলা থেকে উদ্ধার বিপুল আগ্নেয়াস্ত্র।

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : বাংলায় পাচার বাড়ছে। আবার অস্ত্র উদ্ধার হচ্ছে। মাঝেমাঝে হানা দিচ্ছে পুলিশ। গ্রেফতার হচ্ছে। আবার একই কাজ হয়ে চলেছে। এবার যেমন সেরকমই অভিযান চালিয়ে পশ্চিম বর্ধমান ও বীরভূম দুই জেলায় থেকে বহু আগ্নেয়াস্ত্র, কার্তুজ, বিস্ফোরক উদ্ধার করল স্পেশাল টাস্ক ফোর্স। পশ্চিম বর্ধমান জেলার পাণ্ডবেশ্বরের দান্য এলাকায় তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হয়েছে ২১টি আগ্নেয়াস্ত্র ও ৬৫টি কার্তুজ। গ্রেফতার হয়েছে শেখ শাহজাহান নামে এক ব্যক্তি। অন্যদিকে, বীরভূম জেলায় মুরারই এলাকায় অভিযান চালিয়ে উদ্ধার করা হয়েছে ১১৫০টি জিলেটিন স্টিক, ১০৬৪টি ডিটোনেটর সহ বিস্ফোরকের নানা সামগ্রী।। সেখান থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে মোঃ রেজা শেখ ও মুকেশকে। জানা গিয়েছে, মাসখানেক আগে জামুরিয়া এলাকা থেকে আগ্নেয়াস্ত্র-সহ শেখ খাইরুল ও শেখ সামসেরকে গ্রেফতার করা হয়। ধৃতদের কাছ থেকে তথ্য পেয়েই বুধবার পাণ্ডবেশ্বরের দান্য এলাকায় অভিযান চালিয়ে শেখ শাহজাহানের বাড়ি থেকে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করা হয়। তাঁকে গ্রেফতারও করা হয়। অস্ত্র ও বিস্ফোরক চক্রের সঙ্গে আর কারা জড়িত, কোথা থেকে এই বিপুল পরিমাণ সামগ্রী আনা হয়েছিল এবং কোথায় সেগুলি সরবরাহের পরিকল্পনা ছিল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। জানা গিয়েছে, কয়লা পাচারের কাজে ব্যবহৃত হত এই অস্ত্র। বিহার ও ঝাড়খণ্ড থেকে এই অস্ত্র বাংলায় ঢোকে। এরপর বিভিন্ন প্রান্তে তা সরবরাহ করা হত। জানা গেছে, ধৃতরা সকলেই কয়লা ও পাথর খাদান থেকে পাচারের সঙ্গে যুক্ত ছিল। এটা ঘটনা, গত ছয় মাসে রাজ্যে বেআইনি কাজকর্ম বহুগুণ বেড় গিয়েছে। কখনও কোটি কোটি টাকা উদ্ধার, কখনও বোমা বারুদ উদ্ধার, তো কখনও আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হচ্ছে। এর পিছনে কী কারণ তা কেউ জানে না।

ট্রেনে মিলল অজগর

প্রতিবেদন : যাত্রিবাহী ট্রেনের কামরায় রাখা ছিল দুটি ঝুড়ি। বাইরে থেকে দেখে সন্দেহজনক মনে হওয়ায় সেগুলিতে নজর যায় রেল পুলিশের। এরপর ঝুড়ি খুলতেই সামনে এল অবাক করা দৃশ্য। ভিতরে কুণ্ডলী পাকিয়ে রয়েছে বিশাল আকৃতির দুটি অজগর সাপ! বৃহস্পতিবার এমনই চাঞ্চল্যকর ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায় পশ্চিম মেদিনীপুরের বেলদা রেল স্টেশনে। জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার খড়গপুর-জাজপুর এক্সপ্রেসে নিয়মিত তল্লাশি চালাচ্ছিল রেল পুলিশ। সেই সময় ট্রেনের কামরায় রাখা দুটি সন্দেহজনক ঝুড়ি নজরে আসে পুলিশকর্মীদের। সন্দেহ হওয়ায় ঝুড়ি দুটি পরীক্ষা করে দেখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আর তার পরেই প্রকাশ্যে আসে আসল রহস্য। ঝুড়ির ভিতরে মিলল বড়সড় দুটি অজগর সাপ। ঘটনার গুরুত্ব বুঝে দ্রুত সাপ দুটিকে উদ্ধার করা হয়। পরে সেগুলিকে বন দফতরের কর্মীদের হাতে তুলে দেওয়া হয়।তবে যাত্রীবাহী ট্রেনে এভাবে দুটি অজগর সাপ কীভাবে এল, তা নিয়ে তৈরি হয়েছে নানা প্রশ্ন। কোথা থেকে সাপ দুটিকে আনা হয়েছিল? কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল? এর পিছনে বন্যপ্রাণী পাচারের কোনও যোগ রয়েছে কি না, তা-ও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। রেল পুলিশের তল্লাশিতে ট্রেনের কামরা থেকে এমন বিরল দৃশ্য সামনে আসতেই বেলদা স্টেশন চত্বরে ছড়িয়ে পড়ে চাঞ্চল্য।

উল্টে গেল বাস, আহত বহু



প্রতিবেদন : বৃহস্পতিবার সাতসকালে ভয়াবহ বাস দুর্ঘটনা। গোপালপুর মোড়ে উল্টে যায় যাত্রীবোঝাই বাস। আহত হন বহু যাত্রী। হাসপাতালেই চিকিৎসাধীন অন্তত ১৬ জন। পূর্ব বর্ধমান জেলার বর্ধমান-আরামবাগ ৭ নম্বর রাজ্য সড়কে এই দুর্ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়ায়। জানা যায়, রায়না থানার অন্তর্গত গোপালপুর মোড় সংলগ্ন এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার উপর উল্টে যায় যাত্রীবোঝাই একটি বাস। এই দুর্ঘটনায় শিশু-সহ প্রায় ১৬ জন যাত্রী গুরুতর আহত হন। আরও অন্তত ১১ জনের অল্পবিস্তর আঘাত লাগে। স্থানীয় সূত্রে খবর, বাসটি আরামবাগ থেকে বর্ধমানের দিকে যাচ্ছিল। গোপালপুর মোড়ের কাছে আচমকাই বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার উপর পাল্টি খেয়ে যায়। মুহূর্তের মধ্যে ঘটনাস্থলে ছড়িয়ে পড়ে আতঙ্ক। বাসের ভিতরে আটকে পড়েন বেশ বহু যাত্রী। দুর্ঘটনার পর স্থানীয়রাই প্রথম উদ্ধারকাজে হাত লাগান। এরপর ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ। গুরুতর আহতদের বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। আহতদের মধ্যে দু-একজন শিশু রয়েছে বলেও জানা গিয়েছে। বাসের খালাসি গুরুতর আহত হন। দুর্ঘটনার জেরে রাজ্য সড়কে কিছুক্ষণের জন্য যান চলাচল ব্যাহত হয়। বাস দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

ভাগীরথীতে ডুবে গেল দুই যুবক, উদ্ধারকারী দল দেরিতে আসায় ক্ষোভ

প্রতিবেদন : প্রশাসনের নজরদারির বড় অভাব। যার জেরে রাজ্য জুড়ে একের পর এক দুর্ঘটনা ঘটেই চলেছে। কখনও পথ দুর্ঘটনা, কখনও নদী বা সমুদ্রে তলিয়ে মৃত্যুর মতো ঘটনা ঘটছে। কিছুদিন আগেই দামোদরে তলিয়ে মারা গিয়েছিল এক কলেজ পড়ুয়া। এবার ভাগীরথীতে স্নান করতে নেমে তলিয়ে গেলেন দুই যুবক। নিখোঁজ দুই যুবকের নাম আদিত্য সাহা (২০) ও সুরজিৎ দে (২০)। বৃহস্পতিবার সকালে নদিয়ার নবদ্বীপের দেয়ারাপাড়া সংলগ্ন কর্মমন্দির মাঠ এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে। জানা যায়, দুই যুবক শরীরচর্চা সেরে নদীতে স্নান করতে গিয়েছিলেন। সেই সময়েই ঘটে বিপত্তি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বিপর্যয় মোকাবিলা দল। নদীতে দীর্ঘক্ষণ তল্লাশির পরেও কোনও খোঁজ মেলেনি দুই যুবকের। জারি রয়েছে তল্লাশি অভিযান। সূত্রের খবর, ঘটনার দিন সকালে কর্মমন্দির মাঠে প্র্যাকটিস শেষ করে দেয়ারাপাড়া ঘাটে স্নান করতে নামেন আদিত্য ও সুরজিৎ। এক প্রত্যক্ষদর্শী জানিয়েছেন, সকাল ৯টা নাগাদ ঘাটের কাছে এক যুবককে স্নান করতে দেখেন তিনি। ছেলেটি একবার মাথা তুলে পরক্ষণেই নদীতে ডুবে যান। বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পরেও ওই যুবককে আর দেখতে পাননি তিনি। এর পর সন্দেহ হওয়ায় দুলাল স্থানীয়দের খবর দেন। সকলে মিলে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। ঘাটের পাড় থেকে নিখোঁজ দুই যুবকের সাইকেল ও মোবাইল ফোন উদ্ধার হয়। তৎক্ষণাৎ নবদ্বীপ থানায় খবর দেওয়া হয়। জানা গেছে, আদিত্য নবদ্বীপ শহরের চটির মাঠ পাল পাড়ার বাসিন্দা। আর সুরজিতের বাড়ি দণ্ডপাণিতলার কাঁসারিপাড়ায়। দুজনেই পুলিশের চাকরির পরীক্ষা দিয়েছিলেন। লিখিত পরীক্ষা পাশ করার পরে তাঁরা মাঠে শরীরচর্চা করছিলেন। স্থানীয়দের কথায়, ঘটনার প্রায় আড়াই ঘণ্টা পরে ডুবুরি ও বিপর্যয় মোকাবিলা দল ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। যার জেরে ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয়রা। নবদ্বীপ জনবহুল তীর্থক্ষেত্র হওয়া সত্ত্বেও এখানে এমন দুর্ঘটনা প্রায়ই ঘটছে বলে জানিয়েছেন ক্ষুব্ধ স্থানীয়রা। এলাকাবাসীর দাবি, তীর্থযাত্রী ও সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার স্বার্থে নবদ্বীপে অবিলম্বে অন্তত একটি স্থায়ী ডুবুরিদের দল মোতায়েন করা প্রয়োজন।



দিল্লি চাউলি বাজার মেট্রো স্টেশনের কাছে সিতারা গলিতে বৃহস্পতিবার সকালে ভেঙে পড়ল নির্মীয়মাণ বাড়ি। প্রাণ হারালেন দু'জন। ধ্বংসস্তূপের নিচে আরও কয়েকজন আটকে থাকার আশঙ্কা। বাড়তে পারে মৃতের সংখ্যা

গোড়াপোড়ানো ধোঁয়া আসছে পাক-পাঞ্জাব থেকেও

দীপাবলির আগেই ভয়ানক স্তরে রাজধানী দিল্লির দূষণ

নয়াদিল্লি: দীপাবলি যত কাছে আসছে ততই দূষিত হয়ে উঠছে দিল্লির বাতাস। বিষাক্ত ধোঁয়ায় ঢেকে গিয়েছে রাজধানী এবং লাগোয়া এনসিআর অঞ্চল। ভয়াবহতার কথা স্বীকার করেছে কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ। বৃহস্পতিবার সকালে ঘন কুয়াশার চাদরে ঢাকা ইন্ডিয়া গেটের বাতাসের গুণগত মানের সূচক বা একিউআই ছিল ৩৯৯। যার অর্থ দাঁড়ায় রাজধানীর বাতাসের দূষণ অত্যন্ত খারাপ বা ভেরি পুওর পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় হল, জাহাঙ্গিরপুরীর মতো কিছু এলাকায় এই সূচক ছুঁয়েছে ৪৫৯। এটি ভয়ানক বা সিভিয়ার স্তর ছুঁইছুঁই। রাজধানীর বাতাসে পার্টিক্যুলেট ম্যাটার বা পিএম ২.৫ এর মাত্রা প্রতি ঘনমিটারে ২২০-২২৫ মাইক্রোগ্রাম এবং পিএম১০ এর



মাত্রা প্রায় ৩৩০-৩৩৮ মাইক্রোগ্রাম পর্যন্ত পৌঁছেছে। এটিই প্রধান দূষণকারী উপাদান। দিল্লির ৫৯টি দূষণ পরিমাপক কেন্দ্রের মধ্যে ১৮টিরই বাতাসে দূষণের মাত্রা ভয়ানক পর্যায়ে পৌঁছেছে। এদিকে পড়তে শুরু করেছে রাজধানীর তাপমাত্রা। বৃহস্পতিবার রাজধানীর সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সর্বোচ্চ ৩১ ডিগ্রির আশপাশে। দীপাবলিতেই সাধারণত ভয়াবহ দূষণে আক্রান্ত হয় রাজধানী এবং লাগোয়া এলাকা। এবারে তার আগেই ভয়াবহ পরিস্থিতি। ছটপুজো এবং তারপরে শীতের মরশুমে দূষণের ভয়াবহতা কোন পর্যায়ে পৌঁছবে তা বলা যাচ্ছে না এখনই।

ইতিমধ্যেই দিল্লি-এনসিআর জুড়ে শুরু হয়েছে দ্বিতীয় পর্যায়ের গ্র্যাপ-২ বিধি। বিএস-৬ নয় এমন গাড়ি প্রবেশে ব্যাপক কড়াকড়ি। অ্যান্টি-স্মোগ গান ব্যবহার করা হচ্ছে দূষণের বিরুদ্ধে লড়াই। কিছুক্ষণ অন্তর চলছে রাস্তায় জল ছেটানো। কৃত্রিম বৃষ্টির পরিকল্পনাও চলছে সরকারি স্তরে। কয়েকবছর আগেই যমুনা ঢেকে গিয়েছিল দূষণের সাদা ফেনায়। আস্তরণ পড়ে গিয়েছিল ফেনার। সেই অভিশাপ কিন্তু এখনও পুরোপুরি কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়নি। কিন্তু ফসলের গোড়া পোড়ানো দূষণের মাত্রা বেড়েই চলেছে আশঙ্কাজনকভাবে। আগে শুধুমাত্র পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ থেকে আসা সেই বিষাক্ত ধোঁয়া রাজধানীর বাতাসকে বিষিয়ে দিত মারাত্মকভাবে। এখন সেই মাত্রা তো আরও বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে নিশ্চিতভাবেই। কিন্তু পাকিস্তানের পাঞ্জাব অঞ্চলের মাত্রাছাড়া খড়পোড়ানো দূষণ।

এবার ভূস্বর্গে অপারেশন লোটাস চালাল বিজেপি

নয়াদিল্লি : এবার ভূস্বর্গে অপারেশন লোটাস চালাচ্ছে বিজেপি। ন্যাশনাল কনফারেন্সকে ভাঙার চক্রান্ত চালাচ্ছে তারা। বৃহস্পতিবার বিজপির বিরুদ্ধে চাঁচাছোলা ভাষায় এই অভিযোগ করেছে ন্যাশনাল কনফারেন্স। শ্রীনগরে দলের সদর দফতরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে এনসি বিধায়ক সালমান আলি সাগর বিজেপির বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন। বলেছেন, আমি মনে করি, ন্যাশনাল কনফারেন্স থেকে আগা রুহুল্লাহ সাহেবকে সরিয়ে জম্মু ও কাশ্মীরে বিজেপি তাদের অপারেশন লোটাস-এ সফল হয়েছে। হজরতবালের বিধায়ক সালমান আলি সাগর এবং দলের অপর নেতা সাজাদ শাহিন যৌথভাবে এই সাংবাদিক সম্মেলন করেন। এনসি ভাঙার জন্য

রুহুল্লাহ বিশ্বাসঘাতক : এনসি

বিজেপিকেই কাঠগড়ায় তোলেন সাগর। একই সঙ্গে তিনি সাফ জানান, কোনও একক ব্যক্তির ওপর দলের শক্তি নির্ভর করে না, বরং এনসি-র আসল শক্তি হল যৌথ নেতৃত্ব এবং জনগণের দেওয়া জনমত। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত বানিহালের বিধায়ক সাজাদ শাহিন অভিযোগ করেন, রুহুল্লাহ দল এবং তাঁর ভোটারদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন।

শ্রীনগর থেকে রাজনীতিবিদ তথা ধর্মীয় নেতা আগা সৈয়দ রুহুল্লাহ মেহদি সাংসদ পদ থেকে পদত্যাগ করে শাসক দল জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর ন্যাশনাল কনফারেন্স (এনসি) ছাড়ার ঠিক পরের দিনই ঘটনাটি ঘিরে রাজনৈতিক তরজা তুঙ্গে উঠল। এই পদত্যাগের পরেই এনসি-র পক্ষ থেকে দাবি করা হয়, রুহুল্লাহর এই পদত্যাগ আসলে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে বিজেপির অপারেশন লোটাস-এর পরিণতি। এমন এক সময়ে রুহুল্লাহ দল ছাড়লেন, যখন এনসি-র প্রায় ২৫ জন বিধায়ক দলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন। রুহুল্লাহ কেন বিজেপি বা পিডিপির বিরুদ্ধে মুখ খোলেন না, তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন সাগর।

তিনি অভিযোগ করেন, রুহুল্লাহ কেবল মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাহকে নিশানা করছেন। দেবেন্দর সিং রানা এবং সুরজিৎ সিং সলাথিয়ার মতো প্রাক্তন এনসি নেতাদের কথা স্মরণ করিয়ে সাগর বলেন, তাঁরাও একইভাবে 'অপারেশন লোটাস'-এর শিকার হয়েছিলেন। সাংবাদিক সম্মেলনে বিজেপির জাতীয় সহ-সভাপতি রাম মাধবের একটি বিবৃতির কথা উল্লেখ করে শাহিন রুহুল্লাহর কাছে জবাবদিহি দাবি করেন। তিনি বলেন, যখন বদগামে রুহুল্লাহর সমাবেশ চলছিল, তখন জম্মুতে রাম মাধব দাবি করেছিলেন যে এই সমাবেশটি তাঁদের লোকজনের আশীর্বাদেই হচ্ছে।

দেশবন্ধুর জন্মদিন : কোথায় গেলেন বিজেপি সাংসদরা?

নয়াদিল্লি : দেশবন্ধুর জন্মদিনে তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে সংসদে কোনও সাংসদকে পাঠানোর প্রয়োজন মনে করল না বিজেপি। তাঁকে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করতে বাংলা থেকেও এলেন না ওই দলের কোনও সাংসদ। কেন এলেন না? সেই প্রশ্নই তুললেন রাজ্যসভায় তৃণমূলের ডেপুটি লিডার সাগরিকা ঘোষ। বৃহস্পতিবার সংসদভবনে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের জন্মদিন উপলক্ষে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন সাগরিকা ঘোষ। সেই সঙ্গে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে এক্স হ্যান্ডেলে লিখলেন, বাংলায় আজ যারা ক্ষমতায় রয়েছে সেই বিজেপি সংসদে দেশবন্ধুর জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানে কোনও সাংসদকে পাঠানোর প্রয়োজন বোধ করেনি। বাংলা থেকে নির্বাচিত কোনও বিজেপি সাংসদও আসেননি। তৃণমূল সাংসদ বলেন, আমরা সর্বদা বাংলাকে সম্মান করব এবং এগিয়ে রাখব।

দুর্ভাগ্যের বিষয়, দেশের গণতন্ত্রের পীঠস্থান সংসদে এই মহান বাঙালির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতেই ভুলে গেল বিজেপি সরকার! যা বাঙালির পক্ষে অত্যন্ত অপমানজনক।



সংসদে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশকে শ্রদ্ধা জানালেন সাগরিকা ঘোষ-সহ অন্যরা।

একমাসের মধ্যে রিপোর্ট তলব করল সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি: যন্তর-মন্তরে আন্দোলনকারী পড়ুয়াদের উপরে পুলিশি স্বেচ্ছাচার, নির্যাতন এবং অতিরিক্ত বলপ্রয়োগের অভিযোগ নিয়ে আরও কড়া অবস্থান নিল শীর্ষ আদালত। স্পষ্ট জানিয়ে দিল, অনির্দিষ্টকালের জন্য অপেক্ষা নয়, একমাসের মধ্যে চূড়ান্ত রিপোর্ট পেশ করতে হবে এই ঘটনার তদন্তে গঠিত উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কমিটিকে। প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর ডিভিশন বেঞ্চে এদিন শুনানি হয় এই মামলার। আদালতের পর্যবেক্ষণ, তদন্ত কমিটি ৩১ অক্টোবর যে রিপোর্ট জমা দিয়েছে তা আসলে স্ট্যাটাস রিপোর্ট। যাতে বলা হয়েছে কাজের অগ্রগতির কথা। সেখানে কিন্তু পুলিশের নিষ্ঠুরতা নিয়ে কোনও সুনির্দিষ্ট রিপোর্ট ছিল না। অভিযোগগুলো নিয়ে সুনির্দিষ্ট কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বা পর্যবেক্ষণও ছিল না। কমিটিকে শীর্ষ আদালতের কড়া নির্দেশ, ঘটনার সময় দায়িত্বে থাকা পুলিশ অফিসারদের তলব করে জবাব চাইতে হবে।

যন্তর মন্তরে পড়ুয়া নির্যাতন

কোচিতে আন্দোলনে সিজেপি : দিল্লির রাজপথে সাড়া জাগানো আন্দোলনের পর কেরলের কোচিতে প্রতিবাদ আন্দোলনে নামতে চলেছে সিজেপি। আন্দোলনের নাম দেওয়া হয়েছে 'কোচিতে যন্তর মন্তর'। সামনে ৭ নভেম্বর কোচিতে রাজপথে নামবেন প্রতিবাদীরা। সিজেপি সমাজমাধ্যমে বৃহস্পতিবার জানিয়েছে, ওইদিন বিকেল চারটে থেকে রাজেন্দ্র ময়দানে প্রতিবাদ সমাবেশ। দিল্লিতে প্রতিবাদস্থল কেড়ে নেওয়ার প্রতিবাদে।

মৎস্যজীবীদের উদ্ধারে গিয়ে নিখোঁজ ১১ দমকলকর্মী

খাম্মাম (তেলেঙ্গানা) : এমন মর্মান্তিক ঘটনা সাম্প্রতিক অতীতে ঘটেছে কি? বোধহয় না। বন্যায় হ্রদে আটকে পড়া মৎস্যজীবীদের উদ্ধার করতে গিয়ে নৌকো উল্টে নিখোঁজ হলেন বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী এবং দমকলের অন্তত ১১ কর্মী। প্রত্যেকেই দুর্যোগ মোকাবিলায় বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। বুধবার বেশি রাতে ঘটনাটি ঘটেছে তেলেঙ্গানার খাম্মাম জেলায়। সাথুপল্লি মণ্ডলের বেথুপল্লি জলাশয় ভারী বৃষ্টির জলে উপচে পড়েছিল। প্রতি মুহূর্তেই মৃত্যুর হাতছানি। কিন্তু নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মাছ ধরতে যান স্থানীয় ৫ মৎস্যজীবী। কিছুক্ষণের মধ্যেই গভীর জলে আটকে পড়েন তাঁরা। আচমকাই জলের টান বেড়ে যাওয়ায় এমনই পরিস্থিতি হয় যে ডাঙায় ফেরারও আর কোনও উপায় ছিল না।



খবর পেয়ে দুটি নৌকো নিয়ে মৎস্যজীবীদের উদ্ধারে নামেন এসডিআরএফের জওয়ান এবং দমকলকর্মীরা। কিন্তু বাঁধভাঙা জলের তীব্র স্রোত সামাল দিতে পারেনি তাঁদের দুটি নৌকাও। চোখের পলকে ঢেউয়ের ধাক্কায় উল্টে যায় সেগুলো। অন্ধকারে হারিয়ে যান উদ্ধারকর্মীরাও। একজন স্থানীয় বাসিন্দাও ছিলেন তাঁদের সঙ্গে। তাঁদের খুঁজে উদ্ধার করতে বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত উদ্ধারকর্মীরা বেশ কিছুক্ষণ পরে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলেও গভীর অন্ধকারে কূলকিনারা পাওয়া যাচ্ছিল না। খবর পেয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডি। নিখোঁজ জওয়ানদের খুঁজে বের করে নিরাপদে ফিরিয়ে আনতে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে শুরু হয় বিশেষ অভিযান।

বৃহস্পতিবারের শেষ খবর, সকলেই যখন কার্যত নিরাশ, ঠিক তখনই খবর আসে দুর্গম একটি জায়গায় আটকে পড়েছেন ১১ জন। অনেক চেষ্টার পরে তাঁরা কোনওরকমে যোগাযোগ করেন প্রশাসনের সঙ্গে। তাঁদের উদ্ধার করে সাথুপল্লি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

জাগোবাংলা
সব মানুষের পাশে আছে

বাংলাদেশের বিদেশ প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবির বৃহস্পতিবার বলেছেন, শেখ হাসিনা একজন সন্ত্রাসবাদী। তিনি বহু মানুষকে হত্যা করে দেশ থেকে পালিয়ে গিয়েছেন! তিনি খুনের আসামি। তাঁকে পাসপোর্ট ফিরিয়ে দিয়ে দেশে আসার সুযোগ কোনওভাবেই দেওয়া হবে না

ভোটমুখী ৫ রাজ্যে অনুপস্থিত জ্ঞানেশ
প্রশ্নে কমিশনের ভূমিকা ও নিরপেক্ষতা

নয়াদিল্লি: বিধানসভা নির্বাচন আসন্ন পাঁচটি রাজ্যে নির্বাচনী প্রস্তুতি পর্যালোচনার ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের শীর্ষ কর্তাদের অনুপস্থিতি ঘিরে নতুন করে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। অতীতে নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণার আগে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার-সহ তিন নির্বাচন কমিশনারই সংশ্লিষ্ট রাজ্য সফর করে স্থানীয় প্রশাসনের আধিকারিক, সাধারণ মানুষ এবং সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করতেন। কিন্তু এবার সেই পরিচিত ছবির ব্যতিক্রম দেখা যাচ্ছে। নির্বাচনমুখী রাজ্যগুলিতে বৈঠক করছেন মূলত উপ-নির্বাচন কমিশনার বা তার নিচের পদমর্যাদার আধিকারিকরা। এমনকি সংবাদ মাধ্যমে পাঠানো প্রেস বিজ্ঞপ্তিতেও শীর্ষ কমিশনারদের বদলে নিচের স্তরের আধিকারিকদের অনুমোদন ও স্বাক্ষর দেখা যাচ্ছে। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে ঘিরেও প্রশ্ন উঠেছে। অতীতে তাঁর বিভিন্ন রাজ্য সফর, প্রশাসনিক বৈঠক, এমনকি মন্দির দর্শনের ছবিও নিয়মিত সংবাদমাধ্যম ও নির্বাচন কমিশনের সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশিত হত। কিন্তু নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং 'জ্ঞানেশ কুমার পদত্যাগ করুন' স্লোগান জোরালো হওয়ার পর পরিস্থিতি বদলে গিয়েছে। অক্টোবর মাস জুড়ে কোনও নির্বাচন কমিশনারের প্রকাশ্য উপস্থিতি প্রায় চোখেই পড়েনি। দিল্লিতে প্রতিবাদ দমনে ৩০ হাজার সশস্ত্র নিরাপত্তাকর্মী মোতায়েন এবং বিক্ষোভকারীদের আটকে রাখার ঘটনাও এই বিতর্কের প্রেক্ষাপট তৈরি করেছে।

আগামী বছরের গোড়ায় পাঞ্জাব, মণিপুর, উত্তরাখণ্ড, উত্তরপ্রদেশ এবং গোয়ায় বিধানসভা নির্বাচন হওয়ার কথা। পাঁচটি রাজ্যেই ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন (এসআইআর) সম্পন্ন হয়েছে। এই সংশোধনকে কেন্দ্র করে সবচেয়ে বেশি বিতর্ক তৈরি হয়েছে উত্তরপ্রদেশে। পিলিভিটে ১০ হাজারেরও বেশি ভোটারের ক্ষেত্রে এপিক নম্বর অপরিবর্তিত রেখে রহস্যজনকভাবে নাম ও অন্যান্য ব্যক্তিগত তথ্য বদলে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। বিরোধীরা বিষয়টি সামনে আনার পর নির্বাচন



কমিশন এফআইআর দায়ের করে, দু'জন আধিকারিককে বরখাস্ত করে এবং তাঁদের সহকর্মীদের লগইন ব্যবহারের অধিকার বন্ধ করে দেয়। আরও উল্লেখযোগ্য, এসআইআরের পরে নির্বাচন কমিশনের তৈরি উত্তরপ্রদেশের ভোটার তালিকায় ভোটারের সংখ্যা রাজ্য নির্বাচন কমিশনের তালিকার তুলনায় প্রায় তিন কোটি কম। রাজ্য নির্বাচন কমিশনের এই তালিকাই পঞ্চায়েত ও পুরসভা নির্বাচনের ভিত্তি। দুই তালিকার মধ্যে এত বড় ব্যবধান কেন, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। একটি হিসাব অনুযায়ী, এসআইআরের ফলে পাঁচটি নির্বাচনমুখী রাজ্যে ভোটার তালিকা ১৩.২৪ শতাংশ সংকুচিত হয়েছে। এর মধ্যে বাদ পড়া ভোটারের প্রায় ৯০ শতাংশই উত্তরপ্রদেশের। বিধানসভা নির্বাচনে সামান্য ভোটের ব্যবধানেই জয়-পরাজয় নির্ধারিত হয়। ফলে বিপুল সংখ্যায় ভোটারের নাম বাদ পড়ার অভিযোগ নির্বাচনী প্রক্রিয়ার নিরপেক্ষতা নিয়ে উদ্বেগ বাড়িয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের এসআইআর নিয়েও বিতর্কের অভিজ্ঞতা এই উদ্বেগকে আরও বাড়িয়েছে। নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে বিরোধী রাজনৈতিক দল ও নাগরিক সমাজের প্রতিবাদও সাম্প্রতিক সময়ে তীব্র হয়েছে।

বিরোধীদের অভিযোগ, মোদি সরকারের আমলে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলির বিশ্বাসযোগ্যতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং জ্ঞানেশ কুমার সেই বিতর্কের অন্যতম প্রতীক হয়ে উঠেছেন। তাঁর প্রকাশ্য উপস্থিতি আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনগুলির গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে আরও প্রশ্ন তৈরি করতে পারে, এমন আশঙ্কা থেকেই কি তাঁকে আড়ালে রাখা হচ্ছে? যদি কেন্দ্রীয় সরকার নির্বাচন কমিশনের শীর্ষ কর্তাদের জনসমক্ষে আসা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, তাহলে কমিশনের সাংবিধানিক স্বায়ত্তশাসন কতটা অক্ষুণ্ণ রয়েছে, সেই প্রশ্নও উঠছে। এর আগেও অভিযোগ উঠেছিল, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীন নিরাপত্তা বাহিনী বিরোধী সাংসদ, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি এবং প্রাক্তন উচ্চপদস্থ আমলাদের সঙ্গে নির্বাচন কমিশনারদের দেখা করতে বাধা দিয়েছিল। তাঁদের মধ্যে দিল্লির এক প্রাক্তন লেফটেন্যান্ট গভর্নর এবং প্রাক্তন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিবও ছিলেন। এই সাক্ষাৎ আটকে দেওয়ার সিদ্ধান্ত কে নিয়েছিল, তা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। তৃতীয় প্রশ্ন, তিন নির্বাচন কমিশনারের প্রকাশ্য উপস্থিতি ও সক্রিয়তা না থাকলে কমিশনের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলি নিচ্ছে কে? এমন অনেক সিদ্ধান্ত রয়েছে, যার জন্য তিন স্বাধীন নির্বাচন কমিশনারের আলোচনা এবং সম্মিলিত অনুমোদন প্রয়োজন। তাহলে শীর্ষ কমিশনারদের অনুপস্থিতিতে নির্বাচন প্রস্তুতি ও প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব কার হাতে রয়েছে? এই প্রসঙ্গে সিনিয়র ডেপুটি নির্বাচন কমিশনার মনীশ গর্গের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।

তদন্তের জন্য আটকে রাখা 'বাফার জোন' তৈরির কৌশল

নয়াদিল্লি: আটক করার পর ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কোনও ব্যক্তিকে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করার যে সাংবিধানিক সময়সীমা রয়েছে, তা কার্যকর হবে ব্যক্তির স্বাধীনতা খর্ব হওয়া বা তাঁকে আটক করার মুহূর্ত থেকেই, তদন্তকারী সংস্থা আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রেফতার নথিভুক্ত করার সময় থেকে নয়। 'সুজিৎ দাস বনাম ইউনিয়ন অব ইন্ডিয়া' মামলায় এক ঐতিহাসিক রায়ে এই কথা স্পষ্ট জানিয়ে দিল সুপ্রিম কোর্ট। বিচারপতি উজ্জ্বল ভূঁঞা এবং বিচারপতি অতুল এস চন্দুরকরের ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছে, যদি ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির না করে ২৪ ঘণ্টার বেশি সময় ধরে কাউকে আটকে রাখা হয়, তবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে অবিলম্বে হেফাজত থেকে মুক্তি দিতে হবে। শীর্ষ আদালত তার পর্যবেক্ষণে জানিয়েছে, আনুষ্ঠানিক

অসাংবিধানিক : বলল সুপ্রিম কোর্ট

গ্রেফতারির আগে আটক রাখা এবং তার পরের সময়ের মধ্যে কোনও কৃত্রিম পার্থক্য তৈরি করা সংবিধানের পরিপন্থী। তদন্তের উদ্দেশ্যে কোনও ব্যক্তিকে আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রেফতার না দেখিয়ে আটকে রাখার মতো কোনও 'বাফার জোন' বা কৌশল তৈরি করার অনুমোদন সংবিধানের ২২(২) অনুচ্ছেদ দেয় না।

আদালত মনে করিয়ে দিয়েছে, এই ধরনের আইনি সুরক্ষা মূলত কাস্টডিয়াল টর্চার বা হেফাজতে নির্যাতন বন্ধ করার জন্যই তৈরি করা হয়েছে, যা আমাদের দেশে এক বেদনাদায়ক বাস্তবতা। মামলাটির প্রেক্ষাপট হল, মাদক পাচারের এক অভিযুক্তকে ২০২৫ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর দুপুরে আটক করা হয়েছিল, কিন্তু তদন্তকারী সংস্থা তাঁকে ৩০ সেপ্টেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রেফতার দেখায়। এর ফলে ৩০ সেপ্টেম্বর থেকেই ২৪ ঘণ্টার গণনা শুরু হয়েছে বলে দাবি করেছিল তদন্তকারী সংস্থা। সুপ্রিম কোর্ট এই যুক্তিকে সম্পূর্ণ বেআইনি বলে খারিজ করে দেয় এবং জানায় যে ২৯ সেপ্টেম্বর দুপুর ২টোর সময় যখন অভিযুক্তদের তল্লাশি দলের নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছিল, সেখান থেকেই গ্রেফতারির সময় শুরু হয়েছে। ফলে ৩০ সেপ্টেম্বর দুপুর ২টোর মধ্যে তাঁদের ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে পেশ করা উচিত ছিল, যা না করে বিকেল ৪:৪৫ মিনিটে পেশ করা হয়। এটি সংবিধানের ২২(২) অনুচ্ছেদের স্পষ্ট লঙ্ঘন। ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতার ৫৮ ধারার উল্লেখ করে আদালত আরও জানায়, তল্লাশি ও আনুষ্ঠানিক গ্রেফতারির মাঝে বিচারবিভাগীয় তদারকি ছাড়া অহেতুক ১৮ ঘণ্টা হেফাজতে রাখা একটি দীর্ঘ সময় এবং এখানে ক্ষমতার অপব্যবহারের স্পষ্ট সম্ভাবনা থাকে। এই রায়ের ভিত্তিতে ত্রিপুরা হাইকোর্টের সিদ্ধান্ত বাতিল করে অভিযুক্তদের অবিলম্বে মুক্তির নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। আদালত স্পষ্ট করে দিয়েছে, এনডিপিএস আইনের ৩৭ ধারার জামিনের কঠোর শর্তাদি সংবিধানের ২১ অনুচ্ছেদে প্রদত্ত মৌলিক অধিকারের ওপরে স্থান পেতে পারে না। বিশেষ আইন হোক বা সাধারণ আইন, কোনো বিধিবদ্ধ আইন দিয়ে সংবিধানকে ব্যাখ্যা করা যায় না, বরং সংবিধানের আলোকেই আইনকে ব্যাখ্যা করতে হয়।

দুই কমিশনারের আপত্তির তিনমাস পর ইসির আইটি নির্দেশ সংশোধন

সীমা খান্নার কাজে থাকবে নজরদারি

নয়াদিল্লি: কাজের দায়িত্ব বণ্টন সংক্রান্ত একটি নির্দেশকে কেন্দ্র করে দুই নির্বাচন কমিশনারের (সান্ধু ও জোশী) আপত্তি এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সচিব টি ভি সোমনাথনের কাছে অভিযোগ জানানোর তিনমাস পর অবশেষে নতুন নির্দেশ জারি করল নির্বাচন কমিশন। এই নির্দেশে নির্বাচন কমিশনের তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল সীমা খান্নার কাজের উপর আগের নজরদারির ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনা হয়েছে। গত ২৮ জুলাইয়ের নির্দেশে যে প্রশাসনিক স্তরটি সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল, নতুন নির্দেশে তা পুনর্বহাল করা হয়েছে।

নতুন নির্দেশ অনুযায়ী, সিনিয়র ডেপুটি নির্বাচন কমিশনার পবন কুমার শর্মাকে তথ্যপ্রযুক্তি ও তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইটি/আইসিটি) বিভাগের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সীমা খান্নাকে এখন থেকে সংশ্লিষ্ট বিভাগের যাবতীয় ফাইল তাঁর মাধ্যমে পেশ করতে হবে। নির্দেশে বলা হয়েছে, সংশ্লিষ্ট কার্যকরী বিভাগগুলির ফাইল সিনিয়র ডেপুটি নির্বাচন কমিশনারের মাধ্যমে পাঠাতে হবে। এর ফলে ২৮ জুলাইয়ের নির্দেশ কার্যত প্রত্যাহার করা হল। ওই নির্দেশে তৎকালীন ডেপুটি নির্বাচন কমিশনার সঞ্জয় কুমারের কাছ থেকে আইটি ও আইসিটি বিভাগের দায়িত্ব সরিয়ে সীমা খান্নার হাতে দেওয়া হয়েছিল। এর অর্থ ছিল, কোনও ডেপুটি নির্বাচন কমিশনারের মাধ্যমে নয়, সরাসরি নির্বাচন কমিশনের কাছে রিপোর্ট করার কথা ছিল তাঁর। এই নির্দেশ নিয়েই পরদিন, ২৯ জুলাই নির্বাচন কমিশনার সুখবীর সিং সান্ধু ও বিবেক জোশী কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সচিব টি ভি সোমনাথনকে চিঠি লিখেছিলেন। তাঁদের অভিযোগ ছিল, সিনিয়র ডেপুটি নির্বাচন কমিশনার মনীশ গর্গ নির্বাচন কমিশনের অনুমোদন ছাড়াই ওই নির্দেশ জারি করেছিলেন। যদিও এতদিন ২৮ জুলাইয়ের নির্দেশ আনুষ্ঠানিকভাবে সংশোধন করা হয়নি। নির্বাচন কমিশনের দাবি, দুই কমিশনারের আপত্তির পর সেটি বাস্তবায়িতই হয়নি। সঞ্জয় কুমার অগস্টে নির্বাচন কমিশন ছেড়ে যাওয়ার পর আইটি বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক হিসেবে মণীশ গর্গের মাধ্যমেই সীমা খান্না ফাইল পেশ করে আসছিলেন।

বৃহস্পতিবার নির্বাচন কমিশনের এক সূত্রের দাবি, নতুন নির্দেশে কোনও প্রশাসনিক কাঠামো পরিবর্তন করা হয়নি। কমিশনের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ীই কাজের দায়িত্ব বণ্টন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, গত ২৩ সেপ্টেম্বর 'দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস'-এর এক অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে দুই নির্বাচন কমিশনারের কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সচিবকে লেখা চিঠির বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে। নির্বাচন কমিশনের কাজকর্ম নিয়ে সুপ্রিম কোর্টেও একাধিক আবেদন জমা পড়ে। এরপর ২৬ অক্টোবর সুপ্রিম কোর্টে জমা দেওয়া পাল্টা হলফনামায় নির্বাচন কমিশন জানায়, ২৮ জুলাইয়ের নির্দেশটি অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদার আধিকারিক মনীশ গর্গ জারি করেছিলেন। দুই নির্বাচন কমিশনারের ৩০ জুলাইয়ের যৌথ নির্দেশের পর সেটি আর কার্যকর করা হয়নি। নির্বাচন কমিশনের অভ্যন্তরীণ প্রশাসনিক দায়িত্ব বণ্টন নিয়ে দুই কমিশনারের আপত্তি এবং পরবর্তী সময়ে নির্দেশ সংশোধনের ঘটনা কমিশনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া ও অভ্যন্তরীণ সমন্বয় নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন তৈরি করল।

সিনেস্কোপ

6 November, 2026 • Friday • Page 12 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা

দীপাবলির আগে, অনুরাগীদের চমকে দিয়ে দেশাত্মবোধক ছবি ‘মাতৃভূমি’র নতুন গান প্রকাশ্যে আনলেন সলমন খান। সাজিদ খানের সুরে গানটি গেয়েছেন ভাইজান নিজেই



সাধক বামাক্ষ্যাপা

সায়ন্তন ঘোষালের ছবি ‘সাধক বামাক্ষ্যাপা’। নাম ভূমিকায় অভিনয় করেছেন সব্যসাচী চৌধুরী। ছবির মূল উপজীব্য গভীর মানবিক ও আধ্যাত্মিক যাত্রা। রয়েছে বিশ্বাস, কঠোর সাধনা, ভালবাসা এবং পরম সত্তার এক চিরন্তন অন্বেষণ। লিখলেন **অংশুমান চক্রবর্তী**



মনে করা হয়েছিল, কালীপুজোর সময় মুক্তি পাবে ‘সাধক বামাক্ষ্যাপা’। নির্মাতারা মোটামুটি সেই রকমই প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। কারণ, এই সময় আলোয় সেজে ওঠে চারপাশ, দেখা যায় বাজির রোশনাই। ছড়িয়ে পড়ে উৎসবের আমেজ। আলো ঝলমলে উৎসবের মরশুমে বড়পর্দায় ঝড় তোলার কথা ছিল ভক্তি ও অলৌকিকতার এক অপূর্ব মেলবন্ধন—‘সাধক বামাক্ষ্যাপা’-র। কিন্তু শেষ মুহূর্তে এসে মুক্তির দিনবদল করল প্রযোজনা সংস্থা এসভিএফ। জানা গেছে, আগামী ২০ নভেম্বর মুক্তি পাবে সায়ন্তন ঘোষাল পরিচালিত এই ছবি।

কৌশিকী অমাবস্যার পবিত্র তিথিতে মুক্তি পেয়েছিল ‘সাধক বামাক্ষ্যাপা’র টিজার। প্রথমবার প্রকাশ্যে এসেছিল সিনেমায় বামা-র আলোকালো জগতের এক ঝলক। ছবির মূল উপজীব্য গভীর মানবিক ও আধ্যাত্মিক যাত্রা, যেখানে রয়েছে বিশ্বাস, কঠোর সাধনা, ভালবাসা এবং পরম সত্তার এক চিরন্তন অন্বেষণ। তারাপীঠের রহস্যময় ও আধ্যাত্মিক পরিবেশের পটভূমিতে তৈরি টিজারটি এমন এক মানুষের অকৃত্রিম আধ্যাত্মিক শক্তির পরিচয় দিয়েছিল, যিনি তাঁর মাকে কেবল মন্দিরের গর্ভগৃহে নয়, বরং নিজের প্রতিটি নিশ্বাস, প্রতিটি প্রার্থনা এবং সাধনার প্রতিটি মুহূর্তে খুঁজে পেয়েছিলেন। এটা দিয়েছিল এমন এক সম্পর্কের আভাস, যেখানে ভক্তিই একমাত্র ভাষা এবং আত্মসমর্পণই পরম সত্য। টিজারটি দেখেই ছবিটি ঘিরে তুমুল আগ্রহ তৈরি হয়েছে দর্শকদের মধ্যে।

নাম ভূমিকায় অভিনয় করেছেন সব্যসাচী চৌধুরী। তিনি ছবির লেখক ও সৃজনশীল পরিচালক হিসেবেও এর রূপায়ণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। প্রসঙ্গত, এর আগে স্টার জলসার জনপ্রিয় ধারাবাহিক ‘মহাপীঠ তারাপীঠ’-এ সাধক বামাক্ষ্যাপার চরিত্রে সব্যসাচীর নিখুঁত ও জীবন্ত অভিনয় মন জয় করে নিয়েছিল আপামর দর্শকদের। তৎকালীন সময়ে টিআরপি তালিকার শীর্ষে থাকা সেই ধারাবাহিক আজও মানুষের মনে অমলিন। অন্যদিকে, একই চ্যানেলের ‘সাধক রামপ্রসাদ’ ধারাবাহিকেও নাম ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন সব্যসাচী।

ছবি মুক্তির আগে কলাকুশলীদের দেখা গিয়েছে বিভিন্ন কালীক্ষেত্রে প্রার্থনা করতে। গেছেন তারাপীঠ থেকে কালীঘাট। প্রার্থনা করেছেন মায়ের কাছে। কিছুদিন আগেই তাঁরা গিয়েছিলেন উত্তর কলকাতায় ঠনঠনিয়া কালীবাড়িতে। এমন এক প্রসিদ্ধ সিদ্ধপীঠ, যেখানে উপাসনা করতে আসতেন রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। সেই মন্দিরে পুজো দিয়েছেন। প্রার্থনা করেছেন। সেখানে তাঁদের ঘিরে দেখা গেছে সাধারণত মানুষের উন্মাদনা। পাশাপাশি, বুধবার গিয়েছিলেন দক্ষিণ কলকাতার লেক কালীবাড়িতে। সেখানে পরিচালক ও অন্যান্য কলাকুশলীরা অংশ নিয়েছেন ছবির প্রচার এবং ভক্তিমূলক সঙ্গীতানুষ্ঠানে।

‘সাধক বামাক্ষ্যাপা’ ছবিটি নিয়ে কথা হল অভিনেতা সব্যসাচী চৌধুরীর সঙ্গে। তিনি জানালেন, ছোটপর্দার পর এবার বড়পর্দায় বামাক্ষ্যাপার চরিত্রে দেখা যাবে আমাকে। ডিটেলসে আমরা কাজ করার চেষ্টা করেছি। গল্প থেকে শুরু করে সবটাই সিনেমার জন্য কম্প্যাক্ট এবং লার্জার দ্যান লাইফ করা হয়েছে। সায়ন্তন ঘোষালের সঙ্গে কাজ করে খুব ভালো লাগল। ওর জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা অনেকটাই। যে লার্জার দ্যান লাইফ ইমেজটা ও ক্রিয়েট করেছে, সেটা মূলত থ্রিলারেই ক্রিয়েট করে থাকে। এখানে বিষয়টা খুবই কাজে দিয়েছে। যখন আমি স্ক্রিপ্ট লিখতে শুরু করেছিলাম, তখন থেকেই এটা আমাদের মাথায় ছিল। সবাই মিলে আলোচনা করে কাজটা করেছি, যাতে লার্জার দ্যান লাইফ ইমেজটা ক্রিয়েট করা যায়। সায়ন্তন সেটা যথাযথভাবে করতে পেরেছে। সৌমিক হালদার অসাধারণ ডিওপি। তিনি যে লাইট ক্রিয়েট করেছেন, তার জন্য কোনও প্রশংসাই যথেষ্ট নয়। ভক্তির পাশাপাশি আলো-আঁধারি রহস্যময়তাও দরকার ছিল। যথেষ্ট সাহায্য করেছে সৌম্যব্রত রক্ষিত।



তারাপীঠে নয়, ছবির শ্যুটিং হয়েছে বীরভূমের সিউড়ি সহ কয়েকটি জায়গায়। সব্যসাচী বললেন, আমরা পেয়েছি জঙ্গল এবং মেঠো শ্মশান। ব্যবহার করা হয়েছে নদীগুলো। অনেকেই বলেন, এখন বাংলা ছবিতে সময় নিয়ে কাজ করা হয় না। ফলে একটা সীমাবদ্ধতা থেকে যায়। আমরা কিন্তু যথেষ্ট সময় নিয়েই কাজটা করেছি। প্রায় দুই বছর ধরে। পাঁচ-ছয় মাসের মতো সময় লেগেছে শুটিংয়ে। আমরা যে যথেষ্ট ভাবনা-চিন্তা এবং পরিশ্রম করেছি, সেটা কিন্তু ফুটে উঠছে পর্দায়। এখনকার দর্শকরা যথেষ্ট বিচক্ষণ। তাঁরা জানেন, কোনটা দেখা যায় এবং কোনটা দেখা যায় না। আমাদের ছবিটা যে-কোনও সময় দেখার মতো। আশা করি বড়পর্দায় দেখলে ভাল লাগবে।

ছবিতে মা তারার ভূমিকায় আছেন পায়েল দে। এর আগে তিনি টেলিভিশনে ‘সাধক রামপ্রসাদ’ ধারাবাহিকে মা তারার চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। সর্বানন্দের চরিত্রে রয়েছেন সাহেব চট্টোপাধ্যায়। সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্ত। গানগুলো ইতিমধ্যেই মুখে মুখে ফিরছে। আশা করা যায়, শোনা যাবে বিভিন্ন কালীপুজোর মণ্ডপে।



জাগোবাংলা
সব মানুষের পাশে সবসময়



যুব অলিম্পিক ব্যাডমিন্টনে ফাইনালে ওঠার পর তন্বী পাত্রী

মাঠে ময়দানে

এক নজরে বিশ্ব ময়দান...



২০২৯ পর্যন্ত বায়ার্ন মিউনিখের সঙ্গে চুক্তি বাড়ল হ্যারি কেনের।



প্রয়াত স্প্যানিশ ফুটবলার মিগুয়েলের স্মরণে আর্সেনাল ম্যাচে নীরবতা পালন।



অকল্যান্ডে প্রথম ওয়ান ডে-তে দলকে জিতিয়ে ওয়েলিংটনের পথে বিরাট কোহলি।



কোমোর হয়ে গোল করে নিকো পাজ তা উৎসর্গ করলেন প্রয়াত মিগুয়েলকে।



লিগজিগকে হারিয়ে দর্শকদের অভিবাদন গ্রহণ করছেন হালান্ডরা।



চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ৯-১ গোলে রেকর্ড জয়ের উচ্ছ্বাস কোমোর ফুটবলারদের।



চ্যাম্পিয়ন্স লিগে এইকে এথেন্সের বিরুদ্ধে গোল-উৎসব এমবাপে ও বেলিংহ্যামের।

আইসিসির অক্টোবর মাসের সেরা ক্রিকেটার হওয়ার মনোনয়ন পেলেন ভারতীয় অলরাউন্ডার দীপ্তি শর্মা



ঘরের মাঠে লজ্জার হার অভিমন্যুদের



হাফ সেঞ্চুরির পথে পৃথ্বী। ইডেনে রঞ্জি ম্যাচের শেষ দিনে। -সিএবি চিত্র

প্রতিবেদন : ম্যাচ বাঁচাতে দ্বিতীয় ইনিংসে বড় রান করতে হত বাংলাকে। সেটা হল না। ব্যাটারদের প্রথম ইনিংসের ব্যর্থতা ঝেড়ে ফেলে অন্তত এই ইনিংসে রান করতে হত। সেটাও হল না। অত:পর যা হওয়ার ছিল তাই হল। ঘরের মাঠে মহারাষ্ট্রের কাছে দুরুমুশ হল অভিমন্যু ইশ্বরণের দল। এই ম্যাচে ১০ উইকেটে হেরে পয়েন্ট তালিকায় দুইয়ে নেমে গেল বাংলা। অভিমন্যুরা ১৮ পয়েন্টেই থেকে গেলেন। আর বোনাস-সহ ৭ পয়েন্ট নিয়ে মহারাষ্ট্র উঠে গেল ১৯ পয়েন্টে। তারাই এখন এলিট সি-তে শীর্ষে।

খেলার পর হারের অনেক অজুহাত শোনা গেল। কিন্তু মোদ্দা কথা মহারাষ্ট্রের সামনে দাঁড়াতেই পারেনি বাংলা। প্রথম ইনিংসে ১৪৩ রানে গুটিয়ে যাওয়া দল দ্বিতীয় ইনিংসে লড়বে আশা ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় ইনিংসেও অভিমন্যুদের রান দুশো পেরোয়নি। বাংলা গুটিয়ে গিয়েছে ১৮৬ রানে। এরপর মহারাষ্ট্রের জিততে দরকার ছিল ১১২ রানের। তারা ১১৪ রান তুলেছে উইকেট না হারিয়েই। অধিনায়ক পৃথ্বী শ ৫০ বল খেলে ৫৩ রানে নট আউ থেকে যান। আরেক ওপেনার শচীন দাস ৬৮ বলে ৬১ রান করে নট আউট থাকেন। পৃথ্বী চারটি ছক্কা হাঁকিয়েছেন। শচীন দশটি বাউন্ডারি। খেলা শেষ হল চায়ের আগেই।

প্রথম ইনিংসে অভিষেক পোড়েল ৫৪ রান করেছিলেন। দ্বিতীয় ইনিংসেও তিনিই লড়লেন বিপর্যয়ের মধ্যে। করেছেন ৬৫ রান। তাঁর সঙ্গে সপ্তম উইকেটের জুটিতে সুমন্ত গুপ্ত ৬৪ রান যোগ করেছেন। তিনি করেন ৫৯ রান। কিন্তু প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে, অভিষেক ও সুমন্ত যদি চতুর্থ দিন এতটা সময় উইকেটে কাটাতে পারেন তাহলে বাকিরা পারলেন না কেন। অধিনায়ক অভিমন্যু, সুদীপ ঘরামি, সুদাপ চট্টোপাধ্যায়রা দুই ইনিংসেই হতাশ করলেন। শেষদিনে অভিষেক ছাড়া শাহবাজ আমেদের উপর ভরসা ছিল। তিনি কোনও রানই করতে পারেননি।

বাংলার পরের ম্যাচ গুজরাটের সঙ্গে। তারপর ঝাড়খন্ড। তবে মাঝখানে লম্বা বিরতি বিজয় হাজারে-সহ বোর্ডের অন্য টুর্নামেন্টের জন্য। কোচ লক্ষ্মী, পরামর্শদাতা অরুনলালকে এবার দলের হাল ফেরাতে কিছু না কিছু করতে হবে। শামি -প্রদীপ্তরা উইকেট নেবেন আর বাকিরা খালি হাতে ফিরবেন এটা হয় না। ব্যাটিংয়েও অভিমন্যু রানে নেই। সুদীপ ঘরামি পুরনো ফর্ম হারিয়ে ফেলেছেন। আরেক সুদীপ রানই পাচ্ছেন না। শামি উইকেট নেবেন, শাহবাজ অলরাউন্ড পারফরম্যান্স করবেন আর অভিষেক মিডল অর্ডারে নেমে ইনিংস সামলাবেন, এই ছবি থেকে এবার বেরোতে হবে। ব্যাটারদের রান করতেই হবে।

দু'বার এগিয়েও কষ্টের জয় মোহনবাগানের

মোহনবাগান ৩ ওড়িশা এফসি ২

চিত্তরঞ্জন খাঁড়া

সুযোগ নষ্টের জন্য আইএসএলে কোনও পুরস্কার নেই, না হলে তা নিশ্চিতভাবেই মোহনবাগানের জন্য বরাদ্দ থাকত। আগের চারটি ম্যাচের মতো বৃহস্পতিবার যুবভারতীতে ওড়িশা এফসি-র বিরুদ্ধেও গোল নষ্টের প্রদর্শনী মোহনবাগান ফুটবলারদের। যে ম্যাচ অন্তত ৭-৮ গোলে জেতার কথা, তা অতিকষ্টে ৩-২ ব্যবধানে জিতে শীর্ষে থেকেই লিগের বিরতিতে গেল মোহনবাগান। দেজান দ্রাজিচের জোড়া গোল ও লি এরউইনের জয়সূচক গোলে বাগানে দীপাবলির রোশনাই।

নড়বড়ে ওড়িশা রক্ষণ। প্রথমার্ধেই খেলা শেষ করে দিতে পারত পানাজিওটিস দিলমপেরিসের দল। মনবীর সিং, লিস্টন কোলাসো, দ্রাজিচ, এরউইনরা অবিশ্বাস্য সব মিস করলেন। প্রথমার্ধটা মোহনবাগানকে আটকে রাখল পোস্ট ও ওড়িশার গোলকিপার ঋত্বিক তিওয়ারি। মনবীর, জেলকোভিচ, মেহতাব, এরউইনদের মুখের গ্রাস কাড়লেন ঋত্বিক অনবদ্য কিছু সেভ করে। ৪২ মিনিটে মনবীর সামনে একা গোলকিপারকে পেয়েও বল লব করলেন তিন কাঠির বাইরে। এরপরই বিরতির আগে লিস্টনের শট পোস্টে লেগে ফিরল।

দু'দলেরই মাঝমাঠ ধু ধু ময়দান। দ্বিতীয়ার্ধে খেলা হল সেয়ানে-সেয়ানে। কিন্তু মোহনবাগান রাশ হাতে রেখেই ৪৭ মিনিটে এগিয়ে যায় দ্রাজিচের গোলে। বিপক্ষের পেনাল্টি বক্সে কার্যত বিনা বাধায় বাঁ-পায়ের শটে গোল করে যান সার্বিয়ান মিডিও। পাঁচ মিনিট পর রক্ষণে আলবার্তোর ভুলে গোল হজম বাগানের। মাহমুদ ইদের গোলে সমতা ফেরায় ওড়িশা। এরপর লিস্টনের আরও একটি গোল মিস দেখে তাঁকে তুলে ছাঙতেকে নামান কোচ পানোস। ৭৪ মিনিটে সেই ছাঙতের গোলের ঠিকানা লেখা পাস থেকে বল জালে জড়িয়ে মোহনবাগানকে ফের এগিয়ে দেন দ্রাজিচ। পাঁচ মিনিট পর রক্ষণে মেহতাবদের ভুলে ফের গোল শোধ ওড়িশার। ২-২ করেন এভার্টন।

৮৪ মিনিটে জেমি ম্যাকলারেনকে নামিয়ে আপফ্রন্টে এরউইনের সঙ্গে জুড়ে দেন বাগান কোচ। তবে মোহনবাগানকে জিততে হয়েছে বিপক্ষ রক্ষণের ভুলেই। সময় নিয়ে ডান পায়ের নিচু শটে গোল করেন এরউইন। এদিন দুটো পেনাল্টিও পেতে পারত মোহনবাগান। যুবভারতীতে ম্যাচ শুরুর আগে প্রয়াত স্প্যানিশ স্ট্রাইকার মিগুয়েলের স্মৃতিতে এক মিনিট নীরবতা পালন হয়।



জোড়া গোলের উচ্ছ্বাস দ্রাজিচের। ছবি : সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

ঘুরে দাঁড়াব, বার্তা অধিনায়কের



প্রতিবেদন : কে বলবে তাঁরা একটু আগে দশ উইকেটে হেরেছেন। অভিমন্যু ইশ্বরন বরং মনে করিয়ে দিলেন, আমরা কিন্তু এই ব্যাটিংয়েই তিনটে ম্যাচ জিতেছি। বাকি তিনটে ম্যাচেও জিতব।

অর্থাৎ ঘরের মাঠের হারকে খুব বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন না বঙ্গ অধিনায়ক। কিন্তু আপনার দল তো তিনশো-সাড়ে তিনশো রানও তুলতে পারছে না। এত কম রান নিয়ে রঞ্জিতে জিতবেন কি করে? তাতেও উত্তর আছে। জবাব এই, পালামে সার্ভিসেস ম্যাচে ১৮০ রান উঠেছিল। তাতে আমরা ৬০ রানে জিতেছি। তবে মুশকিল হচ্ছে যে ব্যাটিং একেবারে দাঁড়াচ্ছে না। অধিনায়কের ব্যাটেও রান নেই। তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে? জবাব এল, এখন একটা ব্রেক হয়েছে। সময় পাব এসব নিয়ে ভাবার। সবার কমবেশি সমস্যা আছে। কিন্তু আমাদের ফিরে আসতে হবে। কারণ এই দলই কিন্তু ফাইনাল খেলেছে। সুদীপ চট্টোপাধ্যায়ের ব্যাটে রান নেই। কিন্তু অধিনায়ক একা কাউকে দোষ দিতে চান না। বললেন, কার কোথায় ব্যর্থতা সেটা দেখা হচ্ছে। তিন ম্যাচ জেতার পর কোনও আত্মতুষ্টি ছিল না। সবাই চেষ্টা করছে। এখানে হয়নি। পরে নিশ্চয়ই হবে।

মহারাষ্ট্রের অধিনায়ক পৃথ্বী শ বলছিলেন, ম্যাচের প্রথম দুটো ইনিংস দুটো দল সমান-সমান ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় ইনিংসে বাংলার তিন-চারটে উইকেট ফেলে দেওয়ার পর মনে হয়েছিল আমরা জিততে পারি। পৃথ্বী আরও বলছিলেন, এটা ব্যাটিংয়ের জন্য খুব সহজ উইকেট ছিল না। আমাদের বোলাররা ভাল বল করেছে। আমি নিজের ফর্ম নিয়ে ভাবি না। হয় খারাপ শটে আউট হয়েছি বা ভাল বলে। তাহলে চিন্তার কি আছে। আমার সঙ্গে শচীন খুব ভাল ব্যাট করেছে। ওকে বলেছিলাম গুটিয়ে থাকিস না। ইনটেন্ট যেন ঠিক থাকে।

এদিকে, এদিনই অভিমন্যুকে অধিনায়ক রেখে সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফির দল ঘোষিত হয়েছে। মহম্মদ শামি, মুকেশ কুমার শাহবাজ আহমেদরা এই দলে রয়েছেন।

মহামেডানের আজ পরীক্ষা

প্রতিবেদন : ইন্ডিয়ান ফুটবল লিগে (আইএফএল) প্রথম ম্যাচে শিলং লাজংয়ের কাছে হেরে অভিযান শুরু করেছে আর্থিক সমস্যায় জর্জরিত মহামেডান। শুক্রবার বেঙ্গালুরু ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে অ্যাওয়ে ম্যাচে নামছে তারা। মহামেডানের মতো প্রথম ম্যাচে হেরেছে বেঙ্গালুরুও। হিরা মণ্ডল, মহীতোষ রায়রা বেঙ্গালুরুর মাঠে তিন পয়েন্টের লক্ষ্যে নামবেন। ইসরাফিল দেওয়ানকে পাবে না মহামেডান। বাকিদের নিয়ে ভাল ফল করার ব্যাপারে আশাবাদী কোচ, ফুটবলাররা। কোচ শাহিদ রামন বলেছেন, আমরা প্রস্তুত। জয়ের লক্ষ্যেই নামব। হিরা বলেন, প্রথম ম্যাচের আগে প্রস্তুতির সুযোগ পাইনি। তবে এই ম্যাচে অনেকটা গুছিয়ে নিতে পেরেছি।

আনোয়ারের চোটে উদ্বেগ ইস্টবেঙ্গলে



প্রতিবেদন : আল সিবের বিরুদ্ধে এসিএল টু-র ম্যাচে হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পেয়ে মাঠ ছেড়েছিলেন আনোয়ার আলি। আশঙ্কার মেঘ তৈরি হয়েছিল তখনই। আনোয়ারকে ছাড়াই শুক্রবার চেন্নাই যাচ্ছে ইস্টবেঙ্গল। আইএসএলে শনিবার তাদের প্রতিপক্ষ চেন্নাইয়িন এফসি। শুধু পরের ম্যাচই নয়, তারকা ভারতীয় ডিফেন্ডারকে আরও কয়েকটি ম্যাচে নাও পেতে পারে ইস্টবেঙ্গল। আগামী সপ্তাহে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ফিফা আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচেও আনোয়ারের খেলার সম্ভাবনা কার্যত নেই।

বৃহস্পতিবার তাঁর চোটের জায়গায় স্ক্যান হয়েছে। রিপোর্ট আসার পর জানা যাবে চোটের পরিস্থিতি। শোনা যাচ্ছে, আনোয়ারের হ্যামস্ট্রিংয়ে গ্রেড টু ইনজুরি। সেক্ষত্রে ২-৩ সপ্তাহ লাগতে পারে ফিট হতে। একদিনের ছুটি কাটিয়ে বৃহস্পতিবার চেন্নাইয়িন ম্যাচের প্রস্তুতি শুরু করল ইস্টবেঙ্গল। সাংবাদিক বৈঠকে এসে কোচ আন্তনিও লোপেজ হাবাস ও ডিফেন্ডার দিয়েগো জিভুলিচ জানালেন, আনোয়ারের অভাব পূরণ করার মতো ভাল ফুটবলার দলে রয়েছে।

জিভুলিচ বলেছেন, আনোয়ার গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড়। তার অভাব ঢাকার মতো ফুটবলার আমাদের রয়েছে। কে খেলল তা গুরুত্বপূর্ণ নয়। প্রতিপক্ষকে গোল করতে না দেওয়াই আমাদের লক্ষ্য।

জাগোবাংলা
সার্বজনীন সত্যের সন্ধানে



বিরাট ৩৮। দিনভর শুভেচ্ছা বার্তায় কাটালেন। আপাতত তিনি নিউজিল্যান্ডে। সেখানেও উৎসব। অকল্যান্ডে রান পেয়েছেন। কাল ফের ম্যাচ

মাঠে ময়দানে

6 November, 2026 • Friday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

১৫
৬ নভেম্বর ২০২৬
শুক্রবার

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ভারতের

মোহালি, ৫ নভেম্বর : মোহালির অলিম্পিয়ান বলবীর সিং হকি স্টেডিয়াম যেন তৈরিই ছিল সেলিব্রেশনের জন্য। অপেক্ষাটা ছিল শুধুমাত্র খেলা শেষ হওয়ার। শুরুর ধাক্কা সামলে উঠে এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির মেগা ফাইনালে জাপানকে ৪-১ গোলের পরাস্ত ভারত। এই জয়ের মাধ্যমে টুর্নামেন্টের ইতিহাসে ষষ্ঠবার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিতল হরমনপ্রীতরা। টুর্নামেন্টের শুরু থেকেই তাদের অনবদ্য পারফরম্যান্স শুরু তৈরি করেছিল সোনার পদক জেতার প্রত্যাশা। একটা-একটা করে ধাপ এগিয়ে এসে সমর্থকদের সেই প্রত্যাশা পূর্ণ করল ভারতীয় হকি দল। খেলা শেষ হওয়া মাত্রই জয়ের আনন্দে মেতে ওঠে এবারের এশিয়ান গেমসের সোনাজয়ীরা। তবে ঘরের মাঠে ফাইনালের শুরুতেই পিছিয়ে পড়েছিল ক্রেগ ফুলটনের ছেলেরা। খেলা শুরুর মাত্র ৩ মিনিটের মাথায় গ্যালারি ভর্তি ভারতীয় সমর্থকদের স্তব্ধ করে দেয় জাপান। আক্রমণ থেকে দুর্দান্ত এক ফিল্ড গোলে জাপানকে এগিয়ে দেন কাজুমাসা মাতসুমোতো। এরপর সমতা ফেরানোর জন্য একাধিক আক্রমণ গড়ে তুললেও জাপানি গোলরক্ষক ও তাদের রক্ষণভাগের কাছে বারবারই আটকে যেতে থাকে ভারত। ফলে ১-০ ব্যবধানে পিছিয়ে থেকেই প্রথমার্ধ করতে হয় দিলপ্রীত, জুগরাজদের। তবে বিরতির পর চিত্রটা পুরোপুরি বদলে যায়। তৃতীয় কোয়ার্টার থেকে অল-আউট আক্রমণে ঝাঁপায় টিম ইন্ডিয়ার ফরওয়ার্ডরা। ৪১ মিনিটের মাথায় ভারতের হয়ে সমতা ফেরান শীলানন্দ লাকড়া। চতুর্থ কোয়ার্টারে প্রতিপক্ষের ডিফেন্সকে রীতিমতো তছনছ করে দেয় ভারতের আক্রমণভাগ। মাত্র ৫ মিনিটের ব্যবধানে পরপর ৩টি গোল তুলে নিয়ে ম্যাচ সম্পূর্ণ নিজেদের পকেটে পুরে ফেলে হরমনপ্রীতরা। ম্যাচের ৪৯ মিনিটে বক্সের ভিতর থেকে নেওয়া শটে ভারতকে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে দেন দিলপ্রীত সিং। এরপর ৫২ মিনিট পেনাল্টি কর্নার থেকে জুগরাজ সিংয়ের নেওয়া রকেট গতির শট আটকানোর কোনও রাস্তাই ছিল না জাপানের গোলরক্ষকের কাছে। ৫৩ মিনিটে জাপানের কফিনে শেষ পেরেক পুঁতে দেন বিবেক সাগর প্রসাদ।



আরও একটি গোল। উচ্ছ্বাস ভারতীয় খেলোয়াড়দের। মোহালিতে বৃহস্পতিবার।

দিল্লি ম্যাচ সরে বিশাখাপত্তনমে

মুম্বই, ৫ নভেম্বর : সম্ভাবনা আগেই দেখা দিয়েছিল। এবার সেটা সত্যি হল। দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামের সংস্কার কাজ এবং সেখানকার প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে, ১৩ ডিসেম্বরের ভারত-শ্রীলঙ্কা প্রথম একদিনের ম্যাচটি দিল্লি থেকে সরিয়ে বিশাখাপত্তনমে আনা হল। এমনটাই জানানো হয়েছে বিসিসিআইয়ের পক্ষ থেকে। দিল্লি ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন ম্যাচ আয়োজন না করতে পারার কথা ভারতীয় বোর্ডকে আগেই জানিয়েছিল।

৫৩ লাল কার্ড

বেলোহরিজন্তে, ৫ নভেম্বর : ফুটবল মাঠে এক ম্যাচে ৫, ১০, ১৫ লাল কার্ডের নজির রয়েছে। কিন্তু একটি ম্যাচে ৫৩টি লাল কার্ড! ব্রাজিলের মিনাস জেরাইস প্রদেশে অনূর্ধ্ব ২০ ফুটবলের সেমিফাইনালে নজিরবিহীন বিশৃঙ্খলার সাক্ষী থাকল দর্শকরা। দু'দলের ফুটবলার থেকে কোচিং স্টাফ, কর্তারা—কেউই বাদ গেলেন না রেফারির শাস্তি থেকে। সব মিলিয়ে ৫৩ জনকে লাল কার্ড দেখালেন রেফারি ফের্নান্দো প্যাট্রিক মোদেস্তো।

বিশ্বকাপে পাঠান চান অংশুলকে

নয়াদিল্লি, ৫ নভেম্বর : অকল্যান্ডে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম একদিনের ম্যাচে অনবদ্য বোলিং পারফরম্যান্স উপহার দিয়েছেন অংশুল কম্বোজ। সেইসঙ্গে হয়েছেন ম্যাচের সেরাও। তাঁর এই পারফরম্যান্সের পরই জাতীয় দলের নির্বাচকদের উদ্দেশ্যে বড় বার্তা দিলেন প্রাক্তন অলরাউন্ডার ইরফান পাঠান। তাঁর মতে, অংশুল এইভাবেই পারফর্ম করতে থাকলে ২০২৭ বিশ্বকাপের জন্য নির্বাচকরা তাঁকে নিয়ে ভাবতে বাধ্য হবেন।



অকল্যান্ডে এই মেজাজেই ছিলেন অংশুল।

অংশুলের প্রশংসা করে ইরফান বলেন, নতুন বলে হোক কিংবা পুরনো বলে, কিংবা ডেথ ওভার অংশুলের বোলিং স্কিল দারুণ। সিএসকে-র হয়েও ওর ডেথ ওভারের বোলিং দেখেছি। রাউন্ড দ্য উইকেটে এসে ওয়াইড ইয়র্কার করার দক্ষতাও ওর আছে। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম ওয়ানডে-তে ও পুরনো বলে দারুণ বল করেছে। নতুন ও পুরনো উভয় বল দিয়েই সুইং করানোর ক্ষমতা ওর মধ্যে রয়েছে। অংশুল যেভাবে এগোচ্ছে, তাতে নির্বাচকরা যদি ওকে বিশ্বকাপের সম্ভাব্য দলের তালিকায় রাখার কথা ভাবতে বাধ্য হন তাতে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। ও নিশ্চিতভাবেই সেটার দাবিদারও।

বাজছে আইপিএলের দামামা

সিএসকে-তে লিভিংস্টোন, খলিল গেলেন হায়দরাবাদে



নয়াদিল্লি, ৫ নভেম্বর : আসন্ন আইপিএলের জন্য দল গোছাতে শুরু করে দিল ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলি। চেন্নাই সুপার কিংস এবং সানরাইজার্স হায়দরাবাদের মধ্যে বৃহস্পতিবার দলবদল সম্পন্ন হল। দুই দলের মধ্যে পারস্পরিক চুক্তিতে মোট চারজন ক্রিকেটার দল পরিবর্তন করেছেন। এই দলবদলের ফলে দুই ফ্র্যাঞ্চাইজিই তাদের স্কোয়াডের ভারসাম্য আরও মজবুত করে নিল। এই দলবদলের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ হলেন ইংল্যান্ডের তারকা ব্যাটিং-অলরাউন্ডার লিয়াম লিভিংস্টোন। গত মরশুমে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ তাঁকে ১৩ কোটি টাকার বিনিময়ে দলে নিয়েছিল। তবে নতুন চুক্তি অনুযায়ী, তাঁর ফি কমিয়ে ৬ কোটি টাকা করা হয়েছে। এই রিভাইসড ফি-তেই তিনি চেন্নাই শিবিরে নাম লিখিয়েছেন। লিভিংস্টোনের অন্তর্ভুক্তি চেন্নাইয়ের মিডল অর্ডার এবং স্পিন আক্রমণকে যে অনেক বেশি শক্তিশালী করবে, তা বলাই যায়। পাশাপাশি, সিএসকে-তে যোগ দিচ্ছেন অস্ট্রেলিয়ার তরুণ পেস বোলার জ্যাক এডওয়ার্ডস। গত মরসুমে পায়ের চোটের কারণে হায়দরাবাদের হয়ে তিনি মাঠে নামতে পারেননি। তবে ৩ কোটি টাকার পুরাতন মূল্যেই তাঁকে দলে নিয়েছে চেন্নাই ম্যানেজমেন্ট। অন্যদিকে, চেন্নাই সুপার কিংস শিবির ছেড়ে সানরাইজার্স হায়দরাবাদে পাড়ি দিচ্ছেন বাঁ-হাতি পেসার খলিল আহমেদ এবং অস্ট্রেলিয়ার ফাস্ট বোলার নাথান এলিস।

পাকিস্তানকে হারিয়ে সাফের শুরু

ঢাকা, ৫ নভেম্বর : পাকিস্তানকে যে কোনও খেলাতেই হারানো অভ্যাসে পরিণত করে ফেলেছে ভারত। বৃহস্পতিবার সাফ ফুটবলের মঞ্চে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানকে হারিয়ে অভিযান শুরু করল নৌশাদ মুসার দল। তবে শুরুতে তিন গোলে এগিয়ে গিয়েও ম্যাচটা কঠিন করে জিতল অনূর্ধ্ব ২৩ ফুটবলার সমৃদ্ধ ভারত। খেলার ফল ভারতের পক্ষে ৩-২। জোড়া গোল মোহনবাগানের কাশ্মীরি স্ট্রাইকার সুহেল ভাটের।

ম্যাচের প্রথম ৩২ মিনিটেই ৩-০ করে ফেলে ভারত। কিট বিভ্রাটে ম্যাচের আগের দিন অনুশীলন করতে না পারা পাকিস্তানকে তখন দিশাহারা মনে হচ্ছিল। ১৩ মিনিটে সুহেলের প্রথম গোল। ছ'মিনিটের মধ্যে ফের গোল করে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন সেই সুহেল। ৩২ মিনিটে মাংলেনথাং কিপগেন তৃতীয় গোলটি করেন। ৩৪ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করতে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যবধান কমাতে পারেনি পাকিস্তান।

দ্বিতীয়ার্ধেও সুহেলদের দাপট অব্যাহত থাকে। কিন্তু শেষ দিকে পরপর দু'গোল হজম করে মুসার দল। শেষ মুহূর্তে গোলকিপার অর্শ শেখের তৎপরতায় কোনওক্রমে জয় নিশ্চিত করে ভারত।



গোলের পর সুহেলকে অভিনন্দন সতীর্থদের। সাফে পাক ম্যাচে।

টেনিস সংস্থায় সানিয়া-মহেশ

নয়াদিল্লি, ৫ নভেম্বর : সর্বভারতীয় টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের (এআইটিএ) এবার আসতে চলেছেন সানিয়া মির্জা ও মহেশ ভূপতি। বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত হওয়া এআইটিএ-এর সাধারণ সভার নির্বাচনে নির্বাচিত হয়েছেন দেশের এই দুই প্রাক্তন টেনিস তারকা। সংশোধিত সংবিধান অনুযায়ী এআইটিএ-র সাধারণ সভায় দু'জন পুরুষ ও দু'জন মহিলাসহ মোট চারজন প্রতিনিধি থাকবেন এবং ১৫-সদস্যের কার্যনির্বাহী কমিটিতে প্রতিটি বিভাগ থেকে একজন করে প্রতিনিধি থাকবেন। সানিয়া এবং মহেশের মতো দুই তারকার আগমনে





দেশের টেনিস সংস্থার কাজে আরও উন্নতি ঘটবে বলেই মনে করছেন ক্রীড়াবিদরা। ২৭ নভেম্বর এআইটিএ-র নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।



প্রাক্তন হকি তারকা এমএম সোমাইয়ার মস্কো অলিম্পিকে জেতা সোনার পদক ও আরও পদক চুরি হয়ে গেল চেন্নাইয়ের বাড়ি থেকে

সারাজীবন সেরা হওয়ার চেষ্টা করেছি

বিদায় রোনাল্ডো

লিসবন, ৫ নভেম্বর : বিশ্বকাপ শেষ হওয়ার পর থেকেই জল্পনাটা চলছিল। এরপর জাতীয় দলের কোচ জর্জ জেসুসের সঙ্গে বিবাদের জেরে দল থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর সেটা আরও তীব্র হয়। আর এবার সেটা সত্যি হল। আন্তর্জাতিক ফুটবলকে বিদায় জানালেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। বৃহস্পতিবার দীর্ঘ অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটালেন সিআর সেভেন। ৪১ বছর বয়সি মহাতারকা সোশ্যাল মিডিয়াতে একটি আবেগঘন ভিডিও বার্তা প্রকাশ করে দেশের জার্সিকে পাকাপাকিভাবে তুলে রাখার কথা ঘোষণা করেছেন তিনি। অবসরের কথা ঘোষণা করার সময় অত্যন্ত আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন রোনাল্ডো। ভিডিও বার্তায় সিআর সেভেন বলেন, পর্তুগালের মানুষের উদ্দেশ্যে বলছি, এবার আমার জাতীয় দলের ৭ নম্বর জার্সিটা ফিরিয়ে দেওয়ার সময় এসেছে। আমি কখনওই মনে করিনি যে এটা শুধু আমার একার ছিল, তবে ২৩ বছর ধরে এই জার্সি পরে দেশের প্রতিনিধিত্ব করতে পেরে আমি নিজেকে সত্যিই খুব ভাগ্যবান বলে মনে করি।

সেইসঙ্গে তিনি আরও বলেন যে, এই সিদ্ধান্তটি নেওয়া মোটেও সহজ ছিল না, কারণ এমন কিছু সিদ্ধান্ত শুধু মাথা দিয়ে নয়, হৃদয় দিয়েও নিতে হয়। দেশের হয়ে মাঠে নামা এবং প্রতিনিধিত্ব করা সবসময়ই আমার জীবনের সবচেয়ে বড় একটা গর্বের বিষয় ছিল। যদি আমার কোনও গোল বা পারফরম্যান্স আপনাদের মুখে হাসি ফুটিয়ে থাকে বা দেশকে নিয়ে গর্বিত করে থাকে, তবেই এই পথচলা সার্থক। ডেনমার্কে নেশনস কাপের ম্যাচে না খেলে সটান ফিরে এসেছিলেন দেশে। যার জেরে তাঁকে এক মাসের জন্য নির্বাসন দেওয়া হয়েছিল। এই মাসেই রোনাল্ডোর আবার জাতীয় দলের জার্সিতে প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু রোনাল্ডো-সুলভ ভঙ্গিতে সেই সম্ভাবনায় জল ঢেলে তিনি আন্তর্জাতিক ফুটবলকেই বিদায় জানিয়ে দিলেন।

পরিশেষে, দীর্ঘ কেরিয়ারে ভাল-খারাপ সর্বদা পাশে থাকার জন্য সমর্থকদের পাশাপাশি নিজের পরিবার, সতীর্থ এবং কোচদের প্রতিও বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন প্রাক্তন পর্তুগাল অধিনায়ক। আন্তর্জাতিক ফুটবলকে বিদায় জানালেও ক্লাব ফুটবলে তিনি তাঁর যাত্রা চালিয়ে যাবেন কি না, তা নিয়ে ভক্তদের মধ্যে আলোচনা ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। তবে একটা বিষয় নিশ্চিত, ফুটবলের সবুজ গালিচা থেকে আরও এক অমূল্য নক্ষত্রর চিরতরে হারিয়ে যাওয়ার পালা শুরু হয়ে গেল হয়তো। রোনাল্ডোর বর্ণময় কেরিয়ারের অন্যতম সেরা মুহূর্ত আসে ২০১৬ সালে। তাঁর নেতৃত্বেই ফ্রান্সকে হারিয়ে প্রথমবার ইউরো কাপের শিরোপা জিতেছিল পর্তুগাল। যা তাদের ফুটবল ইতিহাসে এক নতুন যুগের সূচনা করেছিল বললেই চলে। সেইসঙ্গে মেটে সিআর সেভেনের আন্তর্জাতিক ট্রফি না পাওয়ার আক্ষেপটাও। শুধু তাই নয়, এর পাশাপাশি ২০১৯ এবং ২০২৫ সালে উয়েফা নেশনস লিগ জয়ের স্বাদও পেয়েছেন বিশ্ব ফুটবলের এই মহাতারকা। ব্যক্তিগত কৃতিত্ব এবং দলীয় সাফল্য মিলিয়ে তিনি পর্তুগালকে যে বিশ্ব ফুটবলের শীর্ষ সারিতে পৌঁছে দিয়েছিলেন সেটা নিঃসন্দেহে বলাই



এই ট্রফি, এই জার্সি সবই এখন ইতিহাস।

যায়। ২০০৩ সালের ২০ অগাস্ট কাজাখাস্তানের বিরুদ্ধে প্রীতিম্যাচ দিয়ে আন্তর্জাতিক ফুটবলে পা রেখেছিলেন রোনাল্ডো। এরপর দেশের জার্সিতে সর্বাধিক ২৩৪টি ম্যাচ খেলে ১৪৬টি গোল করার বিশ্বরেকর্ড গড়েন। যা এখনও পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ। ফিফা প্রেসিডেন্ট ইনফান্তিনো রোনাল্ডোর লেগাসি থেকে যাবে বলেছেন। বার্তা দিয়েছেন ব্রুনো ফার্নান্ডেজ, পেপে, ভিনি জুনিয়র, নেইমার সহ অনেকেই। বার্তা আল নাসের, ম্যান ইউয়েরও। আর রোনাল্ডো বার্তায় বলেছেন, আমি সারাজীবন সেরা হওয়ার চেষ্টা করেছি।

বিরাটকে এত ভাল ব্যাট করতে দেখিনি : শাস্ত্রী



অকল্যান্ড, ৫ নভেম্বর : তাঁর ৭৪ রানের ইনিংসে রবি শাস্ত্রী মুগ্ধ। বলেছেন, এটা সেঞ্চুরির সমান। অকল্যান্ডে প্রথম একদিনের ম্যাচে ভারত বিরাট কোহলির ইনিংসে ভর করে পাঁচ উইকেটে জিতেছে। জয়ের পর কমেন্ট্রি বক্সে বসে প্রাক্তন কোচ শাস্ত্রী বিরাটের ভুয়সী প্রশংসা করেন।



শাস্ত্রী বলেন, এই কন্ডিশনে ৭৪ রান সেঞ্চুরির সমান দামি। এই ইনিংসে বিরাট কখনও বাড়তি কিছু করার চেষ্টা করেনি। আর কেউ যদি এভাবে ফোর্থ গিয়ারে খেলে তাহলে স্বয়ং ঈশ্বর তার পাশে থেকে সাহায্য করেন। এরপর শাস্ত্রী যোগ করেছেন, ড্রেসিংরুমে বসে দলের তরুণ ক্রিকেটাররা বিরাটের এই ইনিংস দেখেছে। তাতে ওরা এটা উপলব্ধি করেছে যে এই ৩৮-এ পৌঁছেও বিরাট আউট হওয়ার পর কিভাবে নিজের উপর রেগে যায়। এতে তরুণরা এটা বুঝতে পারবে যে ওদের আরও অনেক পথ যেতে হবে।

শাস্ত্রী এরপর বিরাট বাইশ গজে দাঁড়িয়ে অধিনায়ক শুভমন গিলকে কিভাবে সাহায্য করেছেন তারও উল্লেখ করেন। দুজনের ১১৩ রানের পার্টনারশিপ হয়েছে। বিরাট বারবার দ্রুত সিঙ্গলস নিয়ে নিউজিল্যান্ড বোলারদের তিনি চাপে রেখেছিলেন। শাস্ত্রীর কথায়, বিরাট নিজের খেলার সঙ্গেই শুভমনের উপর থেকে চাপ আলগা করেছি দিয়েছিল। ও বারবার সিঙ্গলস নিয়ে স্ট্রাইক নিজের কাছে নিয়েছে। স্ট্রাইক রোটেট করেছে। এতে বোলারদের উপর চাপ তৈরি হয়েছিল। আমি বিরাটকে বহু বছর ধরে দেখছি। এটা বলতে পারি, ওকে এর থেকে বল ব্যাট করতে কখনও দেখিনি।

ইডেন পার্কে এই ম্যাচে বিরাট নতুন কীর্তি গড়েছেন। রান তাড়া করার ক্ষেত্রে তিনি শচীন তেন্ডুলকরকে পিছনে ফেলে দিয়েছেন। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে রান করার ক্ষেত্রেও বিরাট রিকি পন্টিংকে টপকে গিয়েছেন।

নাটকীয় জয় রিয়ালের

নিয়া ফিলাডেলফিয়া, ৫ নভেম্বর : গ্রিসের ক্লাব এইকে এথেন্স এফসি-কে তাদের মাঠে কখনও হারাতে পারেনি রিয়াল মাদ্রিদ। চ্যাম্পিয়ন্স লিগে বুধবার দু'বার এগিয়ে গিয়েছিল তারা। দু'বারই পিছিয়ে পড়ে সমতা ফিরিয়েছেন এমবাপেরা। কার্যত শেষ মিনিটে গোল হজম করে হারতে হয়েছে তাদের। রিয়াল মাদ্রিদ নাটকীয় ম্যাচে ৩-২ গোলে এইকে এথেন্সকে হারিয়েছে। শেষ মুহূর্তে ফেডেরিকো ভালভার্দে জয়সূচক গোলটি করে স্বস্তি ফেরান রিয়াল শিবিরে।

১২ মিনিটে আবুবাকারি কোইটার গোলে গ্রিক ক্লাবটি এগিয়ে যাওয়ার পর ৩২ মিনিটে সমতা ফেরান জুড বেলিংহ্যাম। এরপর ৭৫ মিনিটে পিলোসের গোলে এইকে এগিয়ে যাওয়ার তিন মিনিট পর সমতা ফেরান



ম্যাচের নাটকীয় মুহূর্ত। ভালভার্দের এই গোলে জয়।

এমবাপে। ৯০ মিনিটের মাথায় কোইটা লাল কার্ড দেখলে ১০ জন হয়ে যায় গ্রিক দলটি। যোগ করা সময়ের তিন মিনিটের মাথায় গোল করে রিয়ালকে তিন পয়েন্ট এনে দেন ভালভার্দে।

কোমোর ৯

লেঁস, ৫ নভেম্বর : চ্যাম্পিয়ন্স লিগে প্রথমবার খেলতে এসেই শোরগোল ফেলে দিয়েছে ইতালির ক্লাব কোমো। চ্যাম্পিয়ন্স লিগে সবচেয়ে বড় ব্যবধানে জয়ের রেকর্ডে ভাগ বসাল তারা। ফরাসি ক্লাব লেসকে ৯-১ গোলে হারিয়েছে সেস ফাব্রেগাসের দল। ইতালির প্রথম দল হিসেবে প্রতিপক্ষের মাঠে ৯ গোলের রেকর্ড করল কোমো। এই জয়ে লিগ তালিকায় বার্সোলোনাকে টপকে চারে উঠে এল কোমো। হ্যাটট্রিক করেন তাসোস দুভিকাস।

জিতল সিটি, আর্সেনাল

লিপজিগ, ৫ নভেম্বর : প্রিমিয়ার লিগে দুই হারে চাপে পড়েছিল ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। চ্যাম্পিয়ন্স লিগে আরবি লিপজিগের বিরুদ্ধে ৭৭ মিনিট পর্যন্ত ফল ছিল ২-২। কিন্তু ৭৮ মিনিটে হালান্ডের গোলে লিপজিগকে ৩-২ ফলে হারিয়ে জয়ে ফিরল ম্যান সিটি। প্রিমিয়ার লিগ চ্যাম্পিয়ন আর্সেনাল একই দিনে চেক প্রজাতন্ত্রের স্লাভিয়া প্রাহাকে ২-১ গোলে হারিয়েছে। পিএসজি ও রিয়াল মাদ্রিদের পর পয়েন্ট তালিকায় তিনে উঠে এল মিকেল আর্তেতার দল। গানারদের দুই গোলদাতা নোনি মাদুয়েকা এবং ভিক্টর গিওকেরেস। সিটি-লিপজিগ ম্যাচের ৩৭ মিনিটে লিপজিগের ডিফেন্ডার কাস্তেলো লুকেবার আত্মঘাতী গোলে এগিয়ে যায় সিটি। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই রিডলে বাকুর গোলে সমতা ফেরায় জার্মান দলটি। এরপর ৫৮ মিনিটে এনজো ফার্নান্ডেজের গোলে এগিয়ে গেলেও মিনিট তিনেক পর আন্তোনিও নুসা সমতা ফেরান। তবে ৭৮ মিনিটে সিটির ত্রাতা হয়ে দাঁড়ান সেই হালান্ড। লিপজিগের বিরুদ্ধে ৯ ম্যাচে ১৩ গোল হয়ে গেল নরওয়ের তারকার। এদিকে, লিভারপুলের অবাক হার ফেনারবাখের বিরুদ্ধে। ২-৩ গোলে তারা হেরেছে।